আমি তোমারই।

অদ্ভুত রহস্য ! !

প্রথম কল্প।

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত।

————————গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলেলোভাদুদ্বাহুরিববামনঃ ॥

কালিদাস।

সারস্বত যন্ত্র।

কলিকাতা,—পাতুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট ৩ নং ভবন।

সম্বৎ ১৯৩১।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

পাঠক মহাশয়!

আমি যে অদ্ভুত রহস্য প্রকাশ কোরে আপনার কাছে বাহোবা পাবো, এরূপ আশা আমার নয়; কারণ আমি রসিকতার শ্রাদ্ধ কত্তে জানি না। আমি যে এক জন লেখকের মধ্যে পরিগণিত হবো, সে ভরসাও আমার নাই, কারণ "স্কট্" কিম্বা "রেনল্ড" আমার সহকারী নহেন। আমার গ্রন্থ যে আপনি সাদরে গ্রহণ করবেন সে ভরসাও আমি করি না; কারণ আমি ভুঁইফোড় লেখক নই।—তবে কি?—কেবল আপনার সঙ্গে আলাপ করাই আমার একান্ত অভিলাষ।—কিরূপে আলাপ করি;—পায়ে পা ঠেকিয়ে নমস্কার কত্তে পাল্যেম না। প্রিয়া-বিরহিত সিদ্ধেশ্বরই আমার সদালাপের সোপান। সদভিপ্রায়ে সৎ-লোকের সঙ্গে আলাপ সহজেই হয়ে থাকে সুতরাং আমি প্রণয়ীর প্রণষ্ট প্রণয়িণীর অন্বেষণের জন্যে আপনার সঙ্গে আলাপ কত্তে উদ্যত, কারণ আমি একাকী কত খুঁজবো! তথাচ সাধ্য মতে অনেক খুঁজলেম,—পেলেম না। এখনো নিরাশ হইনি,—হাল ছাড়িনি। আবার সিদ্ধেশ্বরকে সঙ্গে কোরে আপনার কাছে যাবো, আবার "আমি তোমারই" "আমি তোমারই" বোলে পথে পথে বেড়াবো; সাধ্যমতে চেষ্টা কত্তে ত্রুটি করবো না; কিন্তু ব্যয় আপনার, পরিশ্রম আমার।—এখন আসি।

আপনার

শ্রীনীলকান্ত শর্ম্মা।

অবতরণিকা।

কলিকাতা একটী আজব সহর। এখানে দিন দিন, দণ্ডে দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কতই যে নূতন নূতন, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য, মজার মজার গুজব উঠ্‌চে তার সংখ্যা নাই। তার মধ্যে প্রায় অধিকাংশই কতক দূর বাহিত হয়েই মিল্‌য়ে যায়, দুই এক্‌টা জমেগিয়ে মানুষের কাজে লাগে। আজ কাল আমাদের সাহিত্য সাগরেও এই রূপ ফেন-রাশি সর্ব্বদা সমুত্থিত হোচ্চে। প্রথমে টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল, তার পর হুতোমপ্যাঁচার নক্‌সা পথ প্রদর্শক হোলো; দেখাদেখি আরও দুই এক জন যার যা ইচ্ছা নকলমত ছাঁচ আর নক্‌সা নিতে আরম্ভ কল্যেন। কিছু দিন থেকে থেকে প্রায় তিন বছর হোতে গেল পুনরায় ঘোরতর তুফান উঠেছে। এর মধ্যে এই এক নূতন নামে সাহিত্য সাগরের একটী নূতন ফেন উঠে ছিল, কিন্তু সেটী মিলায় নেই, জমেগিয়ে লোকের বিলক্ষণ ব্যবহারের জিনিষ হোয়ে দাঁড়্‌য়েচে। কতগুলি ফেনা মিল্‌য়ে যায় কত গুলিই বা জমে, শেষ পর্য্যন্ত ফলাফল দর্শনের প্রতীক্ষায় আমি এক প্রকার নিশ্চিন্ত বোসেই ছিলাম। সম্প্রতি "তুমি কি আমার" নামে এক খানি অপূর্ব্ব নবন্যাস প্রকাশ হোচ্চে শ্রুতিগোচর হয়। নামটী শুনে বড় কৌতূহল বৃদ্ধি হোলো। এই শব্দের উচ্চারণের মালিক স্বয়ং নায়ক কি নায়িকা স্থির জান্‌তে পার্‌লেম না। কিন্তু যখন

তিনি পুনঃ পুনঃ ঐ কথা বোলে আত্মপ্রকাশ কোচ্চেন তখন তাঁর যে কোন প্রিয়জন হার্‌য়েচে এটী বোধ হয়, না বোলে, স্থির নিশ্চয় বলা যায়। সুতরাং আমি অপরিচিত হয়েও তাঁরে প্রবোধ দেবার জন্যে তাঁর সেই প্রনষ্ট প্রিয়জন বেশে আগ্রহে আগ্রহে আসরে এসে নামলেম। তিনিও দেখুন, আর আর দশ জনেও দেখুন, আর সেই বস্তু আমি ঠিক কি না পরীক্ষা করুন।

দেখুন আর পরীক্ষা করুন কিন্তু হপ্তায় হপ্তায় আমার ফি দুই পয়সা।

কলিকাতা।
সম্বৎ ১৯৩০।
ঝুলানযাত্রা।

আমি তোমারই।

আমি তোমারই।

অদ্ভুত রহস্য।

প্রথম সর্গ।

বিষম দুর্য্যোগে—বিজন পথে।

"কে দিল অনলে হাত কে ধরিল ফণী।
অষ্টম মঙ্গল তার রন্ধ্রগত শনি ।।"

রাত্রি দুটো বেজেচে। চারিদিক অন্ধকার,—নিরেট অন্ধকার;—কোলের মানুষ দেখা যায় না। বোধ হয় যেন অন্ধকার চির শত্রু দিবাকরের উপর রাগ কোরে একবারে আপনার সমস্ত বল প্রকাশ কোরেচে। আকাশে নক্ষত্রেরা হাস্‌চে,—আর তিন ঘন্টা পরে অন্ধকারের এত অহঙ্কার কোথায় থাক্‌বে, এই ভেবে যেন নক্ষত্রেরা হাস্‌চে। কুমুদিনী হাস্‌চে;—বিরহের পর মিলন হলেই সকলে আহ্লাদে হাসে, আকাশে চন্দ্র নাই তবে কুমুদিনী কেন হাস্‌চে? যাদের অন্তঃকরণ খল তারা আপনার সুখ হোগ না হোগ পরের দুঃখ দেখ্‌লেই আহ্লাদে হাসে। কুমুদিনী আজ কমলিনীকে অন্য দিন অপেক্ষা অধিক মলিনী দেখে আহ্লাদে হাস্‌চে। কমলিনীত প্রতিদিন রাত্রিতেই মলিনী হয়, আজ তার চেয়েও অধিক মলিনী কেন? এ অন্ধকার ভেদ কোরে দিবাকর আর আস্‌তে পার্‌বেন না, এই ভেবেই কমলিনী আজ এত মলিনী। ধূর্ত্ত ও খলের আহ্লাদের সীমা নাই;—সেই আহ্লাদ দেখাবার জন্যে ধূর্ত্তশিরোমণি শৃগাল আর খল স্বভাব সর্পেরা সহচর অন্ধকারের গলা ধোরে এদিক্ ওদিক্

কোরে বেড়াচ্চে। সমস্ত জগৎ একবারে নিদ্রায় অভিভূত। স্পর্শ ভিন্ন আর কোন ইন্দ্রিয়ই নাই বোলে বায়ু আস্তে আস্তে জানালার ভিতর দিয়ে গিয়ে মোহিনী নিদ্রার অধিনী মোহিনীদের অঙ্গ সকল স্পর্শ কোরেই আপনাকে সুখী বোধ কোচ্চে। কোন গতি না থাক্‌লেই জয়কেতে হতে হয়; দিবাকরের আর অধিকার নাই দেখে সমস্ত গাছপালারা অন্ধকারের দলে মিসে গেচে। দিবাকর আর আস্‌তে পার্‌বে না, তবে কমলিনী আমাদেরই হলো, এই ভেবেই যেন ব্যাঙেরা আহ্লাদে কড় কড় করে শব্দ কোচ্চে, আর থেকে থেকে লাপাচ্চে। অন্ধকারের পদ ভরেই যেন জগতের উপর গম্ গম্ করে শব্দ হচ্যে। ভীতু মানুষেরা সকলই ভূতময় দেখ্‌চে। সিঁন্দেলেরা মহা আহ্লাদে সিন্দ্‌কাটি হাতে কোরে ভাঙ্গা ভিত আর মেটে ঘর খুঁজে বেড়াচ্চে। ঝিঁজি পোকারা লোককে সাবধান করবার জন্যে ডাকছেড়ে চেঁচাচ্চে। কোথাও একটী মুড়ো গাছের উপরে হাজার হাজার জোনাক পোকা জলাতে, গাছটী যেন বারুদের কদম গাছের মত দেখাচ্চে।

এমন সময়ে ত্রিবেণীর পশ্চিম বাহিনী বেণীর পুরাণ পুলের উপর দিয়া একখানি গরুর গাড়ি ধীরে ধীরে যায়। গাড়ি খানি বাঁস-বেড়ের দিকে যাচ্চে। সচরাচর গরুর গাড়ি যে রকম দেখ্‌তে পাওয়া যায় এখানিও ঠিক সেই রকম গাড়ি, কিন্তু খোলা নয়, উপরটী গোল ভাবে দরমা দিয়ে ছাওয়া। এক জন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ জোয়ালের কাছে বোসে গাড়ি হাঁকাচ্চে। তার গায়ে কনুই পর্য্যন্ত হাতাওলা একটী আধময়লা পিরান, পায়ে একযোড়া নাগরা জুতো, পরিধান এক শাদা ধবধবে থানফাড়া। গাড়ি খানি একবার রাস্তার এ ধারে এক-বার ওধারে গিয়ে পড়ছে, বোধ হয় গাড়ওয়ান এই প্রথম এ ব্যব-সায় হাত দিয়েচে। ত্রিবেণীর পুল পার হয়ে বাঁসবেড়ে পর্য্যন্ত রাস্তার

দুধারি কেবল বন, মানুষের আবাস দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। গাড়িখানি সেই বনের মধ্যখান দিয়ে চলেচে। ভয়ে গাড়ওয়ান কাঁপচে,—অন্ধকারের ভয়ে নয়, ভূতের ভয়ে নয়, যদি কেউ এসে বলে কেও, তা হলে কি বলবো, এই ভয়ে কাঁপচে।

মানুষের মন্দ আশঙ্কা প্রায়ই হাতে হাতে ফলে। গাড়ওয়ান যে আশঙ্কা কচ্ছিল যথার্থই তাই। রাস্তার পশ্চিম পাশে একটী আম বাগানের ভিতর কিসের শব্দ হলো। গাড়ওয়ান চম্‌কে উঠ্‌লো, একবার বাগানের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে,—ঘোর অন্ধকার,—কিছুই দেখ্‌তে পেলে না। ক্রমে ক্রমে সেই শব্দ নিকটবর্ত্তী। আবার চাইলে, কিছুই দেখ্‌তে পেলে না। কিছুই দেখ্‌তে পেলে না বটে কিন্তু বুঝ্‌তে পাল্যে যে, মানুষের পদ শব্দ ;—অপরিচিত অন্ধকার স্থানে আস্তে আস্তে পা বাড়ানর মত শব্দ নয় ; আলোময় পরিচিত স্থানে সগর্ব্বে পদ বিক্ষেপের ন্যায় শব্দ। ক্রমে সেই শব্দের সঙ্গে এক দীর্ঘাকার পুরুষ নিকটবর্ত্তী হোয়ে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা কোল্লে, কার গাড়ি ? কোথায় যাবে ? গাড়ওয়ান থত মত খেয়ে উঠ্‌লো, একবার ছতরীর ভিতর পানে চাইলে,—উত্তর নেই।

প্রশ্নকারী কোন উত্তর না পেয়ে রেগে উঠ্‌লো,—আবার সেই স্বরে বল্যে, কথা নেই যে ! এত রাত্তিরে গাড়ি নিয়ে কোথা যাচ্চিস্‌।

গাড়ওয়ান এবার সাহস কোরে বল্যে গাড়ি ভদ্দেশ্বর যাবে।

আচ্ছা যা, এই কথা বোলে পুরুষ যে পথে এসেছিল সেই পথেই হন্‌ হন্‌ কোরে চলে গেল।

গাড়ওয়ান আবার ছতরীর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বল্যে, একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

আর কোন কথায় কাজনেই গাড়ি চালাও, ছতরীর ভিতর থেকে আস্তে আস্তে এই কটি কথা বেরুল।

পাঠক! বুঝ্‌তে পাল্যে? এখানি খালি গাড়ি নয় এর ভিতর মানুষ আছে।

যেখানে সেই বিকটাকার পুরুষের সঙ্গে দেখা হয় সেখান থেকে প্রায় এক রসির চেয়েও বেশি রাস্তা গেছে এমন সময় একটা জোর বাতাস উঠ্‌লো,—বৃষ্টি হবার পূর্ব্বেই যে রকম বাতাস দেয় সেই রকম ঠাণ্ডা বাতাস উঠ্‌লো।

গাড়ওয়ানের মনে সন্দেহ হলো, পাছে বৃষ্টি হয়। আকাশের দিকে চেয়ে দ্যাখে, একটী নক্ষত্র নাই, সব অন্ধকারময় একবারে পৃথিবীতে আকাশে একসা, ছতরীর দিকে চেয়ে বল্যে বড় বিপদ, ভারি মেঘ করেচে বৃষ্টি এলো আর দেরি নেই।

"জোরে গাড়ি হাঁকাও; বাঁসবেড়ের বাজারে গিয়ে দাঁড়ান যাবে।" ছত্‌রীর ভিতর থেকে এই উত্তর হলো।

গাড়ওয়ান বল্যে, মেঘের গতিক আর ঠাণ্ডা বাতাস দেখে বোধ হয় বৃষ্টির আগে বাজারে পৌছান যাবে না।

আবার পূর্ব্ব স্বরে উত্তর হলো, জোরে ত হাঁকাও, পৌঁছাতে পারা যায় ভালই; না হয় রাস্তার পাশে যদি মানুষের বাড়ি দেখ্‌তে পাওয়া যায় সেই খানেই একটু দাঁড়াব।

গাড়ি দ্রুত বেগে চল্যো,—গরুরগাড়ি যে রকম দ্রুত যেতে পারে সেই রকম দ্রুত চল্যো। কিন্তু গাড়ওয়ান একে কাঁচা, তাতে আবার হাত পায়ের ঠিক নেই সুতরাং জোরে গাড়ি হাঁকানোর কোন ফল হলো না, যে বিলম্ব সেই বিলম্ব।

ক্রমে জোর বাতাস,—বাতাস নয় ঝড়। রাস্তার যত বালি উড়ে এসে গাড়ওয়ানের ও গরুর চকে লাগাতে গাড়ি একবারে থেমে গেল। গতি রোধ দেখে ছত্‌রীর ভিতর থেকে এক জন পুরুষ সসব্যস্তে বের্‌য়ে এসে গাড়ওয়ানকে সর্‌য়ে দিয়ে আপনি সেই

খানে বসলো। বোসে নির্দ্দোষী পশু দুটীকে সজোরে আঘাত কত্তে লাগলো। গরু দুটী প্রাণের দায়ে চক্ বুজেই দৌড়ুতে লাগলো।

পাঠক! এতক্ষণ ছতরীর ভিতর থেকে যে একটী স্বর শুনতে পাচ্ছিলে, ইনিই সেই স্বরে কথা কোচ্ছিলেন।

পুরুষটী ফিট গৌরবর্ণ, শরীর পাতলা পাতলা, লম্বাটে গড়ন, চুল গুলি ভ্রমরের মত কাল, অ্যালবার্ট ফ্যাসানের সিঁতি কাটা, চক দুটী আধ কটা রকম, কপাল তিন আঙ্গুলের বেশী চওড়া নয়, নাকটী মেয়েলী মেয়েলী, দাঁত গুলি ছোট ছোট, মাঝে মাঝে মিসির রেখা; ঠোঁট পাতলা, পাতলা পাতলা গোঁপ, আধুনিক ব্রাহ্মদের মত অল্প অল্প দাড়ি আছে। গায়ে একটী মালাই কপের পিরান, শিকলিওলা রূপোর বোতাম দেওয়া, পরিধান কালা কাশীপেড়ে ধুতী, পায়ে ডবল স্প্রিং বার্নিস করা জুতো। বয়স আন্দাজী আটাশ কি ঊনত্রিশ বৎসর।

ক্রমে ক্রমে ঝড়ের সঙ্গে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হলো। নিরাশ্রয় যুবা পথিক একবারে নিরুপায় হলো। রাত্রিকাল, ঘোর অন্ধকার, ঝড়ের সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি, আর সেই মানব শূন্য কাননের মধ্যস্থলে, যুবা একবারে নিরুপায় হলো, কি করবে কিছুই স্থির করতে পারে না। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে বোলে, ছত্রীর ভিতর গিয়ে বসলো। প্রথমে যে ব্যক্তি গাড়ি হাঁকাচ্ছিল সেও এখন ছত্রীর ভিতর। গরু দুটী আলগা পেয়ে দ্রুতবেগে গাড়ি নিয়ে ছুটলো। এইরূপ সময়ে এইরূপ স্থানে বিপন্ন পথিকদের পথ দেখাবার জন্যেই বোধ হয় বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়ে থাকবে; ঐ নিরাশ্রয় যুবাকে সান্ত্বনা করবার জন্যেই যেন মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ প্রকাশ হোচ্চে। সাংঘাতিক পীড়ার সময় ঔষধ দেখলে যমের মত বোধ হয়; বিদ্যুতের আলোতে যুবা পথিকের শরীর চমকে উঠতে লাগলো। ঘোর গভীর নিশীথে এমন

দুর্য্যোগে ভীত নয় কে ? সকলেই। সুরক্ষিত গৃহ মধ্যে পর্য্যঙ্কের উপর পরস্পর গাঢ় সংশ্লিষ্ট দম্পতীও ভীত। মাতৃক্রোড়ে শিশুও ভীত। বনে বন্য পশুরাও ভীত। জলে জল জন্তু সকলেও ভীত। এই জন-শূন্য স্থানে আমাদের যুবা পথিক তাদের অপেক্ষা অধিক ভীত, নিদাঘ দ্বিপ্রহরে মরুভূমির মধ্যে যূথভ্রষ্ট পিপাসার্ত্ত কুরঙ্গের ন্যায় ভীত।

পাঠক! বেশ কোরে কান দিয়ে শোন দেখি, ছতরীর ভিতর কান্নার শব্দ শুন্‌তে পাবে। কে কাঁদচে ? যুবা পথিক ? না। যুবার স্বর ত আমাদের পরিচিত, এ সে স্বর নয়। তবে কি যে লোকটী প্রথমে গাড়ি হাঁকাচ্ছিল তারই কান্না ? না। তাকেও ত আমরা বিলক্ষণ জানি এ তার স্বর নয়। তবে কার ? কে জানে ? গাড়ির ভিতর ঐ দুজন ভিন্ন আর কে আছে, তা কে জানে ? কিন্তু স্বরটী অতি মিষ্ট,—অস্পষ্ট অথচ মিষ্ট,—বীণার তারে জোর বাতাসের আঘাত লাগলে যেমন শব্দ হয় এটী সেইরূপ অস্পষ্ট অথচ মিষ্ট স্বর। যুবা বল্যে কান্না কেন ? তোমার ভয় কি ? আমি থাকতে——

যুবা এইরূপে ঐ বীণার স্বরকে সান্ত্বনা কোচ্চে এমন সময় তার কথা শেষ না হোতে হোতেই একটা কোন কঠিন বস্তুতে পা লাগাতে ডানদিকের গরুটী পড়ে গেল, গাড়ি একপেশে হয়ে পড়লো!

সকলেই চম্‌কে উঠলো।

যুবা গাড়ওয়ানের দিকে চেয়ে বল্যে রামকুমার! দেখত কি হোল।

রামকুমার গাড়ি থেকে নেবে হাত দিয়ে দেখে বল্যে মশাই? দুটো পঁইটের মত বোধ হোচ্চে, তাতেই গাড়ি আট্‌কেচে।

বটে! তবে বোধ হয় মানুষের বাড়ি হবে,এই বোলে যুবা পথিক সসব্যস্তে গাড়ি থেকে নাবলো,—বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেল, দৃক্‌পাত নেই! পঁইটের উপরকার ধাপটীতে উঠে দেখলে এক প্রকাণ্ড দরজা।

কলিকাতা, পাতুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের স্ট্রীট ৩ নং। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত, মূল্য নগদ দুই পয়সা।

কপাট বন্ধ। যুবা আশ্বস্ত হোলো, দেহে প্রাণ এলো, আহ্লাদের সহিত বল্যে, আর ভয় নেই, এ মানুষের আবাস বটে।

এই বোলে, পথিক উচ্চস্বরে আশ্রয় যাচ্ঞা কোরে পুনঃ পুনঃ সজোরে দরজায় আঘাত কর্‌তে লাগলো। ভিতর থেকে দরজা খুলে দুজন বিকটাকার পুরুষ সম্মুখবর্ত্তী হলো। এক জনের হাতে একটী হাতলণ্ঠন। অপরের হাতে এক গাছি রুলের মত অথচ মোটা রকম বাঁশের লাঠি। যার হাতে লণ্ঠন ছিল তার মাতায় বলরামী ঝুঁটী, বাঁদিকে হেলান; নাক খ্যাঁদা, চক্ষু কাট গোলাপের মত রক্তবর্ণ, অল্প অল্প গোঁপ দাড়ি, হাত পা গোলাল গোলাল; শরীরটী বেশ বাঁদা, আঙ্গুল গুলো মোটা মোটা, নখ ছোট ছোট। আকারটী বেঁটে রকম। বয়স পঁয়ত্রিশের মধ্যে। দ্বিতীয়েরও মাতায় বলরামী ঝুঁটী; নাক মোটা, গণ্ডদেশ দাড়ির চুলে ঢাকা, দাড়ি গোঁপের মধ্যস্থলে অবকাশ নেই, একসা, ঠোঁট অত্যন্ত মোটা বোলেই একটু একটু দেখা যায়; মাথায় চুল, সমস্ত গণ্ডদেশেও চুল, চারিদিকে চুলের মাঝখানে রক্তবর্ণ দুই চক্ষু অন্ধকারে পতিত জবাফুলের মত বোধ হয়। হাত পা গুলো লম্বা লম্বা, আঙ্গুল গুলো লম্বা, সমস্ত শরীরই লম্বা, যেমন মোটা তেমনি লম্বা। অতি ভয়ানক, অতি কদাকার চেহারা।

রামকুমার একদৃষ্টিতে এই দীর্ঘাকার লোকের আকার পানে চেয়ে রইল, যেন কোথাও দেখেচে অথচ চিন্তে পাচ্চে না, এই রকম ভাবে চেয়ে রইল।

অতি নম্রস্বরে সম্বোধন করে যুবা সেই সম্মুখবর্ত্তী পুরুষকে বল্যে, যতক্ষণ বৃষ্টি না থামে ততক্ষণ আমরা এই খানে একটু দাঁড়াতে ইচ্ছা করি।

এ ত আমাদের ভাগ্যের কথা, সেই বিকটমূর্ত্তি এই কথা বোলেই,

বগলে লাঠীগাছটী রেখে বাঁহাতে যুবা পথিকের ডান হাত আর ডান হাতে রামকুমারের বাঁ হাত ধল্যে। তারা উভয়েই হতজ্ঞান, মুখে কথা নেই; ফ্যাল ফ্যাল কোরে তার মুখ পানে চেয়ে রইল। যার হাতে লণ্ঠন ছিল সে অমনি লণ্ঠনটী সেইখানে রাখলে, রেখে বল্যে, চণ্ডরব! তুমি এঁদের বৈঠকখানায় নিয়ে যাও আমি গাড়ী খানি অন্দর মহলে নিয়ে যাই। এই বোলে গাড়িতে উঠ্‌লো।

যুবা সেই নর পিশাচের অভিসন্ধি বুঝতে পাল্যে, অন্তরে ছট্‌ ফট্‌ কোত্তে লাগ্‌লো, চোক ফেটে জল বেরুল। রেগে দন্ত ঘর্ষণ কোরে ছাড়াবার চেষ্টা কল্যে, পাল্যে না।

ওদিকে সেই মধুর স্বর বীণা আপনার যন্ত্রীর কাছে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ছতরীর ভিতর থেকে বেরবার চেষ্টা কল্যে; অমনি নৃশংস ছতরীর দরজা চেপে বোস্‌লো, বোসেই গাড়ি হাঁক্‌য়ে দিলে।

বীণা আবার বাজলো, সেই মধুরস্বরের বীণায় এই কটী করুণ বোল আবার বাজ্‌লো "ওগো আমায় কোথা নিয়ে চল্যো, তুমি আমায় রক্ষা কোল্যে না? তুমি আমায় ত্যাগ কল্যে? আমার কি হবে? যুবা পথিকের হৃদয় বিদীর্ণ হোতে লাগ্‌লো, নয়ন যেন হৃদয়কে ঠাণ্ডা করবার জন্যেই তার উপর দরদর কোরে জলসেক কত্যে লাগ্‌লো। পথিক সজোরে হাত ছাড়াবার চেষ্টা কল্যে, পাল্যে না। অবশেষে হতাশ হয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গাড়ির দিকে চেয়ে বল্যে সত্ত! আমি কি কোর্‌বো আমার কিছু অপরাধ নেই আমি তোমার কষ্ট দূর কোত্তে গিয়েই এই হোলো। তুমি কেঁদ না, আমি তোমাকে উদ্ধার কোরবই কোরব। আমি ইচ্ছা কোরে তোমাকে রক্ষা কল্যেম না তা তুমি মনে করো না। তোমা ভিন্ন আমি আর কাহাকেও জানিনে। আমি তোমারই।

দ্বিতীয় সর্গ।

পরিত্রাণ—সংশয় সঙ্কটে।

" অথার্দ্ধ রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে।
——অদৃষ্টপূর্ব্বাং বনিতামপশ্যৎ॥"

কালিদাস।

পাঠক মহাশয়! এই সর্গে আমি আপনাকে একটী নূতন স্থান আর কতক গুলি নূতন রকমের লোক দেখাতে পাত্তেম, কিন্তু আপনি সেই বনের মাঝখানে ঘোর অন্ধকারে নিরাশ্রয় যুবা পথিকের হঠাৎ সেইরূপ বিপদ উপস্থিত দেখে একবারে অজ্ঞান হোয়ে ছিলেন, সুতরাং যে বাড়িতে সেই নরপিশাচেরা পথিককে ধোরে রাখে সে বাড়িটী ভাল কোরে দেখেন নেই, আর দস্যুরা পথিককে কোথায় নিয়ে গেল, কি কোল্যে, কাট্‌লে কি রাখ্‌লে; গাড়ি খানিই বা কোথায় নিয়ে গেল, গাড়ির ভিতর থেকে যে কাতরোক্তি শুনে ছিলেন সে কার স্বর, রামকুমারই বা কোথায়? এই গুলি জানবার জন্যে বোধ হয় আপনার ঔৎসুক্য থাকতে পারে, এই জন্যেই আমি সেই পুরাণ স্থানে পুরাণ লোকের কাছে আপনাকে আবার নিয়ে চল্যেম কিন্তু আপনাকে নিতান্ত ঐ খানেই বোস্‌য়ে রাখব না দুই . একটী নূতন জায়গা আর নূতন লোকও দেখতে পাবেন।

গাড়ী খানি এখন কোথায় আর আমাদের যুবা পথিক কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গাড়ির দিকে চেয়ে যাকে " সোদু!" বোলে সম্বোধন কোরে-ছিল সেই বীণানাদিনী সোদুই বা কোথায়? পরে বোলব। ভাল কোরে অন্বেষণ নিয়ে পরে বোলব। দিবানিশি মেয়ে মানুষের কথা কইলে আর মেয়ে মানুষের তত্ত্বে বেড়ালে লোকে বোলবে কি! সেই

জন্যে বোল্‌চি সে কথা পরে বোলবো। এখন চল, একবার পথিকের সঙ্গে দেখা করা যাক।

রাস্তায় দাঁড়্য়ে দেখলে ঐ দস্যুদের আবাসটী,—আবাস নয় আড্‌ডাটী নেহাত জীর্ণ বোলে বোধ হয় না; রাস্তার ধারে সম্মুখের ভিতটী বিলক্ষণ মোজপুত, প্রায় একতালা সমান উচ্চ। যদিও গর-মেরামতের দরুণ, রাস্তার ধুলোতে নিতান্ত ময়লা হোয়ে রয়েচে বটে, কিন্তু একটু চুনও খসে নেই। দরজার কপাট জোড়াটীও বেশ শক্ত আছে। রাস্তা থেকে বাড়িটী মানুষের আবাস বোলে বোধ হয় বটে, কিন্তু দরজা খুল্যে আর সে ভ্রম থাকে না,—পালানে বাড়ি বোধ হয়। উঠন ময় শেয়াল কাঁটার গাছ, পা বাড়াবার জো নেই। বাড়ি ঢুকেই ডান দিকে একটী এক তালা পাতরের ঘর। দরজায় কপাট নেই, চৌকাট পর্য্যন্ত নেই। সুমুখের ভিতটী শেওলায় আচ্ছন্ন। ঐ মহাপুরুষেরা বিপন্ন পথিকদের সর্ব্বনাশ করবার জন্যে সময়ে সময়ে এই খানে জটল্লা কোরে বোসে থাকে। বাড়ির পশ্চিম দিকে প্রাচীর নেই, কতকগুলি শেওলা ধরা পুরণ ইট পড়ে আছে, তার পরেই একটী পুকুর,—পুকুর নয় ডোবা; পানায় আচ্ছন্ন, জল দেখা যায় না। ডোবার চারি দিকেই নিবিড় বন। পশ্চিম দিকের বন আরও নিবিড়। ঐ বনের মাঝ খানে ঐ দুরাত্মাদের বাস স্থান। চারি দিকে ইটের প্রাচীর। দক্ষিণ দুয়ারী একখান লম্বা দোচালা ঘর,—উলুখড়ে ছাওয়া। ঘরের ভিতর চারটী কাম্‌রা। পশ্চিম দিকের কামরায় এক খাটিয়ার উপর এক জন যুবা পুরুষ বাঁ পাশে কাত হোয়ে শুয়ে রয়েচে। পায়ের চেটোর সঙ্গে হাত দুটি এক দড়িতে বাঁদা; হাঁটু দাড়িতে ঠেকেচে। যুবা জড় শড় হোয়ে পড়ে আছে; নড়বার শক্তি নাই। ফিট গৌরবর্ণ পুরুষ; সহসা দেখলে রামায়ণোক্ত নাগপাশ বদ্ধ লক্ষ্মণকে মনে পড়ে।

পাঠক মহাশয়! এই দৃঢ়বদ্ধ গৌরবর্ণ পুরুষকে আপনি চিন্তে পারেন কি? আর চিন্তেই বা পারবেন কেমন কোরে, সে অবস্থা নাই। কাল্‌কের সেই অন্ধকার রাত্রিতে বাঁশবেড়ের পথে যার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, যার দুঃখেতে আপনার কোমল মন দয়ার্দ্র হয়ে উঠে ছিল, ইনি সেই অসহায় যুবা পথিক। দুরাত্মা চণ্ডরবই এঁর এই অবস্থা কোরেচে; কিন্তু প্রাণে মারেনেই কেন, তা সেই জানে। বোধ হয় আর কোন মতলব আছে।

কেঁদে কেঁদে,—কেবল কেন্দে নয়,—নিদ্রার অভাবেও বটে, বন্দীর চক্ষু দুটী লাল হয়েচে আর বোসেও গেচে; চক্ষুর নিম্ন ভাগ কালী বর্ণ; সুচিক্কণ কেশের আর সে রকম পারিপাট্য নাই। মুখ দেখ্‌লেই বোধ হয় যুবা কাঁদচে,—অন্তরে অন্তরে কাঁদচে, কিন্তু চক্ষে জল নাই,—সমস্ত রাত্রি কেঁদে সমস্ত জলই বাহির হয়েচে বোলেই আর চক্ষে জল নাই। পথিক মনে মনে কাঁদচে আর ভাবচে। কি ভাবচে? স্থির নাই, সীমাও নাই.—এই নিবিড় বনের মাঝখানে, এই রাক্ষসের আবাসে দৃঢ়বদ্ধ অসহায় পথিকের যে কত ভাবনা তার স্থির নাই।

প্রথম ও প্রধান ভাবনা—সোদুকে কোথায় নিয়ে গেল? তার কি হলো? প্রাণে বেঁচে আছে কি না? যে আমাকে এক দণ্ড নয়নের অন্তরাল কোত্তে পারে না সেই প্রাণের সোদু এখন আমাকে হার্‌য়ে কি কর্‌চে। হায়! সে এখন কত কাঁদচে,—যদি দুরাত্মা তাকে প্রাণে না মেরে থাকে তা হলে না জানি সে কতই কাঁদচে। হয়ত পাপিষ্ঠেরা বল পূর্ব্বক তার সতীত্বের উপর আঘাত কোরেচে। না, তা কখনই পারেনেই। প্রাণের অপেক্ষা তার সতীত্ব বড়। হয়ত দুরাত্মাদের মন্দ অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পেরে আত্ম হত্যা কোরেচে। আহা! সোদু! সোদু! তুমি তোমার বাপের বড় আদরের মেয়ে;

তুমি কেন সেই সুখের সংসার ত্যাগ কোরে এক জন হতভাগ্যের আশ্রয় নিলে। কি হবে! কেমন কোরে প্রণয়িনীকে পাব? আমি কেন কাল রাত্রিতে আশ্রয় পাবার জন্যে রাক্ষসের দরজায় আঘাত কোরে ছিলাম? তা যদি না কোত্তেম, তা হলে ত প্রাণের প্রতিমাকে হারাতেম না।

দ্বিতীয় ভাবনা—এই নৃশংসেরা এরূপ অবস্থায় আমাকে কত দিন রাখ্‌বে! আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। হাতটি নাড়বার যো নেই যে, আত্ম হত্যা কোরে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হই। হায়! জননীর অশ্রুতে উপেক্ষা কোরেই আমার এই দুর্দ্দশা হলো। জননীর আমি ভিন্ন আর কে আছে? কেউ না। তাঁর মনে এখন কি হোচ্চে? কেমন কোরে বোলব। এক মাত্র পুত্রের অদর্শনে জননীর মনে যে কি হয় তা কেমন কোরে বোলব। সুতিকা ঘরেই বা কি হোচ্চে?

তৃতীয় ভাবনা—কর্ম্মের কি হবে? কর্ম্ম আর থাক্‌বে না,—ছুটি ফুর্‌য়ে এলো; অধিক দিন কামাই হলে কর্ম্ম আর থাক্‌বে না।

যুবা এইরূপ ভাবনায় একবারে অভিভূত, একেবারে অন্যমনস্ক, একবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য। রাত্রি প্রভাত হয়েচে,—সেই কাল রাত্রি প্রভাত হয়েচে, বেলা দুই প্রহর অতীত হয়েচে,—যুবার কাছে যে রাত্রি সেই রাত্রি, যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। পথিক এই রকম ভাবনায় অভিভূত আছে এমন সময় এক জন পুরুষ দরজা খুলে সেই ঘরের ভিতর এসে বল্যে, পথিক! ক্ষুধা হয়েছে? কিছু খাবে? যুবা অনেকক্ষণ অবধি একাকী ছিল সুতরাং সহসা মানুষের স্বর শুনে মনে একটু আহ্লাদ হলো,—শশব্যস্তে চেয়ে দ্যাখে সেই দুরাত্মা চণ্ডরব। অমনি বিরক্ত হয়ে আবার চক্ষু মুদিত কল্যে, উত্তর নাই।

চণ্ডরব আবার জিজ্ঞাসা কল্যে, কিছু খাবে কি?

যে ব্যক্তি আমার এই রকম দুরবস্থা করেচে, যে নিশ্চয়ই আমাকে

প্রাণে মেরে ফেল্‌বে সে আবার খাওয়াবার জন্যে যত্ন কর্‌বে কেন? নিশ্চয়ই ও মস্করা কচ্চে, নিশ্চয়ই মজা দেখ্‌চে, এই ভেবে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বিরক্তভাবে বল্লে, আর কেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দাও, আর কেন জ্বালাতন কর, আমায় সত্বরে মেরে ফেল, তা হলেই ক্ষুধা শান্তি হবে।

চণ্ডরব আর কিছু না বোলে ঘরে চাবি দিয়ে চোলে গেল।

এই রূপে সমস্ত দিন কেটে গেল,—সন্ধ্যা হলো, একজন লোক পথিকের ঘরে একটী প্রদীপ দিয়ে গেল। ক্রমে রাত্রি দুই প্রহর। প্রদীপটী মিট্‌মিট্‌ কচ্চে। যেখানে পথিক শুয়েছিল তারই পাশের কামরায় ফুস্‌ ফুস্‌ কোরে শব্দ হচ্চে,—দুই তিন জনে অতি সাবধানে গুপ্তপরামর্শ করার মত ফুস্‌ফুস্‌ কোরে শব্দ হচ্চে। যুবা কান্‌ পেতে শোনবার চেষ্টা কল্লে, শুন্‌তে পেলে না। কিন্তু বুঝ্‌তে পাল্লে, আমারই কথা হচ্চে। বিষণ্ণ মুখ আরও শুকয়ে গেল, দর্‌ দর্‌ ধারায় অশ্রুপাত হতে লাগ্‌লো,—ভাব্‌লে, জননীর মনে, প্রণয়িনীর মনে কষ্ট দিয়ে যে পাপ সঞ্চয় করেচি এই তার প্রায়শ্চিত্ত হলো,—আর বিলম্ব নেই,—দুরাত্মারা আমায় কাট্‌লে।

তবে আয়, উঠে আয়; পাশের কাম্‌রা থেকে কর্কশ স্বরে এই কটি কথা পথিকের কানে গেল।

কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কোমলস্বরে উত্তর হলো, আমায় কার কাছে দিয়ে আস্‌বে? আমি কোথা যাব? আমি যাবনা, ও মা! কোথা—

কথায় বাধা দিয়ে, কান্নায় উপেক্ষা কোরে; যাবিনে? তবে এই দ্যাখ, বোলে কে যেন কাকে হড়্‌হড়্‌ কোরে টেনে ঘর থেকে বার কল্লে।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই, যে ঘরে পথিক বন্দী সেই ঘরের দরজার সম্মুখে আবার সেই কর্কশ স্বরে কথা হলো, এই বেলা চল্‌,—যদি

বাঁচ্‌তে চাস্‌ তবে মানে মানে এই বেলা চল্‌, নইলে এই তলোয়ার দেখ্‌চিস্‌।

ভগ্নস্বরে, রোদনস্বরে ব্যাকুলভাবে উত্তর হলো, সেও ভাল,—তুমি আমায় কেটে ফ্যাল সেও ভাল, তবু আমি অচেনা পুরুষের সঙ্গে যেতে পারবনা ; মা আস্থুগ।

পর ক্ষণেই মুষ্টি প্রহারের শব্দ।

রোদনের সহিত, ভয়ের সহিত কম্পিতস্বরে, ওমা! যাচ্যি যাচ্যি,—আর মেরোনা আমি যাচ্যি ; এই কটী কথা বন্দীর কানে গেল ; বন্দী অবাক। মনে মনে ভাবলে, যে রকম গলার স্বর তাতে বেশ বোধ হচ্যে এ স্ত্রীলোক। হয় ত কোন সহায় হীন কামিনীকে পথের মধ্যে একাকী পেয়ে আমার মত বন্ধ কোরে রেখেছিল, এখন তাকে নষ্ট করবার চেষ্টা কচ্যে। না! তাহলেই বা যাবনা বলবে কেন?—অচেনা পুরুষের সঙ্গে যাবনা বলবে কেন? উঃ! কি নিষ্ঠুর? দুরাত্মাদের শরীরে দয়ার লেশমাত্র নাই। নিশ্চয়ই এদের শরীর কোন অদ্ভুত উপকরণে নির্ম্মিত;—মানুষের চর্ম্মে নয়, মানুষের শোণিতে নয়, মানুষের অস্থিতেও নয়, কোন অদ্ভুত উপকরণে নির্ম্মিত। বন্য পশুদের শরীরেও যে দয়া আছে এদের তাও নাই। ব্যাঘ্রেরা হিংস্র-জন্তু বটে, মানুষকে নষ্ট কোরে তার মাংস খায় তাও সত্য কিন্তু তারা ব্যাঘ্রকে নষ্টও করে না তার মাংশও খায় না। শৃগালেরাও খল, তারাও মানুষের মাংস খায় কিন্তু স্বজাতির মাংস খায় না। দুরাত্মারা মানুষের চামড়া গায়ে দিয়ে মানুষেরই সর্ব্বনাশ করে। কি আশ্চর্য্য! এই দুরাত্মারাই ত আমার প্রাণের পুত্তলিকাকে নিয়ে গেচে ; তবে তারও ত এই দশা কচ্যে, সেও ত এই রকম কাঁদচে ; অথবা এই যে সুকোমল কণ্ঠধ্বনি শুনলেম এই কি আমার মানস সরোবরের রাজহংসীর কাতরধ্বনি? না। তার রোদন নয়।

কলিকাতা, পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের স্ট্রীট ৩ নং। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত, মূল্য নগদ ছই পয়সা।

যাই হোগ্ একে রক্ষা কত্তেই হবে। যে ব্যক্তি মানুষ বোলে লোকের কাছে আপনার পরিচয় দেয়, অবলার উপর এরূপ অত্যাচার দেখে তার কখনই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

যুবা কামিনীকণ্ঠের কাতর ধ্বনি শুনে একবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য, একবারে উন্মত্ত হয়েছিল, আপনার বন্ধন দশাও বিস্মৃত হয়েছিল সুতরাং, দাঁড়া নরাধম! দাঁড়া! এই আমি যাচ্যি, বোলে ওঠ্‌বার চেষ্টা কল্লো,—আট্‌কে গেল,—অমনি চৈতন্য হলো,—আমি বন্দী; দুরাত্মারা আমাকে বেঁধে রেখেছে। আমি একবারে জ্ঞান শূন্য হয়েছিলাম। আমাকেই কে রক্ষা করে?

চণ্ডরব পথিকের ঐরূপ সাহসের কথা শুনে, চাবি খুলে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর এসে রাগে দুই চক্ষু লাল কোরে তলওয়ার দেখ্‌য়ে বল্যে, দ্যাখ্, এই তোর যম আমার হাতে রয়েচে, এখনি তোকে দুখানা কোরে ফেল্‌তে পারি; এখনও যে বেঁচে আচিস্ সে কেবল আমার অনুগ্রহে, কিন্তু আর বাঁচ্‌লিনে। এই দ্যাখ্ তোর কি দুর্দ্দশা করি। এই বোল্‌তে বোল্‌তেই দেখ্‌লে উঠনে একজন লোক দাঁড়্‌য়ে! তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের্‌য়ে গেল। গিয়েই সেই পুরুষকে বল্যে, কি গজপতি! খপর কি? একা যে? কৈ তাকে আন্‌লে না?

গজপতি উত্তর কল্লো, যে রকম শুন্‌লাম,—শুন্‌লাম কেন, দেখ্‌লামও, তাতে বোধ হয় এখন কিছু দিন বিলম্ব হবে।

চণ্ড। এখনও বিলম্ব?

গজ। এখনও অনেক বিলম্ব।

চণ্ড। কেন?

গজ। ভারী জেদ্।

চণ্ড। কি রকম?

গজ। ঘরে চল বলিগে।

দুজনেই ঘরে গিয়ে কি বলাবলি কত্তো লাগ্‌লো, শোনা গেল না।

পথিক ভাব্‌লে, নিশ্চয়ই এই আমার আয়ুর শেষ সীমা,—নৃশংস যে রকম রেগেচে তাতে বোধ হয় এই আমার আয়ুর শেষ সীমা। মরি তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু সোদুকে উদ্ধার কত্তে পাল্লেম না এই আমার এক মাত্র দুঃখ। যদি তাকে দুরাত্মাদের হাত থেকে রক্ষা কোরে মত্তোম, সেও ভাল ছিল। দুরাত্মারা তার উপর অত্যাচারই করুগ, আর তাকে মেরেই ফেলুগ, সে পাপ আমারই। আমা হতেই ত তার এই অবস্থা হলো। প্রিয়ে! আমি চল্লেম,—আমার বিষাদমেঘাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশের সৌদামিনি! আমি চল্লেম। তুমি অমৃতময় ফলের অভিলাষে যে আশালতা রোপণ করেছিলে সেই লতায় বিষময় ফল হয়ে তোমাকেই নষ্ট কল্লে। তুমি নন্দন কানন মনে কোরে মরুভূমিতে অমৃত লতা রোপণ কোরেছিলে। পথিক এইরূপ ভাব্‌চে, আর মাঝে মাঝে নৃশংস আস্‌চে কি না কাণ্‌পেতে শুন্‌চে।

আয়, চোলে আয়; আবার এই কটী কথা পথিকের কাণে গেল। ঐ জোর শব্দের আঘাতেই যেন বন্দীর হৃদয় কেঁপে উঠ্‌লো। ভয়ের সহিত দরজার দিকে চেয়ে দ্যাখে, এক প্রকাণ্ড মত্ত মাতঙ্গ কর দ্বারা নব বিকসিত নলিনীকে আকর্ষণ কচ্চে। যথার্থই কি নলিনী? না। এখানে সরোবর নাই,—এ সে নলিনী নয়। যথার্থই কি মত্ত-মাতঙ্গ? না। এ মানুষের গৃহ,—এখানে মত্ত মাতঙ্গের সম্ভব নাই। সেই দুরাত্মা চণ্ডরব এক নবীনা ললনাকে বলপূর্ব্বক ধোরে আন্‌চে। যুবতী অত্যন্ত সুন্দরীও নয়, নেহাত্‌ কুশ্রীও নয়; দেখ্‌লে আহামরি ও বলা যায় না, হ্যাক্‌থুও করা যায় না। লোকে যাকে উজ্জ্বল সামবর্ণ বলে, ঐ যুবতীর বর্ণ তার চেয়ে কিছু ফরসা, চাঁপাফুলের চেয়ে কিছু

ময়লা। হাত পা গুলি গোলাল গোলাল; আঙ্গুল চাঁপার কলি অপেক্ষা একটু বড়। গণ্ডদেশ ফাঁপাল ফাঁপাল, পাকা আমের চ্যাক্‌লা কেটে উপুড় কোরে রাখ্‌লে যেমন দেখায়, সেই রকম ফাঁপাল। ঠোঁট পাতলা, রক্তবর্ণ নয়,—গণেশের গায়ের রঙ। ঠোঁটের আভা লেগেই সুপরিষ্কার ছোট ছোট দাঁত গুলি ঈষৎ লাল হয়েচে,—যেন সমসূত্রে শারি গাঁথা বেদানাবীজের মত দ্যাখাচ্যে। চোক্ দুটী মাজারি রকম, ঢুলঢুলে,—যেন ভাস্‌চে,—যেন যৌবন হিল্লোলে লাবণ্য সলিলে দুটী বিম্ব উঠেচে। নাকটী সুডৌল। চুল গুলি আলুথালু হয়ে নিতম্বের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েচে। যুবতী যদিও নিখুঁত্ সুশ্রী নয়, কিন্তু যেন ভালবাসা মাখান, প্রেমপূর্ণ, স্নেহেতে ডোবান; যে দ্যাখে তারই ভাল বাস্‌তে ইচ্ছা হয়; বৃদ্ধের নয়নে কনিষ্ঠা কন্যার মত, যুবকের নয়নে ছোট ভগিনীর মত, বালকের নয়নে বড় দিদির মত বোধ হয়।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই ঐ ভয়ানক দৃশ্য বন্দীর সম্মুখবর্ত্তী হলো। বন্দী একবারে হতজ্ঞান। ভাব্‌লে, এ কি! এই নবীনা কুরঙ্গিনী ব্যাঘ্রের হাতে কেমন কোরে পড়্‌লো। নিশ্চয়ই এ কোন সম্ভ্রান্ত কুলের কামিনী হবে। দুরাত্মারা একে কেমন কোরে নিয়ে এলো। কি অভিপ্রায়েই বা রেখেচে? একে কি কাট্‌বে? না,—তা হলে আমার কাছে আন্‌বে কেন? হয় ত একবারেই আমাদের দুজনের প্রাণ নষ্ট কর্‌বে। না, তাতে ফল কি? যা হোগ্ আমি মরি তাতে ক্ষতি নাই কিন্তু এই অবলার প্রাণ রক্ষা কর্‌বার উপায় কি? হৈক! কিছুই ত দেখিনে।

পথিকের মৃত্যু আসন্ন, মৃত্যু সম্মুখে,—ভয় নাই; কেমন কোরে ঐ কামিনীর প্রাণ রক্ষা কর্‌বে, এই ভাবনাতেই একবারে আকুল, কামিনীর দুঃখেতেই একবারে হতজ্ঞান। এক দৃষ্টে সেই সোণার প্রতিমার পানে চেয়ে রইল। কামিনী আপনার দুঃখ আপনি যেমন

অনুভব কচ্যে, যুবা তার দুঃখ ঠিক সেইরূপ অনুভব কচ্যে,—যেন অভেদ মন, অভেদ নয়ন, অভেদ শরীর। দুরাচারের অত্যাচারে কামিনী কাঁদ্‌চে,—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ্‌লে আবার মার্‌বে বোলে ফুঁপ্‌য়ে ফুঁপ্‌য়ে কাঁদ্‌চে, যুবাও কাঁদ্‌চে; ভয়ে কামিনীর সর্ব্ব শরীর কাঁপ্‌চে, যুবাও কাঁপ্‌চে, কামিনীর হৃদয় কম্পিত, কামিনীর দুঃখে যুবার হৃদয়ও ঠিক সেই রকম কম্পিত; আর কোন গতি না দেখে কামিনীও আকুল, তাকে রক্ষা কর্‌বার কোন উপায় না দেখে যুবাও আকুল। দুজনেই অন্তরে ছট্‌ফট্‌ কচ্যে। সম্মুখে খড়্গধারী, বলিদান হলো, আর বিলম্ব নেই।

চণ্ডরব তলওয়ার দেখ্‌য়ে উচ্চস্বরে, কর্কশস্বরে (মৃত্যু স্বর সকলেরই কর্কশ) যুবাকে বল্যে, কেমন! ঝেড়ে দি? যুবা চম্‌কে উঠ্‌লো, প্রাণ যেন খড়্গাঘাতের ভয়ে আগেই বেরবার চেষ্টা কত্তে লাগ্‌লো। বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট অক্ষরে বল্যে, একজনের প্রাণ নষ্ট কোরে তোমার লাভ কি?

চণ্ড। তবে তোকে কি জন্যে এখানে এনেচি।

যুবা। যে জন্যে এনেচ তাত হয়েচে।

চণ্ড। কি জন্যে এনেচি?

যুবা। টাকার জন্যে।

চণ্ড। তার কি হয়েচে?

যুযা। আমার পকেটে যা ছিল তাত সব নিয়েচ।

চণ্ড। দেড়্‌শ টাকা কি তোর প্রাণের দাম?

যুবা। সর্ব্ব শুদ্ধ ধল্যেও কি নয়?

চণ্ড। কি শুদ্ধ।

যুবা। আমার স্ত্রীর কাছে যা ছিল?

চণ্ড। কে তোর স্ত্রী?

যুবা। কাল্ রাত্রে গাড়িতে যে বোসে ছিল।

চণ্ড। কোথাকার গাড়ি? কিসের গাড়ি? আমি ত তার কিছুই জানিনে।

যুবা একেবারে হত বুদ্ধি; প্রণয়িনীতে নিরাশা, চণ্ডরবের প্রতি ঘৃণা, আর আপনার জীবনের উপর ঔদাস্য উপস্থিত হলো। কিছুই বল্যে না। একবার মনে মনে রাগ হলো;—কি হবে? রাগ কোরে কি করবে? সে রাগ মনেই মিল্যে গেল। চক্ষু মুদিত কোরে স্থির হয়ে পড়ে রইল। কে কার দুঃখ দ্যাখে? কে কার দুঃখে দুঃখিত হয়? উভয়েই সমান দুঃখী; দুজনেরই সমান অবস্থা; দুজনেই দু জনের দুঃখে সমান দুঃখী। যুবা ঐ অপরিচিতা বন্দিনীর দুঃখে যে রকম দুঃখিত, বন্দিনীও যুবার দুঃখে ঠিক সেই রকম। যুবার শোকে তার কোমল মন কোমল নয়ন একবারে গলে যেতে লাগ্লো। যুবতীর শরীর যেমন কোমল মনও তেমনি; আপনার জীবন দিলে যদি যুবকের প্রাণ রক্ষা হয় তাতেও সে প্রস্তুত। কিন্তু চণ্ডরবের ভয়ে অনেকক্ষণ কিছুই বল্‌তে পালো না,—যুবার অবস্থা দেখে থাক্‌তেও পাল্যে না; ধীরে ধীরে নম্রস্বরে বিনয় কোরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্যে, কাকা! যে রকম পরামর্শ করেচ তাই কর, আবার একি? কাটাকাটি কেন? বরঞ্চ আমাকে মেরে ফেলে এঁকে ছেড়ে দাও। তুমি আমাকে অনেক যত্ন করেচ, খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করেচ; এখন মা এখানে নেই দেখে তুমিই আমাকে ত্যাগ কচ্চো, তখন আমার আর বেঁচে সুখ কি। মেয়ে মানুষের,—বিশেষতঃ আমার মত হতভাগিনী মেয়ে মানুষের বেঁচে থাকায় ফল কি? ইনি পুরুষ মানুষ, আর আকার দেখে বোধ হচ্যে বড় লোক হবেন; ইনি বাঁচ্‌লে অনেক লোকের অনেক উপকার হবে; এঁকে ছেড়ে দাও, আমাকে মার। তোমার পায়ে পড়ি; আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছা নেই!

চণ্ডরব বিরক্ত হয়ে বল্যে, দুটোকেই এক কোপে কাটবো। বন্দিনী নীরব।

যুবা প্রথমে মনে করেছিল এই নবীনা বন্দিনী কোন সম্ভ্রান্ত কুলের কামিনী হবে, কিন্তু এখন তার ঐ সকল কথা শুনে সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ হলো। ভাব্‌লে, এর মর্ম্ম কি? কাকা, তুমি আমাকে অনেক যত্ন করেচ,—খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করেচ,—এখন মা এখানে নেই দেখে তুমিই আমাকে ত্যাগ কচ্যো; এ কথার মর্ম্ম কি? তবে কি বন্দিনী সত্যই এর ভ্রাতৃষ্কন্যা, কিন্তু এমন কন্টক বংশে এমন রত্নের উৎপত্তি অসম্ভব। যাই হোগ এর ভিতর কোন অদ্ভুত রহস্য আছেই আছে। এখন একে কি রূপে রক্ষা করি? আপনার প্রাণ দিয়ে,—তাতেও হয় কি না সন্দেহ। এই ভেবে চণ্ডরবকে বল্যে, দ্যাখ! একাকিনী কামিনীর প্রাণ নষ্ট করায় কোন পৌরুষ নেই বরং তাতে অধর্ম্মই আছে। আমাকে মার তাতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আমার অনুরোধে ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি কোরে এই অবলার উপর সদয় হও, একে মেরনা।

চণ্ডরব সক্রোধে বলো, অবলার উপর সদয় হলে তোর তাতে লাভ কি?

যুবা। আমার পরম লাভ। আমা হতে যদি একজন স্ত্রীলোক আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা পায় তার চেয়ে আর সুখ কি আছে।

এই সময় চণ্ডরবের মুখের ভাব আর এক রকম। যেন সেই নয়; যেন কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হলো। দিবাকরের প্রখর কর জাল থেকে অমৃত ক্ষরণ হলো,—চণ্ডরবের সেই মুখে ঈষৎ হাস্য দ্যাখা দিলে; অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বল্যে, তোমার নিজের উপায় কি?

যুবা। উপায় নেই।

চণ্ড। যদি থাকে?

যুবা। জানি নে।

চণ্ড। এক উপায় আছে, তাতে তোমাদের দুজনেরই প্রাণ রক্ষা হতে পারে।

যুবা। আমার প্রাণের জন্যে আমি ভাবিনে, কিন্তু এই যুবতীর জীবনের নিমিত্তে আমাকে যা বল্‌বে তাই কত্তো স্বীকার আছি।

চণ্ড। যা বল্‌ব তাই ?

যুবা। যা বল্‌বে তাই।

চণ্ড। যা বল্‌ব তাই ?

যুবা। যা বল্‌বে তাই।

চণ্ড। যা বল্‌ব তাই ?

যুবা। যা বল্‌বে তাই।

চণ্ড। দেখো !

যুবা। হাঁ।

চণ্ড। তিন সত্য করেচ !

যুবা। হাঁ তিন সত্য করেচি।

চণ্ড। আর অন্যথা হবে না !

যুবা। না।

মোক্ষদা ! এই খানে বোস, আমি আস্‌চি, বোলে চণ্ডুর ঘর থেকে বের্‌য়ে গেল।

পাঠক মহাশয় ! শুন্‌লেন ! ঐ বন্দিনীর নাম মোক্ষদা। মোক্ষদা মুখ অবনত কোরে ধীরে ধীরে বস্‌লো।

যুবার জীবনে বিশ্বাসও নাই, জীবনে ইচ্ছাও নাই। ভাব্‌লে, কেন ! হঠাৎ নৃশংসের এরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন কেন ? বোধ হয় আর কোন অভিপ্রায় আছে ! না, আর বাঁচ্‌বনা, সোহুকে যখন হারালেম তখন অনর্থক অস্থি মাংস বহন কর্‌বার জন্যে আর বাঁচ্‌ব না।

যুবা এইরূপ ভাব্‌চে, এমন সময় এক নূতন মূর্ত্তি ঘরের ভিতর এলো। আস্‌বামাত্রেই যুবা চণ্ডরব মনে কোরে সসব্যস্তে বল্যে, আমায় কেটে ফেল, আমি আর বাঁচব না।

মূর্ত্তিটি দীর্ঘে প্রায় ছয় ফিট; সেই পরিমাণে স্থূল, গলায় তিন কণ্ঠি তুলসীর মালা, স্কন্ধ থেকে উরু পর্য্যন্ত শাদা ধব্‌ধবে এক গোছা পইতে, মাতায় চৈতন। পুরুষ সসব্যস্তে কাতরস্বরে ধীরে ধীরে বল্যে বাবা! মোক্ষদার জন্যে তোমায় বাঁচতেই হবে। দুরাত্মারা আমাকে সপরিবারে এইখানে এনে রেখেচে। আমার স্ত্রীকে কোথায় নিয়ে গেচে জানিনে। তারই জন্যে আমি এইখানে রইলাম তুমি আমার মেয়েটীকে নিয়ে পালাও। আমার চাকর এইখানে আছে, তোমার সঙ্গে দিচ্চি। এই মাত্র ওরা দুজনেই কোথা গেল।

যুবা। যদি আমি বাঁচ্‌লেই মোক্ষদার জীবন রক্ষা হয়, তা হলে বাঁচতেই হবে; কিন্তু পতিরতা স্ত্রীকে বিসর্জ্জন দিয়ে আপনার প্রাণ বাঁচালে আমি নিতান্ত বিশ্বাস ঘাতক।

পুরুষ। আচ্ছা, যদি আমার কথা রাখ তা হলে তোমার স্ত্রীকেও পাবে।

যুবা। কবে! কেমন কোরে?

পুরুষ। এক দিন সুযোগ পেলেই, তোমার স্ত্রীকে আর আমার পরিবারকে, দুজনকেই এই রকম ফিকির কোরে নিয়ে পালাব। তোমার বাড়িতেও পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব।

যুবা। আমার বাড়ি কোথা তাত জান না।

পুরুষ। ঠিকানা বোলে দাও।

যুবা মনে মনে কল্যে, ইনিও বন্দী, গলায় পোইতে দেখ্‌চি,—ব্রাহ্মণ; তিন কণ্ঠি তুলসীর মালা,—আর মাতায় টিকি,—ধার্ম্মিকও বোধ হচ্চে। এ ব্যক্তি কখনই প্রতারণা কর্‌বে না।

কলিকাতা, পাথুরিয়াঘাটা ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট ৭ নং সারস্বতযন্ত্রে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত, মূল্য দুই পয়সা।

আমার সঙ্গে এঁর কখন আলাপ নেই, তথাপি এমন যুবতী মেয়েকে আমার হাতে দিতে কুণ্ঠিত হচ্যেন না। যখন এতদূর বিশ্বাস তখন বোধ হয় এ প্রতারণা নয়। ব্রাহ্মণ নিতান্ত কাতর হয়েচে। উঃ! কি নিষ্ঠুর! যে ব্যক্তি অপরিচিত লোকের উপর এত বিশ্বাস করে, এমন উদারপ্রকৃতি মানুষের প্রতি কি এমন অত্যাচার কত্যে আছে! যাই হোগ এঁকে এখন ঠিকানা বোলে দি। যদি সোদুকেও না নিয়ে যেতে পারেন, আপনার মেয়েকেও ত আন্‌তে পার্‌বেন।

এই ভেবে যুবা সেই ব্রাহ্মণকে আপনার আবাসের ঠিকানা বোলে দিলে।

বর্দ্ধমান!

ভবানীপুকুর!!

৺ মণিমোহন ভট্টাচার্য্যের ভাড়াটে বাড়ি!!

ঠিকানা বোলে দিয়েই আবার জিজ্ঞাসা কল্যে, মশাই! আপনার নিবাস কোথা? এ অবস্থা আপনার কত দিন? আমিও বন্দী আপনিও বন্দী, আমাকে এই রকম বেঁধে রেখেচে; কিন্তু আপনার উপর এত অনুগ্রহ কেন?

পুরুষ আস্তে আস্তে বল্যে, এখন আর ও সকল কথায় কাজ নেই বাবা। যদি ঈশ্বর দিন দ্যান, এর পর সকল কথা বল্‌ব। এখন্ আমি রামশরণকে পাঠিয়ে দিচ্যি, তোমরা তার সঙ্গে পালাও। যদি তারা এসে পড়ে তা হলে বিষম বিপদ। চণ্ডরব তোমাকে বাঁচ্‌বার উপায় আছে বোলে যে আশ্বাস দিচ্ছিল, সেটা মিছে কথা,—তামাসা দ্যাখা,—তুমি কি বল তাই শোন্‌বার ইচ্ছা। ব্যাটা বড় নিষ্ঠুর। আজ রাত্রে তোমাদের দুজনকেই কাট্‌বে। এখনিই কাট্‌তো; আবার বুঝি কোন অসহায় লোকের সন্ধান পেয়েচে তাই দুজনেই দৌড়ে গেল। তাড়াতাড়িতে দরজা বন্ধ কত্যে ভুলে গেচে।

৪র্থ সংখ্যা।—সারস্বতযন্ত্রে পাওয়া যায়।—প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দুই পয়সা।

যুবা। আচ্ছা, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—চণ্ডরবকে আপনার মেয়ে কাকা বলো কেন?

পুরুষ। আমিই শিখয়ে দিয়েছি; যদি তার একটু দয়া হয়।

মোক্ষদা অবাক্।

তবে আমি চল্যেম, আর বিলম্ব করা কিছু নয়; বোলে পুরুষ ঘর থেকে বের্য়ে গেল। যুবার মন অবিশ্বস্ত অথচ আশ্বস্ত।

ক্ষণকাল পরেই এক জন পুরুষ ঘরের ভিতর উপস্থিত। কে এ পুরুষ? রামশরণ।

রামশরণ ঘরের ভিতর এসেই যুবার বন্ধন খুলে দিয়ে বল্যে চলুন।

যুবা উঠে দাঁড়াল, মোক্ষদাও উঠ্‌ল।

রামশরণ মোক্ষদার হাত ধোরে যুবাকে বল্যে, আস্তে আস্তে আসুন, যেন পায়ের শব্দ না হয়।

সকলেই ঘর থেকে বেরুচ্চে এমন সময় বাহিরে শশব্যস্ত পদ শব্দ।—ভয়ে যুবাও কম্পিত, যুবতীও কম্পিত, রামশরণও তাদের সঙ্গে কম্পিত।—ভাব্‌লে চণ্ডরব আস্‌চে। যুবার পা আর অগ্রসর হলো না; তাড়াতাড়ি সাবধান হবার চেষ্টা কচ্যে এমন সময় দেখ্‌লে আপনার পরমহিতৈষী, পরম ধার্ম্মিক সেই বন্দী ব্রাহ্মণ ঘরের দরজায় উপস্থিত,—চণ্ডরব নয়। ব্রাহ্মণ এসেই ডানহাতে যুবা পথিকের ডানহাত আর বাঁ হাতে মোক্ষদার বাঁ হাত ধল্যে, তার পর উভয়ের হাত একত্র কোরে রোদনের স্বরে আস্তে আস্তে যুবাকে বল্যে, বাবা! এই আমি মোক্ষদাকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম; আমার আর কেউ নেই; বংশের মধ্যে ঐ একমাত্র মেয়ে। আমার পুত্র সন্তান হয় নেই; তুমিই আমার সন্তান; মোক্ষদা তোমার ছোট ভগিনী। যুবার সাহস হলো, নম্রস্বরে বল্যে, যখন আপনি আমাকে আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা কল্যেন তখন আপনি পিতার চেয়েও অধিক। আমি

প্রাণ দিলেও এ ঋণের পরিশোধ হবে না।—মোক্ষদার জন্যে আপনার কিছু ভাবনা নেই।

ব্রাহ্মণ। ভাবনা সম্পূর্ণই রইল,—যত দিন আমি তোমার স্ত্রীকে আর আমার পরিবারকে নিয়ে এখান থেকে না পালাতে পাচ্চি, যত দিন আবার তোমার সঙ্গে দেখা না হচ্চে ততদিন পর্য্যন্ত ভাবনা সম্পূর্ণই রইল।

যুবা। আমার কাছে মোক্ষদার কিছুমাত্র অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই।

ব্রাহ্মণ। তোমার উপর আমার কিছুই সন্দেহ নেই,—দুরাত্মা চণ্ডুরবকে মনে হলে আমার শরীর শুকয়ে যায়। সে এসে মোক্ষদাকে না দেখ্‌তে পেলেই অনর্থ বাদাবে,—হয় ত আমাকেই কেটে ফেল্‌বে আর তাও যদি না করে মোক্ষদার তত্ত্বে বেড়াবে,—আবার ধোরে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌বে,—আমার উপর ওর বড় রাগ।

যুবা। মোক্ষদাকে আমার বাড়ীতে রাখ্‌লে আর জান্‌তে পার্‌বেনা।

ব্রাহ্মণ। আমার শত্রু অনেক,—কোন্ সময় কে বোলে দেবে বলা যায় না। তা বাবা! তুমি এক কাজ কর,—আমি ব্রাহ্মণ, আমার গায়ে হাত দিয়ে আর ভগবানকে সাক্ষী কোরে বল কারু কাছে মোক্ষদার পরিচয় দেবে না। কার মেয়ে কোথা থেকে এনেচ কিছুই বোল না। যদি কেউ নাম জিজ্ঞাসা করে, তা হলে আর এক্‌টা নাম বল্‌বে। আমি তোমার হাতে ধোরে বল্‌চি, দেখো বাবা যেন প্রকাশ না হয়!

যুবা। আমি ঈশ্বরের দোহাই বল্‌চি,—কারু কাছে প্রকাশ কোর্‌ব না

ব্রাহ্মণ। বাবা! তোমার নামটী কি?

যুবা। আমার নাম সিদ্ধেশ্বর।

ব্রাহ্মণ। বেশ বেশ ; তবে তোমরা যাও, আর বিলম্ব করোনা।

পাঠক মহাশয় ! এখন সিদ্ধেশ্বর বল্যেই আপনি এই যুবাকে মনে কর্‌বেন।

সকলেই মৃদুপদে, নীরবে অগ্রসর হলো। ব্রাহ্মণ বাড়ির দরজা পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলো। মোক্ষদা এতক্ষণ মনে মনে কাঁদ্‌ছিল ; তার যাবার ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং আর থাক্‌তে পাল্যে না, সজোরে ব্রাহ্মণের হাত ধোরে উচ্চস্বরে কেঁদে বল্যে, আমি যাবনা, আমার ভয় হচ্যে, ও কা—

মোক্ষদার কথা শেষ না হতেই ব্রাহ্মণ সক্রোধে, ভ্রূভঙ্গী কোরে মোক্ষদার মুখ পানে চেয়ে বল্যে চুপ ! আমার কাছে থেকে কেবল প্রাণ হারাবি বৈত নয়। এই কথা বলেই মোক্ষদার হাত ছাড়্যে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ কোরে দিলে।

তপস্বিনী কামিনী এখন আর কার কাছে কাঁদ্‌বে ? সিদ্ধেশ্বরই এখন তার জীবনের অবলম্বন ; এখন সিদ্ধেশ্বরের কাছে রোদন করাই তার উচিত,—এখন কামিনীর কুল, শীল, মান, অপমান, জীবন, যৌবন সকলই সিদ্ধেশ্বরের হাতে সুতরাং এখন সিদ্ধেশ্বরের কাছে রোদন করাই তার উচিত। মোক্ষদা তাই কল্যে,—প্রাণের দায়ে, স্ত্রীলোকের প্রধান আবরণ লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে সিদ্ধেশ্বরের পা জড়য়ে ধোরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্যে, আমার আর কেউ নেই, যারা ছেলে বেলা থেকে আমাকে মানুষ করেচে তারাই ত্যাগ কল্যে, তবে আমাকে আর কে আমার বল্‌বে ! আর আমি কার কাছে কাঁদ্‌ব ! কে আমার দুঃখ দেখে দুঃখ কর্‌বে ! কেউ না। এখন তুমি বৈ জগতে আর আমার কেউ নেই,—আমাকে রক্ষা কর,—আমাকে বাঁচাও,—আমি তোমারই।

—

তৃতীয় সর্গ।

কি করি—উভয় সঙ্কট।

"বড়র পিরিতি বালির বাঁদ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥"

ভারতচন্দ্র।

রাত্রি প্রভাত, যেন প্রকৃতি রাত্রিবাসের মলিন বসন পরিত্যাগ কোরে পরিষ্কার বসন পরিধান কল্যেন। নক্ষত্রেরা সকলেই দিবাকরের ভয়ে একে একে অদৃশ্য হলো, কিন্তু সুকতারার মনে মনে, আমি সকলের প্রধান, বোলে একটু অভিমান আছে বোলেই যেন আপনার ক্ষমতা দ্যাখাবার জন্যে সাহস কোরে এখনও দ্যাখা দিচ্যে। স্বভাবরাজের বন্দী কোকিলেরা যেন আপন প্রভুর নিদ্রা ভঙ্গ কর্‌বার জন্যেই সুস্বরে স্তুতি পাঠ কত্যে আরম্ভ কল্যে। কাকেরা যেন কোকিলের অনুকরণ কর্‌বার চেষ্টা কল্যে,—হলোনা,—কুহু কুহু না হয়ে কা—কা হয়ে গেল। ঐ কর্কশ স্বরেই জগতের সমস্ত লোকের নিদ্রা ভঙ্গ হলো। এইটীই স্বভাবের অপেক্ষাকৃত মনোহর মূর্ত্তি।

এই সময়ে, সপ্তগ্রামের প্রান্তভাগস্থিত বনের মধ্যস্থলে চার জন লোক সুখস্পর্শ প্রভাত বায়ু সেবন কত্যে কত্যে দ্রুত গমনে পরিভ্রমণ কচ্যে। ঐ চার্‌ জনের মধ্যে একজন স্থূল কায় ও গৌর বর্ণ, নাসিকার মধ্যস্থল অল্প চাপা, চক্ষু গোলাকার, সম্মুখের একটী দাঁত পড়ে গেছে, গণ্ডদেশ ভারি ভারি, অধর ওষ্ঠ অপেক্ষা অধিক মোটা, ললাট মস্তকের প্রায় মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত,—স্বভাবত নয়,—টাক্‌ পড়ে হয়েচে, অবশিষ্ট চুল গুলির প্রায় অর্দ্ধেক শ্বেতবর্ণ; গোঁপ জোড়াটী কৃষ্ণবর্ণ,—বোধ হয় কৌশলে হয়েচে,—যেন অধরের কদ-

র্য্যতা আবরণ কর্‌বার জন্যে ঝুলে পড়েচে ; আকার দীর্ঘ ; বয়স আন্দাজ চল্লিশ কি বিয়াল্লিশ।

অপর এক জনের বর্ণও বেশ ফরশা, শরীরে অস্থি মাংসের সম-ভাব,—স্থূলও নয় কৃশও নয় ; চক্ষু দীর্ঘ, দাঁত গুলি ছোট ছোট, অল্প অল্প গোঁপ,—যেন তুলী দিয়ে আঁকা, ভ্রূ যুগলের মধ্যস্থলে অবকাশ নাই, নাকটী বাঁশীর মত, বেশ সুশ্রী পুরুষ। বেশ উভয়েরই সমান,—উভয়েরই ধুতী চাদর পরিধান, উভয়েরই পায়ে ফিতা দেওয়া জুতো, উভয়েরই গায়ে একটী কোরে পিরান ;—কেবল এই মাত্র তফাত, প্রথমোক্ত ব্যক্তির পিরানের ঘড়ীর পকেটে একটী ঘড়ী আর হাতে একগাছী পিচের ছড়ী।

উহাদের অপর দুই জন ভোজপুরে দরওয়ান,—সম্মুখে একজন পশ্চাতে এক জন লাটী হাতে কোরে চলেচে।

এই সর্গের প্রথম চিত্রিত পুরুষটী, সপ্তগ্রাম নিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত লোক,—বড় ধার্ম্মিক,—নাম হরিহর মৈত্র,—উপাধি রায় বাহাদুর। হরিহর বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম রায় রাধারমণ মৈত্র বাহাদুর। রাধারমণ বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী বন্ধ্যা ছিল। বাবু অত্যন্ত স্ত্রীর বশীভূত ছিলেন সুতরাং প্রণয়িনীর মনে কষ্ট হবে বোলে অনেকদিন পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। যখন রাধারমণের বয়স চল্লিশ বৎসর তখন তাঁর শরীরের অর্দ্ধাংশ বিলুপ্ত হলো,—তাঁর প্রিয়-তমা ভার্য্যা নরভূমি পরিত্যাগ কল্যেন। রাধারমণ বাবুর আর বিবাহ কত্যে ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে আর আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগের লোকাভাব দেখে ঐ বয়সে পুনরায় বিবাহ করেন। বৃদ্ধ বয়সে নবীনা ভার্য্যা অত্যন্ত প্রিয়তমা হয় সুতরাং তিনি নব বিবাহিত স্ত্রীর বিলক্ষণ বশীভূত হয়ে ছিলেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে এক কন্যা প্রসব কোরে সূতিকা গৃহেই তাঁর স্ত্রীর

মৃত্যু হয়। বাবুও প্রণয়িনীর মৃত্যুর আটদিন পরে সেই শোকেই দেহত্যাগ করেন। নবজাত কন্যাটীও চার বৎসর বয়সে অদৃশ্য হয়। রায় বাহাদুর উপাধি রাধারমণ বাবু স্বয়ং উপার্জ্জন করেন; তাঁর মৃত্যুর পর হরিহর বাবু তাঁর সমস্ত বিষয়ের সহিত ঐ উপাধিও অধিকার করেন,—স্বোপার্জ্জিত নয়। রাধারমণ বাবু আপন মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে একটী পিতৃ মাতৃ হীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলেকে ঘরে এনে রাখেন,—কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়াই তাঁর এই অভিপ্রায়ের উদ্দেশ্য ছিল। রাধারমণ বাবুর এবং তাঁর কন্যার মৃত্যুর পর দরিদ্রসন্তান একবারে হতাশ হলো। হরিহর বাবু লোকের নিকট বড় ধার্ম্মিক বোলে পরিচিত ছিলেন, সুতরাং ঐ অসহায় বালককে একজন পরিজনের মত লালন পালন কত্তো প্রতিজ্ঞা কল্যেন। আমাদের এই সর্গের দ্বিতীয় চিত্রটী সেই দরিদ্র বালক,—নাম সুরেশচন্দ্র।

হরিহর বাবু প্রতিদিন প্রত্যুষে এই বনের মাঝখানে বায়ু সেবন কত্তো আসেন। আজও নিয়ম অনুসারে এসে ছিলেন,—নিয়মিত রাস্তা পরিভ্রমণ করা হয়েচে,—এখন গৃহাভিমুখী। হরিহর বাবু সুরেশের সঙ্গে পরিহাসে, কথার কৌশলে আমোদ কত্তো কত্তো চলেচেন। রাস্তার পূর্ব্বধারে কতকগুলি ছোট ছোট গাছের আড়ালে একখানি কুঁড়ের মত হরিহর বাবুর দৃষ্টিগোচর হলো,—দেখেই বল্যেন সুরেশ! এরই মধ্যে এই বনের মাঝখানে কুঁড়ে বানালে কে!

সুরেশ। কৈ? কোথা?

হরিহর বাবু অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কোরে বল্যেন ঐ দ্যাখ, কুঁড়ের মত বোধ হচ্চো না!

সুরেশ। তাইত! আমরা যাবার সময় ত দেখ্‌তে পাই নি।

হরিহর। যাবার সময় আমরা অতি দ্রুত চলে ছিলাম আর

একটু ঘোর ঘোরও ছিল তাই দেখ্‌তে পাই নেই; যাহোগ চল দ্যাখা যাগ।

হরিহর বাবুর কথানুসারে সকলেই সেই দিকে গেল। নিকটে গিয়ে দেখ্‌লে কুঁড়ে নয়, একখানি গরুর গাড়ি,—ছত্‌রী দেওয়া। ঐ ছত্‌রী দেখেই কুঁড়ে বোলে ভ্রম হয়ে ছিল। গরু নাই,—জোয়ালের নীচে দুগাছি বাঁসের লাঠি দেওয়া,—গাড়িখানি সমতলে, সমান ভাবে অবস্থিত।

হরিহর বাবু আর সুরেশ দুজনেই গাড়ির সম্মুখে গিয়ে দেখ্‌লে ছতরীর ভিতর যেন একখানি পট পড়ে রয়েচে,—যেন কোন সুনিপুণ চিত্রকর ঐ পটে একটী যুবা আর একটী যুবতীর প্রতিকৃতি লিখে আপনার নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখ্‌য়েচে।

দুটী ছবিই শুয়ে রয়েচে,—স্ত্রী পুরুষে যে ভাবে শুয়ে থাকে সে ভাবে নয়,—অপরিচিত অপর পুরুষের কাছে দৈববশত শয়ন কত্তো হলে নবীনা লজ্জাশীলা কামিনীর যে ভাবে শয়ন করা উচিত, এই চিত্রস্থ ললনা সেইরূপ সাবধান হয়ে শুয়ে রয়েচে।

হরিহর বাবু আর সুরেশ উভয়েই বিস্মিত হলো—একি? এই বনের মাঝখানে এই দুটী মনোহর ছবি কেমন কোরে এলো।

হরিহর বাবু বল্লেন কেও গাড়ির ভিতর?

উত্তর নাই।

দ্বিতীয় বার ঐ প্রশ্ন।

এবারেও উত্তর নাই।

অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে তৃতীয় বার ঐ প্রশ্ন।

যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হলো,—দেখ্‌লে চার জন লোক সম্মুখে। লজ্জায় মুখ অবনত ভয়ে শরীর কম্পিত হলো,—কিছুই বোল্‌তে সাহস হলোনা,—এক দৃষ্টিতে নিদ্রিত যুবকের মুখপানে চেয়ে রইল।

ক্ষণকালের জন্য সকলেই নিস্তব্ধ, সকলেই নিশ্চল, সকলেই অবাক, সেই অপূর্ব্বচিত্র দর্শনে যেন সকলেই চিত্রগত হয়ে দাঁড়াল। ক্ষণকাল পরে হরিহর বাবু সুরেশের মুখ পানে চাইলেন। সুরেশ যথার্থই চিত্রগত,—চিত্রগত কামিনীর চিত্রদর্শনে সুরেশ যথার্থই চিত্রগত। হরিহর বাবু যে কিছু বল্‌বার আশয়ে তার মুখের দিকে চেয়েছেন, সুরেশ তা জান্‌তে পাল্যো না; নির্নিমেষে অর্দ্ধোত্থিত যুবতীর মুখপানে চেয়ে রইল। যদিও সুরেশ অপেক্ষা হরিহর বাবুর বয়স অনেক অধিক,—হরিহর বাবু চল্লিশ অতিক্রম করেচেন, সুরেশ সপ্তদশ বর্ষের তরুণ যুবা, তথাপি হরিহর বাবু এমনি অমায়িক, এমনি আমোদপ্রিয় লোক যে, তিনি আপনার পুত্র সদৃশ সুরেশের সঙ্গে সর্ব্বদাই পরিহাস কত্তোন; সুতরাং সুরেশকে তদ্গত চিত্ত দেখে বল্যোন, সুরেশ! *জগতের অন্য কোন পদার্থ আর দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না কি?* এই কটী কথা আস্তে আস্তে বলা হয়েছিল সুতরাং অন্যমনস্ক যুবার কর্ণগোচর হল না। হরিহর বাবু আবার বল্যেন, সুরেশ! তোমার সকল ইন্দ্রিয়ই কি আকাশে সুখানুভব কচ্চো? কেবল স্বরমাত্র সুরেশের কর্ণগোচর হলো, কথাগুলি ভাল বুঝ্‌তে পাল্যো না,—বুঝ্‌তে পাল্যো না বটে, কিন্তু হরিহর বাবুকে পিতার মত সম্মান আর ভয় করে বোলে, চকিত ভাবে, অপ্রস্তুত ভাবে বল্যো, আ—আজ্ঞা! কি বল্‌চেন?

হরিহর বাবু মনে মনে একটু বিরক্ত হলেন, কিন্তু বিরক্তভাব গোপন কোরে ঈষৎ হেসে বল্যোন, চল বাড়ি যাওয়া যাগ্‌, অনেক বেলা হয়েচে। কি বল! যাবে কি? বাড়ি যেতে ইচ্ছা হয় কি?

সুরেশ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে অনিচ্ছাপূর্ব্বক বল্যো চলুন।

হরিহর। অমন কোরে বল্যো কেন! তোমার মনের কথাটা কি?

সুরেশ। এদের অবস্থার কোন অনুসন্ধান না নিয়ে যাওয়া আপনার মত ধার্ম্মিক লোকের উচিত নয়।

হরিহর। হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি অবস্থার অনুসন্ধান পাবে? জিজ্ঞাসা কর।

সুরেশ যে অনেকক্ষণ যুবতীর উপরে আপনার সমস্ত ইন্দ্রিয় অর্পণ করেছিল, যুবতীও তার প্রতিশোধ দিলে। যে পর্য্যন্ত হরিহর বাবুর সঙ্গে সুরেশের এই কথাগুলি হলো সেই পর্য্যন্ত যুবতীর প্রেমপূর্ণ অপাঙ্গ সুরেশের মুখেই অবস্থিত, শ্রবণ সুরেশের কথা শ্রবণেই আসক্ত। পাঠক মহাশয়! আপনি কি ঐ শকটস্থ নিদ্রিত যুবাকে যুবতীর পতি মনে করেচেন? যদি তা কোরে থাকেন, তা হলে অবশ্যই যুবতীর চরিত্রের উপর আপনার ঘৃণা হয়ে থাক্‌বে,—পতি নিদ্রিত, যুবতী অন্য পুরুষে আসক্ত।

তরুণ বয়সে সম্মানের অপেক্ষা প্রণয়ের অনুরোধই বড়। হরিহর বাবু যে বিরক্ত হয়েচেন সুরেশ তা বুঝ্‌তে পাল্যে না, সুতরাং বাবুর অনুমতিক্রমে যুবতীর দিকে চেয়ে বল্যে, তোমরা কোথা থেকে এসেচ?

তরুণবয়সে তরুণীগণ যেরূপ প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হয় সেই রূপ লজ্জার অধিনীও হয়ে থাকে। যদিও সুরেশের সঙ্গে কথা কওয়া যুবতীর একান্ত ইচ্ছা, তথাপি পাল্যে না,—লজ্জার অনুরোধে অগত্যা সুরেশের কথার উত্তর দিতে পাল্যে না; অপাঙ্গও আর সুরেশের মুখে রইল না,—যেমন প্রেমপূর্ণ ছিল তেমনি প্রেমপূর্ণ হয়েই ফির্‌লো;—এখন সরল ভাবে নিদ্রিত যুবকের মুখে অবস্থিত।

সুরেশ আবার জিজ্ঞাসা কল্যে তোমরা কোথা যাবে?

যুবতীর ইচ্ছা, যুবাকে ডাকে—তাতেও লজ্জা—বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না; যুবতীর ইচ্ছা, যুবকের শরীরে হস্ত দিয়া তার নিদ্রা ভঙ্গ করে—তাতেও লজ্জা—সাহস হলো না—হস্ত অগ্রসর হয়েও হলো না; সচকিতে, সলজ্জায়, সপ্রেমে, অলক্ষিত ভাবে সুরেশের মুখে অপাঙ্গ

নিক্ষেপ কোরে রইল। সুরেশ আবার জিজ্ঞাসা কল্যে তোমাদের বাড়ী কোথা? এ সময়ে এখানে কেন? বল, যদি বিপদে পোড়ে থাক তা হলে আমরা আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছি।

কে কথা কবে? যুবক এখনও নিদ্রিত,—যুবতীর এখনও সেই ভাব। হরিহর বাবু তাঁর একজন দরওয়ানকে বল্যেন, রঘুরাম! তোম্ ফুকারত।

রঘুরাম গাড়ির নিকটে গিয়ে গম্ভীরস্বরে বল্যে, গাড়িকা ভিতর কোন্ হ্যায়!

যুবার নিদ্রা ভঙ্গ হলো, শশব্যস্তে স্বর লক্ষ্য কোরে চেয়ে দ্যাখে চার্ জন লোক দাঁড়্যে রয়েচে;—বিস্মিত হলো; গাড়ির জোয়ালের উপর দৃষ্টিপাত কল্যে,—আরও বিস্মিত হলো; বনের দিকে দৃষ্টিপাত কল্যে,—বিস্ময় আরও বাড়্ল; বনের মধ্যস্থল,—ভয়ও হলো; প্রাতঃকাল আর সম্মুখে ভদ্রলোক দেখে সাহসও হলো। কিন্তু বিস্ময়ে বাক্যস্ফূর্ত্তি হলোনা। কেন এত বিস্ময়? কে বল্বে?

হরিহর বাবু জিজ্ঞাসা কল্যেন, কে তুমি?

যুবা। বিদেশী।

হরিহর। এমন সময় এখানে কেন?

যুবা। দৈব ঘটনা।

হরিহর। এখন কোথা যাবে?

যুবা। স্থির নাই, যেখানে আশ্রয় পাব সেইখানেই যাব।

হরিহর। তোমার এ রকম অবস্থা কেমন কোরে হলো?

যুবা। সে অনেক কথা, এখন বল্বার সময় নয়; কেবল অনেক কথা বোলেও নয়,—বড় দুঃখের কথা, মনে হলে বুক ফেটে যায়;—কেবল দুঃখের কথা বোলেও নয়,—এখন বল্বার শক্তি নাই,—আজ দুদিন আহার হয় নাই,—কথা বেরোয় না।

এই কথা গুলি বল্‌তে বল্‌তেই যুবার চক্ষে জল এলো,—কণ্ঠ রোধ হল,—যথার্থই আর কথা বেরুল না।

পরের দুঃখ দেখ্‌লে যার দুঃখ হয় সেই দয়ালু ; যে ব্যক্তি পরের দুঃখ দূর করে সেই ধার্ম্মিক। হরিহর বাবু এক জন বিলক্ষণ ধার্ম্মিক বোলে প্রসিদ্ধ সুতরাং যুবার রোদন দেখে তাঁর শরীরেও দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ হলো। তিনি দুঃখের স্বরে বল্যোন, আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে, এখন আমার সঙ্গে এস, আহারাদি কোরে সুস্থ হও, তার পরে সময় বিশেষে সে সকল কথা শুনা যাবে। তোমার যত দিন ইচ্ছা হয় থেকো, তাতে আমি কাতর নই।

বিপদের সময় যে একটী মিষ্ট কথা বলে তাকেই তখন মা বাপ বোলে বোধ হয়, তার মনে যাই থাকুক তা আর অনুসন্ধানের অপেক্ষা থাকে না। প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় মরুভূমির মধ্যস্থলে দারুণ পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হচ্চে এমন সময় যদি একটু জল পাওয়া যায় তাই আগ্রহের সহিত পান কত্তে হয় ; তখন জল ঘোলা কি পরিষ্কার সে বিচার থাকে না। এই বনের মাঝখানে ঐ বিপন্ন যুবা হরিহর বাবুর মুখে এইরূপ সদয় বাক্য শুনে যার পর নাই আহ্লাদিত হলো ; তাঁর নাম ধাম আচার ব্যবহার কিছুই না জেনেই নম্র স্বরে বল্যে, আমি অধিক দিন থেকে আপনাকে অধিক কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। আজ্‌কের মত আমাকে আশ্রয় আর কিছু আহার দিলেই যথেষ্ট উপকৃত হই।

হরিহর বাবুও নম্রতার সহিত বল্যোন, কে কাকে খাওয়ায় বাপু! কেউ কারুকে খাওয়ায় না। খাওতেও ঈশ্বর, উপবাসী রাখ্‌তেও ঈশ্বর ; মানুষ কেবল উপলক্ষ মাত্র। এই যে তুমি আজ্ দু দিন উপবাসী রয়েচ, কে তোমায় ডেকে খাইয়েছিল? আজই বা তোমার আহার পাবার কি সম্ভাবনা ছিল? ঈশ্বরই তোমার নিরু-

মিত ঘর আর আহার প্রস্তুত কোরে রেখেচেন ; তোমাকে ডাক্‌বার জন্যে তিনিই আমাকে এখানে পাঠিয়েচেন। ঐ দ্যাখ তোমার বাড়ি দেখা যাচ্যে। এখন ওঠ আর বিলম্ব করোনা।

যুবা একবারে বিস্মিত হলো। ভাব্‌লে যে সমুদ্রে প্রাণান্তকর ভয়ানক হিংস্র জন্তু সকল বাস করে, অন্বেষণ কল্যে তারই ভিতর মহামূল্য মনোহর রত্ন সকল পাওয়া যায়। পৃথিবীর যে প্রদেশে নর-পিশাচ দুরাত্মা চণ্ডরব বাস করে এওত সেই প্রদেশ, এখান থেকে দুরাত্মাদের বাসস্থান ত অধিক দূর নয়, এখানেও এমন ধার্ম্মিক মানুষ-রত্ন আছে? এইরূপ লোকের পুণ্যেতেই আজও রাত্রি দিন হচ্যে। আহা! অমায়িক প্রকৃতি। যথার্থ স্বার্থ শূন্য, যথার্থ নিরহঙ্কারী লোক একেই বলে। এখন নিশ্চয়ই আমার নিজের প্রাণ রক্ষা হলো।

যুবা এইরূপ ভেবে পার্শ্ববর্ত্তিনী যুবতীর দিকে চেয়ে বল্যে মোখ্— এইটুকু বলেই একটু অপ্রস্তুত হলো,—যেন কোন নিষিদ্ধ কাজ কোরে ফেলেচে এইরূপ ভাবে একটু অপ্রস্তুত হলো। আবার বল্যে মঞ্জরি! ওঠ, আর ভয় নাই। এই বোলেই যুবা অগ্রসর হলো যুবতী মৃদুপদে অবনত মুখে পশ্চাদ্গামিনী। যুবা ছতরীর ভিতর থেকে বের্‌য়েই একে একে চারিদিক্ নিরীক্ষণ কল্যে,—যেন কোন সঙ্গের লোককে দেখ্‌তে পাচ্যে না এই ভাবে চারিদিক্ নিরীক্ষণ কল্যে,—কোথায় সঙ্গের লোক?—কাকেও দেখ্‌তে পেলেনা,—একবারে হতবুদ্ধি,— ক্ষণকালের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়্যে রইল।

হরিহর বাবু জিজ্ঞাসা কল্লোন, কেন? অমন কোরে দাঁড়্যে রইলে কেন?

যুবা বল্যো, আমার সঙ্গে একটী চাকর ছিল, সেই গাড়ি হাঁক্যে আমাদের আন্‌ছিল। এখন তাকেও দেখ্‌তে পাচ্যিনে আর গাড়ির গরুও নাই। আমরা ঘুম্যে ছিলাম, কিছুই জানি নে।

হরিহর। তার জন্যে এখন ভাব্‌লে কি হবে?

যুবা। তাকে ফেলে কি যাওয়া উচিত?

হরিহর। আচ্ছা, তুমি তার নাম বোলে দাও; সে এসে ঐ নাম বল্যেই রঘুরাম তাকে নিয়ে যাবে; আমি রঘুরামকে এই খানে বোস্‌য়ে রেখে যাচ্যি।

যুবা। তার নাম রামশরণ।

পাঠক মহাশয়! রামশরণকে আপনার স্মরণ আছে ত? যদি থাকে তবে বোধ হয় এই যুবক যুবতীকেও আপনি চিন্তে পেরেচেন। এই যুবক সেই বাঁসবেড়ের পথিক সিদ্ধেশ্বর; আর যুবতী সেই বন্দী ব্রাহ্মণের কন্যা মোক্ষদা। রামশরণ কোথায় গেল, এখন সে অনুসন্ধান কত্যে গেলে অনাহারে সিদ্ধেশ্বরের প্রাণ যায় অতএব চলুন এখন সিদ্ধেশ্বরকে আহার কর্‌য়ে সুস্থ করা যাক্।

হরিহর। আচ্ছা তবে এস। রঘুরাম! তোম হিঁয়া বৈঠ; ইস্কা নকর রামশরণ আনেসে ওস্কো লে যাইয়ো।

রঘুরাম। বহুত আচ্ছা মহারাজ।

রঘুরাম সেই খানে বোসে রইল। হরিহর বাবু আর সুরেশ দুজনেই অগ্রসর হলেন, উভয়ের পশ্চাৎ সিদ্ধেশ্বর, তার পশ্চাৎ মোক্ষদা অথবা মঞ্জরী।

একটী সুপ্রশস্ত রাস্তা (গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড) সপ্তগ্রামকে দুই ভাগে বিভক্ত করেচে! ঐ রাস্তার ধারেই একটী দোতালা বাড়ী। এই বাড়িটী হরিহর বাবুর অতিথিশালা। অতিথি সেবার বেশ বন্দবস্ত, যে যা চায় সে তাই খেতে পায়। চার পাঁচ জন পাচক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছে, তবে যিনি কারও হাতে খান্‌না তিনিই রশুই করেন। বাড়িটীর চারি দিকেই চক্‌মিলন ঘর; অতিথিদের রশুই করবার জন্যে প্রত্যেক ঘরেই একটী কোরে উনন্ আচে। অতিথিদের মধ্যে যারা ভদ্র লোক

তাঁরা উপরের ঘরে থাকেন। যিনি যত দিন ইচ্ছা করেন, হীনাবস্থা প্রমাণ হলে, তিনি তত দিন থাক্‌তে পারেন,—নিষেধ নাই।

ক্ষণকালের মধ্যেই হরিহর বাবু আর সুরেশ দুটী অসহায় অতিথিকে নিয়ে এই বাড়ির দরজায় উপস্থিত। বাবুকে দেখে সকলেই ত্তটস্থ। কর্ম্মচারীরা তাড়াতাড়ি বিনীত ভাবে তাঁর নিকটে এসে দাঁড়াল। সাধুবোলে আপনাদের পরিচয় দেয় এমনতর ভস্মমাখা জটাধারী অতিথি অনেক ছিল; তারা সকলেই "জয় হরিহর বাবুকা জয়" বোলে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। বাবু কোন দিকে না চেয়েই এক বারে উপরে উঠ্‌লেন, সুরেশ আর অতিথি দুজনেও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেল; দুই এক জন চাকরও বাবু কি হুকুম করেন শোনবার জন্যে পেছু পেছু গেল। হরিহর বাবু দক্ষিণ দিকের একটী ঘরের ভিতর ঢুকে সিদ্ধেশ্বরকে বল্যেন দ্যাখ, এই তোমাদের ঘর; এইখানে থাক আর যখন যা আবশ্যক হবে চাকরদের বল্যেই তৎক্ষণাৎ পাবে। যদি দুজনে এক ঘরে থাক্‌বার বাধা থাকে তাহলে এরই পাশের ঘরে এক জন থাক্‌তে পার। এই বোলেই একজন চাকরের দিকে চেয়ে বল্যেন দ্যাখ্, ইনি সামান্য অতিত্ নন্, যখন যা বলবেন তাই কর্‌বি আর আহারের ভাল রকম আয়োজন করে দিস্। এই কথা বোলে হরিহর আর সুরেশ দুজনেই চলে গেলেন।

শশধরের সঙ্গে কুমুদিনীর কি সম্পর্ক? কিছুই না। নিশানাথ যে কুমুদিনীর জন্যেই উদয় হন তাও নয়; তা যদিও হন তাতেই বা ফল কি?—তিনি আকাশে, কুমুদিনী জলে। তথাপি চন্দ্র উদয় হলেই কুমুদিনী প্রফুল্লিত আর অস্ত গেলেই ম্লান হয় কেন?—তা কে জানে,—কি জন্যে যে এক জনকে দেখ্‌লে এক জন খুসী হয় আর না দেখ্‌তে পেলেই দুঃখিত হয় তা কে জানে?

সুরেশের সঙ্গে মোক্ষদার এই প্রথম দ্যাখা, কিন্তু সুরেশ যত-

ক্ষণ ছিল ততক্ষণ মোক্ষদার মুখ প্রফুল্ল ছিল;—সুরেশ গেল,—মোক্ষদার মুখ বিষণ্ণ।—মেঘ মালা অতিক্রম কোরে শশধর আবার কুমুদিনীর নয়নগোচর হলেন;—মোক্ষদা ঘরের ভিতর জানালার নিকটে দাঁড়য়ে আছে, এমন সময় সুরেশ হরিহর বাবুর সঙ্গে বাড়ির সম্মুখস্থিত রাস্তায় উপস্থিত হলো; যে আকৃতি মোক্ষদার মনে অঙ্কিত হয়ে ছিল এখন নয়নেও অঙ্কিত হলো। যতক্ষণ প্রতিবন্ধক না হলো ততক্ষণ মোক্ষদা এক দৃষ্টে সুরেশের দিকে চেয়ে রইল,—পলক পড়ে না।

ক্রমে চন্দ্র অস্তগত,—কুমুদিনী ম্লান;—সুরেশ অদৃশ্য,—মোক্ষদা বিষণ্ণ।

অতিথিশালার সমস্ত লোকেই সিদ্ধেশ্বরের দরকার মত সকল জিনিষ এনে দিতে লাগ্‌ল। কোন জিনিষেরই অভাব নাই,—লক্ষ্মীর ভাণ্ডার; লোকেরও অভাব নাই,—এক বোল্‌তে সহস্র ধায়।—বেলা এগারটার মধ্যেই সিদ্ধেশ্বরের আর মোক্ষদার স্নান আহার শেষ হয়ে গেল। আহারান্তে ক্ষণ কাল বিশ্রাম কল্যে,—ক্রমে সন্ধ্যা—জগতের সাক্ষী স্বরূপ হয়ে একটা সামান্য নায়িকার অদর্শনে মলিন হলে সে বড় লজ্জার কথা, এই ভেবেই যেন দিবাকর আপনার মনোদুঃখ গোপন করবার জন্যে অগত্যা অতি কষ্টে লোহিত বর্ণ ধারণ কল্যেন। প্রণয়ের কি আশ্চর্য্য মহিমা!—প্রণয়ী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হলে আর কিছুই জ্ঞান থাকে না,—লজ্জার লেশ মাত্রও থাকে না;—দিবাকরের সমাগমে কমলিনী একবারে উন্মত্ত হয়েছিল; এখন তিনি অস্তাচল অবলম্বন কল্যেন,—কমলিনীর বড় লজ্জা,—আস্তে আস্তে ঘোম্‌টা টান্‌লে। চক্রবাক্ স্বভাবের অতি জঘন্য নিয়মের নিন্দা কত্যে কত্যে আপনার জীবনের অর্দ্ধভাগ এ পারে রেখে সরোবরের অপর পারে গিয়ে বস্‌ল।

PRINTED BY K. P. MOJOOMDAR AT THE SAROSWATA PRESS, 3, PATHURIAGHATTA BROJODOOLAL'S STREET CALCUTTA,

ক্রমে রাত্রি ৪ দণ্ড। সিদ্ধেশ্বর আপনার শয্যার উপরে বসে আছে, মোক্ষদা অথবা মঞ্জরী বিছানার এক পাশে উপবিষ্ট,—মৌনভাবে অবনত মুখে বিছানার একপাশে উপবিষ্ট,—উভয়েই নিস্তব্ধ, কারও মুখে কথাটি নেই। অনেক ক্ষণের পর সিদ্ধেশ্বর মোক্ষদার মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কল্যো মোক্ষদা! তোমার বাড়ী কোথা? মোক্ষদা নীরব, উত্তর নাই। সিদ্ধেশ্বর আবার বল্যো, এখানে কেউ নাই, বল্‌বার বাধা কি, বল তোমার বাড়ী কোথা? এবারেও উত্তর নাই। সিদ্ধেশ্বর আবার সেই স্বরে বল্যো, আমার উপর কিছু সন্দেহ হয় কি? আমা হতে তোমার কি অনিষ্ট হবে? কখনই না। যখন তোমায় রক্ষা কর্‌বো বোলে তোমার বাপের কাছে প্রতিজ্ঞা করেচি তখন আমা হতে তোমার অনিষ্ট কোন রূপেই হবে না।

মোক্ষদা। আমি তোমার অধীন, তুমি মনে কল্যে এখনি আমার অনিষ্ট কর্‌তে পার। আর আমার অনিষ্টের ভয়ও নাই। যাঁরা ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেচেন তাঁরাই যখন অনায়াসে ত্যাগ কল্যেন, আমার কি হবে একবার ভাবলেনও না, তখন মরণই আমার পক্ষে ভাল।—যখন মরণই মঙ্গল হল তখন আর আমার অনিষ্টের ভয় কি?—মরণের চেয়ে আর অনিষ্ট কি আছে?

সিদ্ধেশ্বর। তবে বাড়ীর কথা বল্‌বারই বা বাধা কি?

মোক্ষদা। কাল্ রাত্রিতে আমায় যেখানে দেখেছিলে সেই আমার বাড়ী, এখন এই বাড়ীই আমার, আবার কাল্ যদি কোথাও যেতে হয় তখন তাকেই বাড়ী বল্‌বো।

সিদ্ধেশ্বর মনে মনে ভাব্‌লে, এর কারণ কি?—এ সম্পূর্ণরূপে আমারই অধীন, তা জেনেও আমারে প্রতারণা কচ্চো এর কারণ কি? বোধ হয় এর ভিতর কোন অদ্ভুত রহস্য আছে। হয় ত এই

যুবতী ছেলেবেলা অবধি সুখে সমাদরে কাল কাটিয়েচে, এখন দৈববশতঃ এর এই দুরবস্থা হওয়াতে পূর্ব্বের কথা মনে হলে অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হয়, বোধ হয় সেই জন্যেই আমার কথার প্রকৃত উত্তর দিচো না। তবে আর অনর্থক এর দুঃখ উদ্দীপন করার আবশ্যক নাই, বরং যাতে ও সকল কথা ভুলে যায়, অন্য প্রসঙ্গক্রমে তারই চেষ্টা করা উচিত।

সিদ্ধেশ্বর এই রূপ ভাবচে এমন সময়ে নীচেকার অতিথেরা উচ্চস্বরে "জয় হরিহর বাবুকো জয়" এই বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। সিদ্ধেশ্বর ভাব্‌লে হরিহর বাবু আসচেন। মোক্ষদাও তাই মনে কল্লো। মনে করেই যেন আহ্লাদিত হল,—এত যে দুরবস্থা, এত যে দুঃখ, এত যে চিন্তা তথাচ হরিহর বাবু আস্‌চেন বোলে একটু আহ্লাদিত হল। কেন?—হরিহর বাবু আস্‌চেন বোলে মোক্ষদার আহ্লাদ কেন? হরিহর বাবুর সঙ্গে মোক্ষদার কি কোন আত্মীয় সম্বন্ধ আছে? না।—পরিচয়ও নাই। তবে কি হরিহর বাবুর সঙ্গে মোক্ষদার প্রণয় জন্মেচে? না।—হরিহর বাবু বৃদ্ধ, মোক্ষদা যুবতী। তবে হরিহর বাবু আস্‌চেন বলে মোক্ষদার এত আহ্লাদ কেন? কাল্ যখন হরিহর বাবুর সঙ্গে দেখা হয় তখন মোক্ষদার হৃদয়পটের প্রতিকৃতি তাঁর সঙ্গে ছিল, তবে আজও বুঝি সেই মোহিনী মূর্ত্তি এঁর সঙ্গে আছে এই ভেবে মোক্ষদা এত আহ্লাদিত।—কমলিনীর সঙ্গে অরুণের সম্বন্ধ কি? কিছুই না। তবে অরুণ উদয় হলেই কমলিনী প্রফুল্ল হয় কেন? নলিনী নিশ্চয় জানে অরুণোদয়ের পরেই দিবাকর আস্‌বেনই আস্‌বেন। এই জন্যেই অরুণের দর্শনে নলিনী প্রফুল্ল হয়ে থাকে। মোক্ষদারও তাই।

ক্ষণকালের মধ্যেই ঘরের বাইরে মানুষের পদশব্দ। সিদ্ধেশ্বর শশব্যস্তে দরজার নিকটে গিয়ে দেখ্‌লে হরিহর বাবু আর সুরেশ

দুজনেই সেই ঘরের দিকে আস্‌চে। দেখেই বিনয়ের সহিত নমস্কার কল্যে, তারাও দুজনে নমস্কারের প্রতিশোধ দিলে! ক্রমে তিন জনেই ঘরের ভিতর এসে উপস্থিত হল। মোক্ষদা তাড়াতাড়ি মস্তকের অর্দ্ধভাগ অঞ্চলে আবৃত কোরে বিছানা থেকে উঠে ঘরের এক পাশে গিয়ে সাবধানে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে জড়শড় হয়ে বস্‌লো। হরিহর বাবু অগ্রেই বিছানার উপর বস্‌লেন, তার পর সুরেশ, তারপর বাবুর অনুমতি ক্রমে সিদ্ধেশ্বরও নম্রভাবে উপবিষ্ট হল। হরিহর বাবু সিদ্ধেশ্বরকে বল্যেন, কেমন, এখানে আহার টাহারের কোন কষ্ট হয় নেই ত? সিদ্ধেশ্বর নম্রতার সহিত বল্যে আজ্ঞা না, কোন বিষয়েই কোন কষ্ট হয় নেই; তবে মনের কষ্ট দূর করা আপনার অসাধ্য।

হরিহর বাবু ব্যগ্রভাবে বল্যেন, হাঁ হাঁ, আমি ঐ সকল শোন্‌বার জন্যেই তাড়াতাড়ি এলেম। এখন তোমার দৈব ঘটনার বিষয় সব আমাকে বল; আমি সাধ্যমতে তোমার দুঃখ দূর কর্‌বার চেষ্টা কত্তো ক্রটি কর্‌বনা।

সিদ্ধেশ্বর বাঁশবেড়ের পথে সেই দুর্জ্জয় রজনীতে সেই রূপ দুর্ঘটনা অবধি সপ্তগ্রামের কাননে গমনের বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক বল্যে,—সে হরিহর বাবুকে একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক বোলে জেনেছিল সুতরাং মনের মধ্যে কোন দ্বিধা করে আত্মীয়ভাবে আনুপূর্ব্বিক বল্যে। এই সকল কথা শুনে হরিহর বাবু বিস্মিত হলেন, শোক এবং দুঃখের সহিত রোদন স্বরে ব্যগ্রভাবে বল্যেন অ্যাঁ! বল কি? ঈশ্বর এরূপ নরাধমের সৃষ্টি করেচেন! ধরণী এরূপ নরাধমকে বহন করেন? আমার অধিকারে এরূপ নৃশংস লোক বাস করে! ধিক্ আমাকে! যদি আমার অধিকারে নিরপরাধে একজন লোকের এরূপ দুরবস্থা হয় তবে আমার ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই বৃথা! যদিও আমার

প্রজাদের কেও কখন দৈববশত কোন দুষ্কর্ম্ম করে, তৎক্ষণাৎ আমার কাছে স্বীকার করে থাকে, আর তা না কল্যেও কোন না কোন রূপে আমি জান্‌তে পারিই পারি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আজ দুদিন হয়ে গেল, আমি এর লেশ মাত্রও জানি না। উঃ কি নিষ্ঠুর! এমন দুরাত্মাদের নরকেও স্থান হয় কি না সন্দেহ। ভাল আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার সঙ্গে এ মেয়েটি কে? একেই বা তারা বন্ধ করে রাখ্‌লে না কেন? তুমিই বা কেমন কোরে দুর্জ্জয় শার্দ্দূলের হাত থেকে এই নবীনা কুরঙ্গিণীকে রক্ষা কল্যে?

সিদ্ধেশ্বর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্যে এটি আমার ভগ্নী; নাম মঞ্জরী। আমিও যে কৌশলে পরিত্রাণ পেয়েছি,তাই এরও পরিত্রাণের অবলম্বন।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত হরিহর বাবুর সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরের এই রূপ কথা হতে লাগ্‌লো এই সময়ে মোক্ষদার নয়ন জানালার দিকে, কিন্তু দৃষ্টি সুরেশের বদনে, পলক নাই, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হচ্যে; কেন?—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম কেন? অপরিচিত স্থান বোলে ভয় হয়েছে? না। তবে ঘাম কেন? সেই জানে। সুরেশ যখন অবসরক্রমে হরিহর বাবুর অজ্ঞাতসারে মাঝে মাঝে মোক্ষদার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত কচ্যে সেই সময়টীই মোক্ষদার পলকের অবকাশ। সুরেশও মোক্ষদার দিকে চায়, মোক্ষদাও প্রণয় ভাবে মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে গাছপালার দিকে চেয়ে থাকে। আবার যখন সুরেশের দৃষ্টি অন্য দিকে যায়, তখন মোক্ষদার নয়নেরও আবার সেই ভাব। হরিহর বাবুও মাঝে মাঝে ছল ক্রমে মোক্ষদার দিকে তাকাচ্যেন,—মোক্ষদা বিরক্ত,—হরিহর বাবু অনুরাগ ভরেই তাকান আর বাৎসল্য ভাবেই তাকান মোক্ষদা তাতে বিরক্ত। সুরেশের উপর মোক্ষদার অনুরাগ আর আপনার প্রতি বিরাগ হরিহর বাবু সকলই বুঝ্‌তে পাল্যেন,—যুবতীর ভাবভঙ্গি দেখে অনায়াসে সকলই

বুঝ্‌তে পাল্যেন,—সুরেশের দিকে একবার কট্‌মট্‌ করে চাইলেন, কিন্তু কিছুই বল্যেন না। খানিকক্ষণ মৌনভাবে থেকে সিদ্ধেশ্বরকে বল্যেন শুন এক কথা বলি। এই কথা বলেই উঠ্‌লেন, সিদ্ধেশ্বরও উঠ্‌লো। বাবু পাশের ঘরে গেলেন, সিদ্ধেশ্বর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। হরিহর বাবু ডাকাতেই সিদ্ধেশ্বর মনে করেছিল যে আমার দুঃখ দূর করার কোন উপায় উদ্ভাবন করে থাক্‌বেন, সেই জন্যেই গোপনে ডাক্‌লেন। হরিহর বাবু ঘরে গিয়েই সিদ্ধেশ্বরকে চুপি চুপি কি বল্যেন। সিদ্ধেশ্বর অবাক,—মুখে কথা নাই,—কি বল্‌বে কিছুই স্থির কত্তো পাল্যো না,—স্থির হয়ে মৌনভাবে দাঁড়িয়ে রইল। হরিহর বাবু আবার বল্যেন, তোমার তাতে কিছু আপত্তি আছে কি? থাকে তো বল।

সিদ্ধেশ্বর। তা কেমন কোরে হতে পারে।

হরিহর। কেন তাতে তোমার ক্ষতি কি? বরং লাভই আছে। তুমি এ কাজ কল্যে যেরূপে হোগ তোমার স্ত্রীকে এনে দোবই দোব। যখন আমার অধিকারে এই ব্যাপার হয়েচে তখন সে আমারই হাত। আর এতে ধর্ম্মেরও কিছু হানি নাই,—আমি ব্রাহ্মণ।

সিদ্ধেশ্বর। আমার পিতা আজও বর্ত্তমান আছেন, আমি তাঁর অনুমতি না পেয়ে স্বয়ং কোন কাজ কত্তো পারি না, তাতে যদি আমার স্ত্রীকে না পাই সেও স্বীকার।

হরিহর। তুমি কি আমার কথায় সন্দেহ কর? আমার যে কথা সেই কাজ, আর এ প্রদেশের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই আমার জমীদারী। তারা তোমার স্ত্রীকে কোথায় লুক্‌য়ে রাখ্‌বে? তুমি যদি এতে সম্মত হও তা হলে দুই এক দিনের মধ্যেই তোমার স্ত্রীকে পাবে। তাতে যত টাকাই খরচ হোগ, আর যত কষ্টই সহ্য কত্তো হোগ আমি তাতে স্বীকার আছি।

সিদ্ধেশ্বরের উভয় সঙ্কট। মন দুল্‌তে লাগ্‌ল। দুদিকেই সমান ভাবে যেতে লাগ্‌ল। একবার প্রণয়িনীর দিক্ একবার মোক্ষদার দিক্ স্পর্শ কোরে সমান ভাবে দুল্‌তে লাগ্‌ল। ভাব্‌লে ব্রাহ্মণের কাছে যে রকম অঙ্গীকার করেচি তাতে কেমন করেই বা তাঁর অজ্ঞাতসারে এ কর্ম্ম করি, আর মোক্ষদার বিবাহ হয়েচে কি না তাও জানিনে। বোধ হয় বিবাহ হয় নেই,—যখন হিন্দু সধবাদের প্রধান চিহ্ন সিন্দূর নাই তখন নিশ্চয়ই বোধ হচ্চো তার বিবাহ হয় নেই। বিধবাদেরও ত সিন্দূর থাকে না, মোক্ষদা বিধবাও হতে পারে। তাও আমি বিশেষ জানিনে; আর এঁর কাছেও জানিনে বলা হয় না; তা হলে সব প্রকাশ হয়ে যাবে। অথবা এঁর কাছে প্রকাশ কল্যেও কোন হানি নাই। ইনি যে রকম ধার্ম্মিক তাতে বোধ হয় সে সব কথা শুন্‌লে ইনি আপনিই বিবাহ কত্তো চাবেন না। আর আমার স্ত্রীর সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণকেও উদ্ধার কত্তো পারেন। সেই ভাল, এঁর কাছে সব খুলে বলি।

এই ভেবে সিদ্ধেশ্বর মোক্ষদার সমস্ত বিবরণ খুলে বল্যো।

হরিহর বাবু শুনে শিউরে উঠ্‌লেন, যেন মনে মনে কোন দূরস্থ লোকের উপর রেগে উঠ্‌লেন। ক্ষণকাল মৌনভাবে থেকে বল্যেন্, আচ্ছা, সে ব্রাহ্মণ কি কৃষ্ণবর্ণ?

সিদ্ধেশ্বর। হাঁ।

হরিহর। খুব দীর্ঘাকার পুরুষ?

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞা হাঁ খুব লম্বা বটে।

হরিহর। মাথায় টিকি আছে, নাক মোটা?

সিদ্ধেশ্বর বিস্মিত হয়ে শশব্যস্তে বল্যো, আপনি কেমন কোরে জান্‌লেন? তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে না কি? আপনি যাযা বল্যেন সব ঠিক।

হরিহর বাবু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে আপন মনে বল্যেন, বেশ হয়েচে, আচ্ছা হয়েচে। ধর্ম্ম যে একটা বস্তু, তা আচেই আচে; আজও রাত দিন হচ্যে।

হরিহর বাবুর এই কথাগুলি শুনে সিদ্ধেশ্বরের বিস্ময় আরও বাড়্ল। ভাব্লে, এর কারণ কি,—ইনি এমন ধার্ম্মিক লোক হয়ে এক জনের দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুগ, বল্যেন বেশ হয়েচে, আচ্ছা হয়েচে, এর কারণ কি? তবে বোধ হয় মোক্ষদার বাপ বড় অধার্ম্মিক লোক হবে। আমি যা ভাব্লেম তার বিপরীত হয়ে দাড়াল। মনে কল্লেম ইনি ধার্ম্মিক লোক, ব্রাহ্মণের এই রূপ বিপদের কথা শুনে অবশ্যই এঁর দয়া হবে, হয় ত ইনিই ব্রাহ্মণের উদ্ধারের চেষ্টা কোর্বেন। তার কিছুই হলো না।

সিদ্ধেশ্বর মনে মনে এই রূপ ভেবে জিজ্ঞাসা কল্যে, মশাই সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে আপনার কোথায় আলাপ হয়? তিনি কেমন লোক? আপনি তাঁর উপর এত বিরক্ত কেন?

হরিহর বাবু ব্যগ্রতার সহিত বল্যেন, আ রাধাকৃষ্ণ! আমি তাঁকে অধার্ম্মিক বলি নেই আর তাঁর উপর বিরক্তও হই নেই। তিনি অতি ধার্ম্মিক লোক, অতি ভাল মানুষ, অতি নিরীহ;—যেন সদাশিব। তিনি এক জন প্রাতঃস্মরণীয় লোক; প্রাতঃকালে উঠে গোলোক বাঁড়ুয্যের নাম কল্যে সে দিন ভাল যায়। তাঁর ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, কেবল সৎকর্ম্মে সমস্তই ব্যয় কোরে এখন দুরবস্থায় পড়েচেন। তাঁর ভাল ঈশ্বর কর্বেন। আমি তাঁর উপর বিরক্ত হই নেই, তাঁকে আমার শত শত নমস্কার। তিনি আমার জন্যেই ত এই রকম বিপদে পড়েচেন! আমাকে তিনি সন্তানের মত ভাল বাসেন। আমাকে ভাল বাসাই তাঁর বিপদের কারণ। আমি আবার তাঁর উপর রাগ কর্ব! তিনি আমার গুরু। আমার রাগ কেবল

সেই পাজি, নচ্ছার, নরাধমের উপর। নিরপরাধে এক জন ব্রাহ্মণের উপর এত অত্যাচার! জমিদার হয়েচেন! তাই এত স্বেচ্ছাচার! আমিও ত জমিদার, কৈ, কখন ত নিরপরাধে কারও উপর অত্যাচার করি নেই। এ ব্রহ্মমন্যুতে তার কি আর কিছু থাক্‌বে! আচ্ছা দেখ্‌বো,—এইবার দেখ্‌বো। এখন তার সে জেদ্‌ কোথায় থাকে তা দেখ্‌বো। ধর্ম্মই ধর্ম্ম রাখেন, ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের ভাল করেন। এত দিনে নিশ্চয় জান্‌লেম, ধর্ম্ম আচে।

হরিহর বাবু এক জন স্বার্থশূন্য অকপট ধার্ম্মিক বোলে যে সিদ্ধেশ্বরের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল এখন সেই বিশ্বাসের উপর একটু সন্দেহ হলো,—হরিহর বাবুর ঐ সকল কথা শুনে কাজে-কাজেই একটু সন্দেহ হলো; সন্দেহ হলো বটে, কিন্তু আবার তাঁর মুখে মোক্ষদার বাপের চেহারার কথা শুনে সেই সন্দেহও সন্দিগ্ধ হতে লাগ্‌ল। ভাব্‌লে, ইনি এই জন্যেই বোধ হয় এত যত্ন কোরে আমাদের এখানে আন্‌লেন,—না,—এরূপ অমায়িক লোকের উপর হঠাৎ সন্দেহ করা উচিত নয়। ইনি যে সকল কথা বল্লোন তার মর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লোম না। ভাল জিজ্ঞাসাই করিনা কেন! এই মনে কোরে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা কল্লো মশাই! আপনি যা যা বল্লোন তার কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লোম না, বোধ হয় এর ভিতর কোন অদ্ভুত রহস্য আচে। যদি কোন হানি না হয় তা হলে আমাকে সমস্ত খুলে বলুন।

হরিহর বাবু হর্ষ, বিষাদ, আর ক্রোধের সহিত বল্লোন, এখন আর ও কথায় কাজ নেই এর পর শুন্‌তে পাবে। আমি এখন চল্লোম। রাগে আমার গা গস্‌গস্‌ কচ্চে। আমি আজই গোলোক বাঁড়ুয্যেকে উদ্ধার কর্‌ব আর সেই নরাধমের উচিত প্রতিফল দিচ্চি। সিদ্ধেশ্বর বল্লো, এ কথা না বোলে আপনার যাওয়া হবে না।

PRINTED BY K. P. MOJOOMDER AT THE SAROSWATA PRESS, 3, PATHURIACHATTA BROJODOOLAL'S STREET CALCUTTA.

আমাকে বল্‌তেই হবে। না বোল্যে আজ সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হবে না।

হরিহর বাবু বল্যেন শুন্‌বে? তবে শোন। আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর এ বয়সে বিবাহ কর্‌ব না বোলেই এক প্রকার স্থির করেছিলাম, কিন্তু অবশেষে প্রতিবাসী আত্মীয় বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে না পেরে বল্যেম, যদি মনের মত স্ত্রী পাই, তবেই বিবাহ কর্‌ব, তা নইলে আর এ বয়সে গলগ্রহ কর্‌ব না। তার পর অনেক অন্বেষণ কোরে মদনপুরের ঐ গোলোক বাঁড়ুয্যের মেয়েই আমার মনোনীত হয়। গোলোক বাঁড়ুয্যের আর তাঁর মেয়েরও একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, আমার সঙ্গেই বিবাহ হয়। এমন কি আশী-র্ব্বাদ পর্য্যন্ত হয়েছিল।

সিদ্ধেশ্বর ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কল্যে, তবে হলোনা কেন?

হরিহর। সেই কথাই বল্‌চি, শোন না। মদনপুর নবাবগঞ্জের বিশ্বম্ভর ঘোষালের তালুক। তাঁর সঙ্গে আমার চিরমনান্তর। তাঁরও গৃহশূন্য হয়েছিল। মঞ্জরীকে বিবাহ কর্‌বার জন্যে তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা; কিন্তু বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের তাতে অমত দেখে তাঁকে সপরিবারে গ্রাম থেকে দূর কোরে দিয়েচেন। আমি ওঁদের অন্বে-ষণে দশ পোনর জন লোক পাঠিয়েচি; আজ মাসাবধি হলো কোন তত্ত্বই পেলেম না।—তা ধর্ম্মের কাজে ধর্ম্মই সহায়।

হরিহর বাবুর এই সব কথা শুনে সিদ্ধেশ্বরের বিস্ময় হলো,—গোলোক বাঁড়ুয্যের দুরবস্থা মনে কোরে দুঃখ হলো,—মোক্ষদাকে উদ্ধার কোরেচে বোলে আহ্লাদ হলো,—আর বিশ্বম্ভর ঘোষালের আচরণ শুনে রাগও হলো। কিছুই বল্যে না,—একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে অবাক্ হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

হরিহর। এখন শুনলে ত। এখন আমাকে বিশ্বাস হয় ত?

আর যদি আমার কথায় বিশ্বাসও না হয়, আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দোব। আগে গোলোক বাঁড়ুয্যেকে কোন রকমে আনি দাঁড়াও, তার পর সব জানতে পারবে। মঞ্জরীকেও আমি এখন নিয়ে যেতে চাইনে; কাজ কি! যদি তোমার কোন সন্দেহ থাকে।

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞা না, আমার কোন সন্দেহ নাই। তবে কি না পরের মেয়ে, আর আমি সেই ব্রাহ্মণের কাছে প্রতিজ্ঞা করেচি যে, ওকে যত্নের সহিত আমার কাছে রাখ্‌বো এই জন্যেই আমি এখন হঠাৎ ওকে হাতছাড়া কত্তে পারিনে। আর আপনিওত বাঁড়ুয্যে মশাইকে আনচেন, তা হলেই তাঁর সমক্ষেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

হরিহর। আচ্ছা তাই ভাল। আমি তাঁকে শীঘ্রই আনচি। তবে এখন যাওয়া যাগ্‌, রাত্রি অনেক হয়েচে। তোমরাও আহার টাহার করগে।

দুজনেই ঘর থেকে বেরয়ে যে ঘরে সুরেশ আর মোক্ষদা বসে আছে, সেই ঘরে চল্যেন। দরজার নিকটে গেচেন এমন সময় "ওঁরা আসচেন চুপ কর" এই কটী কথা বাবুর কাণে গেল। বাবুর কাণে যেন কে আগুণ ছড়য়ে দিলে। রাগে দুই চক্ষু লাল কোরে ঘরের দরজায় গিয়ে দেখেন, যুবতী যে অবস্থায় ছিল, ঠিক সেইরূপ বোসে আচে; সুরেশেরও সেই ভাব, কারও দিকে কারও দৃষ্টি নাই।

যথার্থই কি যুবতী এতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ভাবেই ছিল? যে রকম অবনত মুখে চুপ কোরে রোয়েচে, বরাবরই কি এই রকম ছিল?— অসম্ভব;—অভিলষিত নবজলধর দর্শনে ময়ূরী যে অবনত মুখে থাক্‌বে,—অসম্ভব। শশধরকে দেখে কুমুদিনী যে ঘোম্‌টা খুল্‌বে না,— অসম্ভব। বসন্তের আগমনে কোকিলার কণ্ঠ রোধ হয়ে থাক্‌বে,— অসম্ভব। চির সহচর বায়ুর সহযোগে অগ্নি কি না জ্বলে থাক্‌তে

পারে ? কখনই না। জ্বলন্ত আগুনের উপরিস্থিত অতি লঘু পাত্র কি শীঘ্রই তেতে ওঠেনা ?—অবশ্য। আবরণযুক্ত উত্তপ্ত পাত্রের মধ্য স্থিত জল কি উত্‌লে ওঠেনা ? নিশ্চয়ই ওঠে। যখন জল বেগে উত্‌লে ওঠে, তখন কি আবরণ মানে ?—না, আবরণকে ঠেলে ফেলে বের্‌য়ে পড়ে। যুবতীরও তাই হয়েচে। মনোমত যুবকের দর্শনে যুবতীর যৌবন আগুন জ্বলে উঠেছে, সেই আগুনের উত্তাপে মনপাত্র তেতেচে, মনোগত অনুরাগবারি বেগে উত্‌লে উঠেচে, সুতরাং লজ্জাবরণ আপনিই খুলে গেচে; কাজে কাজেই যুবতীর মনের ভিতর যা যা ছিল সুরেশ সব দেখ্‌তে পেয়েচে।

পাঠক মহাশয়! আপনি এখন এই পর্য্যন্ত জেনে রাখুন যে, মোক্ষদার লজ্জা দূরে গেচে, সুরেশের মুখে সরল ভাবে দৃষ্টিপাত করেচে, মন খুলে কথাও কয়েচে; কিন্তু কি কি কথা হয়েচে, তা এখন শুনে কাজ নেই,—নবানুরাগিণী যুবতী কোথায়, কার্ সঙ্গে কি কথা কইলে, তা আর এখন শুনে কাজ নেই;—পাঁচ কাণ হলে গোল হয়ে যাবে,—যুবতীর নূতন অনুরাগে নূতন প্রেমে বাধা পড়ে যাবে। তাই বল্‌চি এখন জেনে কাজ নেই। হরিহর বাবুও জান্‌তে পারেন নেই, কিন্তু একটী কথা শুনেই উভয়ের প্রণয় ভাব বুঝ্‌তে পাল্যেন। রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠ্‌লো, হন্ হন্ কোরে ঘরের ভিতর গিয়েই বল্যেন, সুরেশ! এতদিন যে তোমাকে লেখাপড়া শেখালেম, তার কি এই ফল? এত যে উপদেশ দিলাম, তার কি এই পরিণাম? এতদিন যে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ কল্যেম, তার কি এই প্রতিশোধ? যাতে আমার বদ্‌নাম হবে, তারই চেষ্টা? অতিথির সঙ্গে রহস্য কথা? অতিথি গুরুর চেয়েও বড়, তা তুমি জান? আচ্ছা এখন এস, আমি তোমাকে ভাল কোরে শেখাচ্চি। আর দুধ্‌দিয়ে শলুই সাপ্ পুস্‌বনা। 'যার শীল যার নোড়া, তারই ভাঙ্গ্‌বে দাঁতের গোড়া'?

মোক্ষদা আর সুরেশ দুজনেই মহা অপ্রস্তুত,—থর্ থর্ কোরে কাঁপ্তে লাগ্লো,—ভয়ে একবারে আড়ষ্ট। হরিহর বাবু আপন কাণে শুনেচেন, কাযেকাযেই এখন আর কি উত্তর কর্বে? কি বোলে ঢাক্বে?—কিছুই বল্তে পাল্যে না।

হরিহর বাবু বিরক্ত ভাবে বল্যেন, আর কেন?—ওঠনা! সব বোঝা গেচে। সুরেশ কাঁপ্তে কাঁপ্তে মুখ হেঁট কোরে উঠ্লো। বাবু অগ্রসর হলেন, সুরেশ সেইভাবে পশ্চাদ্গামী।

ক্রমে রাত্রি এগারটা, কি তার চেয়েও বেশি হয়েচে। সিদ্ধেশ্বর আর মোক্ষদা দুজনেই আহার কোরে আপনার আপনার নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুয়েচে। দুজনেরই নিদ্রা হচ্যেনা;—কেন? দোতালা ঘর, বেশ পরিষ্কার শয্যা, জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আস্চে, তবে নিদ্রা হচ্যেনা কেন?—চিন্তায়।—সুরেশের চিন্তা,—হরিহর বাবু মোক্ষদার বাপের চেহারার কথা যা যা বল্যেন সব ঠিক, কিন্তু মোক্ষদার নামটী জানেন না কেন? আমি মোক্ষদার নাম গোপন কোরে মঞ্জরী বোলে ডেকেছিলাম, উনিও তাই বল্যেন। যাহোগ্ আর দুদিন পরে সব জান্তে পারা যাবে। উনি যে রকম লোক, আর যে রকম কথা বল্যেন তাতে বোধ হয় সোদুকে পেলেও পেতে পারি। তা যদি না পাই, তবে দেশে গিয়ে আর এ মুখ দেখাব না। আহা! যাকে একদিন না দেখ্লে সব অন্ধকার মনে হতো, তাকে আজ দুই তিন দিন,—দুই তিন দিন ত নয়, দুই তিন মাস,—তাও নয়, দুই তিন বৎসর,—তার চেয়েও বেশি,—দুই তিন যুগ দেখি নেই।

মোক্ষদার চিন্তা,—হরিহর বাবু যদি সব কথা শুনে থাকেন, তা হলে কি মনে কর্বেন? আমাকে তিনি যাই মনে করুন, তাতে ক্ষতি কি! আমি আজ আচি কাল্ নেই; সুরেশের উপর তিনি যেরকম রেগেচেন; না জানি তাকে কতই ধম্কাবেন,—হয় ত

বাড়ী থেকে দূর কোরে দেবেন। আহা! আমার জন্যেই তার এই বিপদ।

এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে দুজনেই ঘুমিয়ে গেল। এইরূপে তিন চার দিন অতীত হলো। ভাবনা ভিন্ন অন্য কোন কষ্টই নাই। হরিহর বাবু প্রতি দিন আসেন ; কোন দিনবা দুবার, কোন দিন বা তিন বার আসেন ;—মোক্ষদার জন্যে একবারে পাগল হয়েচেন,—মোক্ষদাকে না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারেন না। এক দিনও আর সুরেশকে আনেন না,—একাই আসেন। রোজই বলেন, কাল্ বাঁড়ুয্যেকে উদ্ধার কোর্‌ব। চার পাঁচ দিনের পর এক দিন সন্ধ্যার সময় বাবু তাড়াতাড়ি এসেই সিদ্ধেশ্বরকে গোপনে ডেকে বল্যেন, তোমার স্ত্রীর সন্ধান পেয়েচি।

সিদ্ধেশ্বেরর আহ্লাদের সীমা নাই,—শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা কল্যে, কোথায় সন্ধান পেলেন? কবে আনবেন?

হরিহর। সন্ধান পেয়েচি কোন্ জায়গায়, এখন বল্‌বো না ; আন্‌বও না। তুমি যদি আমার একটী কাজ কর, তা হলেই আন্‌ব।

সিদ্ধেশ্বর। কি কাজ? বলুন, আমি এখনি কর্‌ব।

হরিহর। কিন্তু অতি গোপনে। কারুকে কখন বল্‌তে পারবেনা।

সিদ্ধেশ্বর। গোপনেই কর্‌ব। কারুকে বোল্‌ব না।

হরিহর। ঈশ্বরের দোহাই?

সিদ্ধেশ্বর সোদুর সন্ধানের কথা শুনে একবারে আহ্লাদে অজ্ঞান হয়েছিল, সুতরাং কিছু বিবেচনা না কোরেই বল্যে, হাঁ, ঈশ্বরের দোহাই!

হরিহর বাবু সিদ্ধেশ্বরের কাণে কাণে কি বল্যেন।

সিদ্ধেশ্বর একবারে হতবুদ্ধি। বিস্ময়ের সহিত বল্যে, কেন?

তার অপরাধ কি? আপনি তাকে এত ভাল বাসেন, এরই মধ্যে একবারে কে——

হরিহর। চুপ্, সে সব কথা পরে বোল্‌ব। এখন তুমি পারবে কিনা বল।

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞা না। কোন রূপেই না।

হরিহর। তা যদি না পার, তবে তোমাকে এখনি কেটে ফেল্‌ব। তুমি আপনার প্রাণ চাও কি মঞ্জরীর প্রাণ চাও বল।

আপনার প্রাণ সকলের চেয়ে বড়, বিশেষত সোদুকে পাবার আশ্বাস পেয়েচে, সুতরাং সম্মত হলো।

হরিহর। তবে আমি চল্যেম। আজ রাত্রিতেই যেন হয়।

সিদ্ধেশ্বর অগত্যা উত্তর কল্যে, আজ্ঞা হাঁ, আজই হবে।

হরিহর বাবু বাড়ী গেলেন। যাবার সময় অতি সাবধানে অতি গোপনে সিদ্ধেশ্বরের হাতে কি দিয়ে গেলেন। সিদ্ধেশ্বর চাদর ঢাকা দিয়ে এনে আপনার বিছানার নীচেয় রাখলে।

ক্রমে রাত্রি এগারটা হয়ে এলো। সিদ্ধেশ্বর আর মোক্ষদা দুজনেই আহার কোরে নির্দ্দিষ্ট ঘরে শয়ন কল্যে। তিন চার দিন যুবতীর নিদ্রা হয় নাই, সুতরাং শয়ন মাত্রেই নিদ্রা হয়েচে;—কিন্তু চিন্তায় গাঢ় নিদ্রা হচ্চে না;—পাত্‌লা পাত্‌লা নিদ্রা,—লোকের কথাও শুন্‌তে পাচ্যে অথচ ঘুমুচ্যে।

সিদ্ধেশ্বরের নিদ্রা নাই। ভাব্‌লে তাকে বাবু এত ভাল বাসেন আর নিজে এমন ধার্ম্মিক লোক হয়ে একবারে এমন কথা বল্যেন কেন? যাহোগ্ যখন প্রতিশ্রুত হয়েচি আর সোদুকে পাবার আশ্বাস পেয়েচি, তখন সকলই করা যায়। উঃ! মহাপাতক!

ক্রমে রাত্রি তিন্‌টে। সব নিস্তব্ধ।

কে একজন লোক গুপ্তভাবে পা টিপে টিপে মোক্ষদার ঘরে ঢুক্‌লো।

অধিক রাত্রে আস্তে আস্তে শব্দ কল্যেও জোর শব্দ মনে হয়; তাতে আবার মোক্ষদার গাঢ় নিদ্রা হয় নাই;—গুপ্তগামীর নিশ্বাসের শব্দেই সরলা যুবতীর নিদ্রা ভঙ্গ হলো;—এত রাত্রিতে হঠাৎ ঘরের ভিতর শব্দ,—যুবতী চকিত;—কিসের শব্দ;—যুবতী সন্দিগ্ধ;—হয় ত কেউ এসেচে,—যুবতী ভীত;—কেমন কোরে কোথা থেকে কি মনে কোরে কে এলো,—যুবতী বিস্মিত। চকিত-নয়নে ঘরের চারি দিক্ দেখ্লে,—কিছুই দেখ্তে পেলে না;—দেখ্তে পেলেনা বটে, কিন্তু জান্তে পাল্যে কে নিশ্বাস ফেল্চে। আবার দেখ্লে।—জ্যোৎস্নারাত্রি আর ঘরের জানালা খোলা;—যদিও ঘরের সকল জায়গায় আলো নাই তথাচ ঘরটী নিতান্ত অন্ধকার-ময় নয়; মনে হলো যেন উত্তর পশ্চিম কোণে কে দাঁড়িয়ে রয়েচে—যুবা পুরুষের মত কে দাঁড়িয়ে রয়েচে। যুবতীর ভয় হলো। কিসের ভয়? চোর এসেচে, চুরী কোর্বে, সেই ভয়? না, দুঃখিনীর আর কিছুই নাই, গায়েও একখানি অলঙ্কার নাই। তবে কি প্রাণের ভয়? তাও নয়, অনাথিনীর মরণে ভয় নাই। যার চোরের ভয় নাই, যার মরণেরও ভয় নাই, তার আবার ভয় কিসের?—প্রাণের চেয়ে প্রিয় জিনিস এমন কি আছে, যে তার জন্যে এত ভয়। সতীত্ব ভঙ্গের ভয়, এত রাত্রিতে এক জন যুবাপুরুষ গুপ্ত-ভাবে ঘরের ভিতর এসেচে দেখে সতীর সতীত্ব ভঙ্গের ভয়। মনে কল্যে, কোন লম্পট পুরুষ আমার সর্ব্বনাশ কর্বার জন্যে এসেচে। হঠাৎ সুরেশকে মনে পড়ে গেল; ভাব্লে সেই এসেচে; হরিহর বাবু সেদিনকের সেই ব্যাপার দেখে কদিন হলো তাকে এখানে আস্তে দেন্নি, সেই জন্যেই বোধ হয় আজ এত রাত্তিরে লুক্য়ে এখানে এসেচে। যথার্থ ভালবাসা, একেই বলে প্রণয়, যদি প্রণয় কত্যে হয়, তবে এই রকম লোকের সঙ্গেই;—যুবতী নিশ্চয়ই

মনে কল্যো সুরেশ এসেচে, আহ্লাদ হলো, কিন্তু কিছু বল্‌তে পাল্যো না। আবার ভাল কোরে ঠাউরে ঠাউরে দেখ্‌লে; এই বারেই ঠিক, এই বারেই গুপ্তগামীর প্রকৃত মুর্ত্তিটী তার মনে হলো। সুরেশ নয়, সিদ্ধেশ্বর। কেন? এত রাত্তিরে সিদ্ধেশ্বর এখানে কেন? আর এমন কোরে লুক্‌য়েই বা আস্‌চে কেন? তবে যখন লুক্‌য়ে আস্‌চে, তখন নিশ্চয়ই এর কোন মন্দ মত্‌লব আছে। নিশ্চয়ই আমার সতীত্ব নষ্ট কত্তো এসেচে। উঃ! যে রক্ষক সেই ভক্ষক! আমার কেউ নাই, আমি দুঃখিনী, তা বোলে কি ব্যভিচারিণী হবো? কখনই পার্‌ব না। পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করেছিলাম, তাতেই এ জন্মে এই ভোগ; আবার এ জন্মেও পাপ কর্‌ব? কখনই না। যার প্রণয়ে বদ্ধ হয়েচি, যাকে কথা দিয়েচি যাকে মন সঁপেচি, সে ভিন্ন আর কারুকেই এ শরীর ছুঁতে দোব না, প্রাণ থাক্‌তে ত নয়!

এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তেই একবারে কেঁদে উঠ্‌লো। কাঁদতে কাঁদ্‌তে বল্যো, সুরেশ! সুরেশ! তোমার মুখের গ্রাস কুকুরে খেতে এসেচে; তাড়াও তাড়াও। যদি না তাড়াও, তবে দেখা হবে, আমার সঙ্গে পর জন্মে দেখা হবে। এখন আমি চল্যোম। এই বোলে আঁচলের ফাঁসা কোরে গলায় দিলে; দিয়ে বল্যো সুরেশ! এজন্মেও আমি তোমার, পর জন্মেও—

এই পর্য্যন্ত বোলেই ফাঁসাটী দুহাতে টেনে ধল্যো! সিদ্ধেশ্বরআর থাক্‌তে পাল্যো না, তাড়াতাড়ী যেমন ধত্যো যাবে, অমনি আস্তিনের ভিতর থেকে একখান ছোরার মত কি পড়েগেল। দৃষ্টিপাত কল্যো না, তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়েই মোক্ষদার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফাঁস আল্‌গাকোরে দিলে। মোক্ষদা অস্পষ্ট স্বরে বল্যো, আমি তো—মা—রি।

PRINTED BY K. P. MOJOOMDER AT THE SAROSWATA PRESS, 3, PATHURIAGHATTAS BROJODOOLAL'S STREET CALCUTTA.

চতুর্থ সর্গ।

অনুতাপ—প্রবল আশ্বাস।

———————প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব, শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ॥

ভবভূতি।

রাত্রি প্রভাত।—অন্ধকারের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে আস্তে আস্তে সকলের অজ্ঞাতসারে জীবের একদিনের পরমায়ু হরণ কোরে পাপিনী রাত্রি প্রভাত। আবার নূতন দিন আরম্ভ হল। পৃথিবী আবার একবার ঘোরবার জন্যে আপনার আহ্নিক গতি আরম্ভ কল্যে। আমার অসাক্ষাতে লোকে কি করে, তাই দেখ্‌বার জন্যেই যেন ভগবান্ দিবাকর পূর্ব্বদিকে পৃথিবীর একপাশ থেকে উকিমেরে দেখ্‌চেন। দেখুন,—যতই লুকিয়ে দেখুন, কতক্ষণ থাক্‌বেন?—অসংখ্য জীবের অসংখ্য দৃষ্টির কাছে কতক্ষণ লুকিয়ে থাক্‌বেন?—একজন, দুজন, তিনজন, ক্রমে অনেকেই দেখ্‌তে পেয়ে সাবধান হল, কাজে কাজেই তিনি আর গোপনে না থেকে সকলের সমক্ষে আপনার সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশ কোরে ফেল্যেন। কি আসল কি নকল সকল জিনিষই নূতন হলেই সুন্দর দেখায়,—আজকের এই নূতন দিন, অতি মনোহর,—যেদিকে তাকাও, দিবাকরের লোহিত কিরণে সকলই লোহিতবর্ণ,—ঝক্ ঝক্ কচ্চে,—যেন সোণালায় মোড়া। এ সময়ে সকলেই আপন আপন কাজের অনুগামী;—কেউবা নূতন কাজের অনুসন্ধানে,—কেউবা আরব্ধ কাজ সংসাধনে। ভালই হোগ মন্দই

হোগ সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত,—যার যেমন কাজ সে সেইরূপ ব্যস্ত। পাঠক মহাশয়? আপনি কি ব্যস্ত নন? আপনার কি কোন কাজই নাই? যদি কিছুই কাজ না থাকে তা হলেও আজকের কাগজে তারপর কি হল তাই দেখ্‌বার জন্যে আপনি ব্যস্ত। অন্দর মহলে গিয়ে দেখুন আপনার সহধর্ম্মিণী সাংসারিক কাজে ব্যস্ত;—আরও দেখুন, আপনার শিশু সন্তান স্তন্যপান করবার জন্য আরও ব্যস্ত। গঙ্গার ঘাটের দিকে চেয়ে দেখুন, কোসাহাতে কতশত ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নানে শশব্যস্ত। উপরে দৃষ্টিপাত করুন; যাঁকে দেখে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক ব্যস্ত সেই ভগবান্ দিনকরও নিয়মিত পথ অতিক্রম করবার জন্যে ব্যস্ত সমস্ত। ঐ দেখুন, সপ্তগ্রামের ভিতরে একটী ভদ্রলোক অনন্য দৃষ্টিতে অনন্য মনে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্করোড পার হয়ে ব্যস্তভাবে চলেচে। ওঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় আচে; বোধ হয় দেখ্‌লে চিন্তে পার্‌বেন; উনি সেই সপ্তগ্রামের পরম ধার্ম্মিক হরিহর বাবু। কেন? হরিহর বাবু এত ব্যস্ত কেন? উনি পরম ধার্ম্মিক, সাংসারিক সকল কাজেই ওঁর বিরাগ, তবে উনি এত ব্যস্ত কেন? আর যদিও সাংসারিক কাজ থাকে তাহলেও উনি নিজে ব্যস্ত হবার কারণ কি? সপ্তগ্রাম ওঁরই জমীদারী; উনি যাকে যা বলবেন তাকে তাই কত্তো হবে; তবে উনি আপনি এত ব্যস্ত হয়ে দ্রুতবেগে যাচ্চোন কেন? পাঠক মহাশয়! আপনিও ব্যস্ত হবেন না;—স্থির হয়ে আড়াল থেকে দেখুন,—বাবু কোথা যান, এক মনে কাণপেতে শুনুন,—বাবু কাকে কি বলেন; তাহলেই সব জান্তে পারবেন।

ক্ষণ কালের মধ্যেই হরিহর বাবু আপনার অতিথিশালার দরজায় উপস্থিত। এ সময়ে বাবু কখন অতিথিশালায় আসেন না; আজও আসবার কোন কথাই ছিল না সুতরাং দাস দাসী সকলেই অন্যমনস্ক,—কেউ তাঁকে দেখ্‌তে পেলে না। বাবুও কোন দিকে

দৃষ্টিপাত না কোরে দ্রুতপদে একবারে উপরে উঠলেন ; ক্রমে সিদ্ধেশ্বরের ঘরে উপস্থিত।—ঘরে কেউ নাই,—সিদ্ধেশ্বরও নাই মঞ্জরীও নাই। মঞ্জরীর শয়নঘরে গেলেন,—সেখানেও কেউ নাই। কেউ নাই দেখে বাবু যেন রেগে উঠলেন,—দুইচক্ষু লাল কোরে এ দিক ও দিক তাকাচ্যেন, হঠাৎ মোক্ষদার বিছানায় নজর পড়ল।—দ্যাখেন, বিছানাময় রক্তের দাগ। বিস্ময় এবং সন্তোষের সহিত শশব্যস্তে বিছানার কাছে গিয়ে ভাল কোরে দেখ্‌লেন,—রক্তের দাগই বটে। এতক্ষণ ক্রোধে অন্ধ হয়েছিলেন, এখন মোক্ষদার বিছানায় রক্তের দাগ দেখেই তত যে রাগ একবারে নিবেগেল,—খুসীর সীমা নাই,—হাস্‌তে হাস্‌তে তাড়া তাড়ি ঘর থেকে বের্‌য়ে নীচেয় এসে একজন চাকরকে বল্যেন, সিদ্ধেশ্বর বাবু কোথা, আর তাঁর সঙ্গে যে মেয়েটী ছিল সেই বা কোথা।

চাকর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কম্পিত স্বরে উত্তর কল্যে, আমরা চারদণ্ড রাত থাক্‌তে উঠেচি, তখন অবধিই তাঁদের দেখা নাই।

বাবু রেগে বল্যেন, কি ? চারদণ্ড রাত থাক্‌তে উঠেচিস্, তখনও দেখ্‌তে পাসনেই ? রাত্রিতে কে কোথায় যায় খপর রাখিস্‌নে ? আজ সব ব্যাটাকে জবাব দোব। আমি এসেচি প্রায় দুঘন্টা, কোন ব্যাটাকে দেখ্‌তে পাইনে।

বাবু নির্দ্দোষী চাকরের উপর এই রকম তর্জ্জ কচ্যেন, এমন সময় সিদ্ধেশ্বর শশব্যস্তে বাবুর সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। পাঠক মহাশয় ! একবার সিদ্ধেশ্বরের মুখের দিকে চেয়ে দেখুন ;—একবার দেখেই বোধ হবে যেন কিছু আহ্লাদ হয়েচে, যেন আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হল বলে প্রফুল্ল হয়েচে,—আর সে ভাব নাই,—পর ক্ষণেই আবার মলিন, যেন কতই দুষ্কর্ম্ম করেচে বোলে মনে মনে তারই জন্যে অনুতাপ কচ্যে,—আবার দেখুন ;—দেখুন একবারে কি ভাবা-

স্থর উপস্থিত,—সে মলিনতাও নাই সে প্রফুল্লতাও নাই;—মুখ লাল হয়ে উঠেচে, কট্‌মট্‌ কোরে হরিহর বাবুর মুখের দিকে তাকাচ্যে,—যেন কতই রেগেচে। এই ভাবে সিদ্ধেশ্বর তাড়াতাড়ি হরিহর বাবুর সম্মুখে এসে দাড়াল। বাবু সবিস্ময়ে, শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা কল্যেন, কি সিদ্ধেশ্বর বাবু কোথায় গিয়েছিলে? এই কথা বোলেই, সিদ্ধেশ্বর কিছু বল্‌তে না বল্‌তেই, আবার বল্যেন, আচ্ছা এস উপরে এস, এই কথা বোলেই বাবু দ্রুতপদে অগ্রসর হলেন, সিদ্ধেশ্বর ঐ রূপ অস্থির ভাবের সহিত পশ্চাদ্গামী। ক্রমে উভয়েই সিদ্ধেশ্বরের ঘরে উপস্থিত। বাবু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে, হাস্‌তে হাস্‌তে অনুচ্চস্বরে বল্যেন, কেমন, হয়ে গেচে ত!

সিদ্ধেশ্বর আস্তে আস্তে উত্তর কল্যে, আজ্ঞা হাঁ।

হরিহর। কখন্?

সিদ্ধেশ্বর। রাত্তির তিনটের সময়।

হরিহর। ফেলে দিয়ে এলো কে?

সিদ্ধেশ্বর। পাছে পাঁচ কাণ হয় বোলে আপনিই ফেলে দিয়ে এলাম।

হরিহর। কোথায়?

সিদ্ধেশ্বর। সরস্বতীর জলে।

হরিহর। কেউ টের পায়নি ত?

সিদ্ধেশ্বর। একজন পেয়েচে।

হরিহর। কে?

সিদ্ধেশ্বর। যে সব দেখ্‌তে পায়।

হরিহর। সে আবার কে?

সিদ্ধেশ্বর। জগদীশ্বর।

হরিহর বাবু একটু হেসে বল্যেন, ছেলে মানুষ, মন অতি নরম

তাই একটুতেই ভয় হয়। ওহে বাপু! জগদীশ্বর জগদীশ্বর লোকে বলে বটে, কিন্তু সব ভুও,—ওসব মিথ্যা, জগদীশ্বর কি আচে! ও কথাই নয়, এই বয়সে কত খুন কল্যেম, কত দাঙ্গা কল্যেম, কত লোকের সর্ব্বনাশ কল্যেম তার আর সংখ্যা নেই। তা যদি জগদীশ্বর থাক্‌ত তা হলে কি একবারও ধরা পড়্‌তাম না! এমন কি, লোকের ঘরে আগুন দিয়ে সপরিবারকে পুড়্‌য়ে মেরেচি তা কেউ টেরও পায় নি। আর এই দেখ, এত যে দুষ্কর্ম্ম করেচি তা কোন কষ্ট ভোগ করা দূরে থাক্, দিব্যি সুখেই আচি।

হরিহর বাবু আজ সিদ্ধেশ্বরের কাছে আপনার মনের প্রকৃত ছবিটী প্রকাশ কল্যেন,—কেন? এরই মধ্যে সিদ্ধেশ্বরকে এত বিশ্বাস হল কেন? যে সকল কথা প্রকাশ হলে আপনার ধন, মান, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত যাবার সম্ভাবনা, এমন সব গুপ্ত কথা হঠাৎ একজন আগন্তুকের কাছে প্রকাশ কল্যেন কেন? তিনি ভাবলেন, এ ত এখন আমরই হাতে। এ যখন একটা মানুষকে খুন করেচে, আর আমি সে বিষয় জানি তখন এ আমার কোন গুপ্ত কথা প্রকাশ কত্যে পার্‌বে না; এই ভেবেই তিনি সিদ্ধেশ্বরের কাছে আপনার স্বভাবের ছবিটী স্বরূপে চিত্র কল্যেন।

সিদ্ধেশ্বর অবাক্,—মানুষের মন অত্যন্ত দুরবগাহ, এই ভেবেই সিদ্ধেশ্বর অবাক্,—"জগতে আমার কিছুই নাই, তোমারও যা আমারও তা" যে ব্যক্তি এমন কথা বলে তার এই রকম স্বভাব; এই ভেবে সিদ্ধেশ্বর অবাক্,—সে দিন প্রাতঃকালে বনের মাঝখানে সেই কথা আর আজ এই কথা; এই ভেবে সিদ্ধেশ্বর অবাক্,—যাকে, লোকে ধার্ম্মিকের এক শেষ বোলে থাকে, তার এই সকল কায,—এই ভেবেই সিদ্ধেশ্বর অবাক্। ভাব্‌লে যে ব্যক্তি এত দুষ্কর্ম্ম কত্যে পারে তার কথাতেই বা বিশ্বাস কি! ইনি সোদুর অন্বেষণ

পেয়েচি বলেছিলেন, সে সব মিথ্যা; কেবল আমার দ্বারা এই মহাপাতকের কাযটী সাধন কর্‌বার জন্যেই আমাকে প্রলোভন দেখয়েছিলেন। এই ভেবেই সিদ্ধেশ্বর যেন একটু প্রফুল্ল হল;— কেন?—অকারণ প্রফুল্লতার কারণ কি?—কে জানে!

হরিহর বাবু বল্যেন, আচ্ছা, তুমি যখন তাকে কাট্‌তে গেলে তখন সে কি জেগেছিল?

সিদ্ধেশ্বর দুঃখের সহিত বল্যে, আর ও সকল কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না;—বড় দুঃখ হয়।

হরিহর বাবু বল্যেন, হুঁঃ তার জন্যে আবার দুঃখ। তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি! কোথাকার কার মেয়ে, তার জন্যে আবার দুঃখ! বলনা, ও সব কথা শুন্‌তে বেশ।

এই প্রফুল্লতা, আবার এখনই কান্না,—সিদ্ধেশ্বরের চোকে জল এলো।—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে অস্পষ্ট অক্ষরে বল্যে, আজ্ঞা না, আমি এখন ও সকল কথা বল্‌তে পারব না, আমায় ক্ষমা করুন।

হরিহর বাবু সিদ্ধেশ্বরের কান্না দেখে হাসতে হাস্‌তে বল্যেন, তুমি পাগল; একবারে কেঁদে ফেল্যে! সে তোমার ভগ্নী নয়, তোমার স্ত্রী নয়, তোমার কেউ নয়। তার জন্যে এত কান্না! ছি ছি! তুমি অতি কাপুরুষ।

সিদ্ধেশ্বর বল্যে, আজ্ঞা না, আপনি যা মনে কচ্যেন আমি তা নয়, আমি কাপুরুষ নয়। সে আমার ভগ্নীও নয় স্ত্রীও নয়; তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নাই। আমি সে জন্যে কাঁদ্‌চি নে।

হরিহর। তবে কিসের জন্যে? তোমার প্রতি তার অনুরাগ জন্মেছিল! সেই জন্যেই কাঁদ্‌চ!

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞা না, সে জন্যেও নয়। আমি তার অনুরাগের প্রত্যাশী নই। আমি এক দিনের জন্যে তা মনেও করি নি।

আমি তাকে ছোট ভগ্নীর মত মনে কত্তেম; আর সেই রকম ভালও বাস্তেম।

হরিহর। তবে সেই ভাল বাসার জন্যেই কি কাঁদ্চ? কে কাকে ভাল বাসে? কার ভালবাসা ক দিন থাকে? সকলই দুদিনের জন্যে, কিছুই চিরকাল থাকে না। মায়াটা কেবল বিড়ম্বনা; যারা মায়ার অধীন তারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। যে কদিন থাকা যায়, খেয়ে খেল্যে আপনার আপনি মনের সুখ কোরে নাও। আমিত এই বুঝি। পরের জন্যে অনর্থক আপনার শরীর খারাপ করা কেন।

সিদ্ধেশ্বর। আমি যে তাকে ভাল বাস্তাম বোলে কাঁদচি তা নয়।

হরিহর। তবে কাঁদ্বার আর ত কোন কারণ নেই।

সিদ্ধেশ্বর। মহৎ কারণ আছে।

হরিহর। কি?

সিদ্ধেশ্বর। ভেবে দেখুন দেখি, আমি কি বিশ্বাসঘাতকের কাজ করেচি! একজন ব্রাহ্মণ,—সুধু ব্রাহ্মণ বোলেও নয়,—আবার বৃদ্ধ,—কেবল বৃদ্ধ বোলেও নয়,—তাতে আবার বিপদ্গ্রস্ত লোক আর কোন উপায় না দেখেই তাঁর একমাত্র মেয়েটীকে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। আমার বাড়ী কোথায় জানেন না, আমাকে কখন দেখেনও নাই; তবে, কেবল বিশ্বাস আর ধর্ম্মের উপর নির্ভর করেই ত তিনি মঞ্জরীকে আমার হাতে দিয়েছিলেন। কেবল সেই মেয়েটীর জন্যেই তিনি সেই যমপুরী থেকে আমাকে রক্ষা কল্যেন; তা নইলে আমার ত বাঁচবার আর কোন আশাই ছিলনা। যিনি আমায় আসন্ন মৃত্যুথেকে রক্ষা কল্যেন; তাঁর উপর আমার এই ব্যবহার? সেই কাজের এই প্রতিশোধ? সেই উপকারের এই প্রত্যুপকার? আমি তাঁর সেই প্রাণের মেয়েকে স্বহস্তে কাট্লেম। আমার নরকেও স্থান হবে না। আমি সেই জন্যেই কাঁদ্চি। ভাল বাসার জন্যে

অনেক কেঁদেচি, এখনও কাঁদ্‌চি, সে কান্না লোকে দেখ্‌তে পায় না,—আমি সোদুর চেয়ে আর কারেও ভাল বাসি না; যদি সোদুকে না পাই তা হলে আমার ভাল বাসা বাসী এই খান থেকেই শেষ হল। তা যখন তাকে হারিয়েচি তখন ভাল বাসার কান্না আমার সওয়া আচে;—এ সে কান্না নয়।

সিদ্ধেশ্বর এতক্ষণ দুষ্কর্ম্মের অনুতাপের জন্যে কাঁদ্‌ছিল, এখন আবার সোদুকে মনে হওয়াতে রোদনের দোসর হল,—পূর্ব্বের চেয়ে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠ্‌ল;—আর কথা কইতে পাল্যে না। হরিহর বাবু সিদ্ধেশ্বরের কান্না দেখে খানিক ক্ষণ চুপ কোরে রইলেন,—অপ্রস্তুত হয়েই হোগ্, রাগেই হোগ্ অথবা দুঃখেই হোগ্, খানিকক্ষণ চুপ কোরে রইলেন—কিছুই বল্‌তে পাল্যেন না। সিদ্ধেশ্বরেরও সেই ভাব। অনেক ক্ষণের পর হরিহর বাবু অতি মৃদুস্বরে বল্যেন, সিদ্ধেশ্বর বাবু? আর কেঁদনা। তুমি বিবেচনা কোরে দেখ, যদি একটা দুষ্কর্ম্ম কোরে তার চেয়েও অধিক পরিমাণে একটী সৎকর্ম্ম করা যায় সেও ভাল। তুমি যেমন একটা স্ত্রীলোককে মেরে ফেল্যে তেমনি আর একটী স্ত্রীলোককে,— যে সে স্ত্রীলোক নয়,—আপনার স্ত্রীকে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা কচ্যো। মঞ্জরীকে মারাতে তোমার যে পাপ হবে, আবার তোমার স্ত্রীকে বাঁচানতে তার অপেক্ষা অধিক পুণ্য আছে। মঞ্জরীকে যদি না মাত্যে তা হলে ত আর তোমার স্ত্রীকে পেতেনা; আর আমি তোমার স্ত্রীর জন্যে এত অন্বেষণও কত্যেম না।

হরিহর বাবু যে কি রকম প্রকৃতির লোক তা আপন মুখেই ব্যক্ত করেচেন,আর তাঁর স্বভাবের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তও সিদ্ধেশ্বর দেখ্‌তে পেলে, তথাপি এখনও তাঁর উপর বিলক্ষণ বিশ্বাস। সিদ্ধেশ্বর নিশ্চয়ই মনে করেচে যে, ইনি যথার্থই আমার দুঃখে দুঃখী,—ইনি সোদুকে এনে দেবেন। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাবুর পায়ে জড়িয়ে ধোরে

PRINTED BY K. P. MOJOOMDER AT THE SAROSWATA PRESS, 3, PATHURIACHATTAS BROJODOOLAL'S STREET CALCUTTA.

বল্যে, দেখুন, আমি আপনার জন্যে মহাপাতকেরও ভয় কল্যেম না, আপনার কথায় বিশ্বাস কোরে, আপনি বিশ্বাস-ঘাতক হলেম। কেবল আমার সোদুকে,—আমার প্রাণের সোদুকে পাবার আশা-তেই আমি এমন ঘোর অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হলেম। দেখ্‌বেন,—স্মরণ রাখ্‌বেন,—ভুলবেন না। আমার আর কেউ নাই। যদি সোদুকে না পাই তা হলে নিশ্চয়ই এ প্রাণ ত্যাগ কর্‌বো,—সোদুশূন্য পৃথি-বীতে থাক্‌ব না। আপনি আমায় বাঁচান্। আমি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার গায়ে হাত দিয়ে বলুন, যথার্থই কি সোদুর উদ্দেশ পেয়েচেন?

হরিহর বাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্যেন, আরে পাগল! আমি কি মিছে কথা কচ্চি। এখন চল, আমার বাড়ীতে চল, আর তোমাকে এখানে থাক্‌তে হবে না। সেই খানেই সব কথা বল্‌বো।

সিদ্ধেশ্বর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্যে, চলুন, যাচ্চি, কিন্তু আমার এখানেও যে সুখ সেখানে গেলেও তাই। আমাকে যেখানেই নিয়ে যান আর যত সুখেই রাখুন, কিছুতেই আমার মন সন্তুষ্ট হবে না। আমার পক্ষে এখন সকল স্থানই অরণ্য ময়, সকল দ্রব্যই বিষময়, সকল সময়ই অন্ধকারময়। মঞ্জরীর এই ঘটনা হয়ে অবধি, আমার সোদুর শোক দ্বিগুণ হয়ে উঠেচে। আমি আর বাঁচব না,—এরূপ অবস্থায় আর দু দিন থাক্‌তে হলে, আমি আর বাঁচব না,—আর আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছাও নাই। যে আমার জন্যে আর কারও মায়া কল্যে না, যে আমার জন্যে সব ত্যাগ কল্যে, যে আমার জন্যেই এত কষ্টভোগ কচ্চে; আমি সেই প্রাণের পুত্তলিকে ত্যাগ কোরে আজও বেঁচে আছি, আমায় ধিক্! আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌ব না,—কার জন্যে রাখ্‌ব,—আমার কে আছে! কে আর আমার জন্যে সকল ত্যাগ করবে! কে আর আমার দুঃখে দুঃখিত হবে! কে আর

আমাকে, কপাটের আড়াল থেকে প্রণয়ভাবে হাস্‌তে হাস্‌তে চুপে চুপে বল্‌বে, "আমি তোমারই।"

পঞ্চম সর্গ।

অনুসন্ধান——একি ?

কেয়ংতে শঠ ! দুর্ম্মতেরকরুণাবীভৎসনারীবধ-
ক্রীড়া-পাতকিনী মতিঃ————
ক্ষেমীশ্বর।

সিদ্ধেশ্বর এখন বাবুর ভারি প্রিয়পাত্র,—ডান হাত বল্লেই হল। সিদ্ধেশ্বর যা করে তাই হয়; অপরাপর লোকে বাবুর মত সিদ্ধেশ্বরকেও ভয় কোরে চলে। এক রকম বাড়ীর কর্ত্তাই সিদ্ধেশ্বর,—যা মনে হচ্চো তাই কচ্চো,—কারু কিছু বল্‌বার জো নাই।

এক দিন দুদিন তিন দিন গত হল। চার দিনের দিন, বেলা আন্দাজী তিনটের সময় হরিহর বাবু আর সিদ্ধেশ্বর বৈঠকখানায় বোসে আচে,—নানা রকম খোস গল্প হচ্চো, হঠাৎ সিদ্ধেশ্বর জিজ্ঞাসা কল্লো, মশাই ! সুরেশ বাবুকে দেখ্‌তে পাচ্যিনে কেন ? আজ দু তিন দিন এখানে এসেচি কিন্তু তাঁকে একবারও দেখ্‌তে পেলেম না কেন ? হরিহর বাবু বিরক্তির সহিত উত্তর কল্যেন, সে আপনার পাপের ফল ভোগ কচ্চো।

যুবা ঔৎসুক্যের সহিত বল্লো, কেন, তাঁর কি হয়েচে ? হরিহর বাবু পূর্ব্বভাবে বল্যেন, আরে সেটার কথা আর কয়োনা। সেটা অতি

নরাধম পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক। তার মুখ দর্শন কত্তো নাই। আমি কত দোষ ঢাক্‌বো! এক আধবার হয়, তা হলে হয়; রোজ রোজ কত বাঁচ্‌য়ে বাঁচ্‌য়ে চোল্‌বো বল। তবে তাকে নেহাত ভাল বাস্‌তেম বোলে, তাই এত দিন বেঁচে ছিল; এবারেও চেষ্টা কত্তো কসুর করিনি। তা ধর্ম্মে সবে কেন! এত অত্যাচার কি ধর্ম্মে সয়। আমার যেন টাকা আছে, অনেক লোকও বাধ্য আছে বোলে মানুষকেই ফাঁকি দিতে পারি, ধর্ম্মকে ত আর ফাকি দেওয়া যায় না, ধর্ম্ম ত আর কারু বাধ্য হয় না। বিশেষত আমার এ ধর্ম্মের সংসার, এ সংসারে পাপ সবে কেন?

সিদ্ধেশ্বর বিস্মিত হল, ভাব্‌লে ইনি এই সে দিন বল্যেন ধর্ম্ম টর্ম্ম সব মিথ্যা, জগদীশ্বর নাই, আবার আজকে ধর্ম্মের দোহাই দিচ্যেন, এর কারণ কি! এ লোকটার মন আর কিছুতেই বোঝা যাচ্যে না। ভাল, একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখি না কেন? এই ভেবে বল্যে, মশাই! আপনি সে দিন বল্যেন, জগদীশ্বর নাই, আবার যে এখন ধর্ম্মের দোহাই দিচ্যেন কেন?

বাবু একটু গম্ভীর ভাবে ঈষৎ হাস্যের সহিত বল্যেন, ওহে বাপু! যদি দুটো মিথ্যা কথা কইলে একজনের দুঃখ দূর হয় কিম্বা শোকের লাঘব হয় সে স্থলে মিথ্যা কথাতেও অধর্ম্ম নাই। আমি সে দিন তোমার কান্না দেখে তোমাকে বোঝাবার জন্যে,—সান্ত্বনা কর্‌বার জন্যেই সেই সব কথা বলেছিলাম। আমি কি এতই অধার্ম্মিক যে, লোকের ঘরে আগুন দিয়ে পুড়ুয়ে মারি! তুমি তাতেই বিশ্বাস করেচ!—যথার্থই আমাকে অধার্ম্মিক ঠাউরেচ! হাঃ হাঃ হাঃ।

সিদ্ধেশ্বর একটু অপ্রস্তুত ভাবে নম্রস্বরে বল্যে, আজ্ঞা না, আমি এক দণ্ডের জন্যেও আপনাকে অধার্ম্মিক মনে করিনি। তবে, আপনিই আমাকে স্বাধীনতা দিয়েচেন, বল্‌তে কি——

হরিহর বাবু ব্যগ্রভাবে বল্যেন, কেন, বল্‌বার বাধা কি; কি বোল্‌বে বলনা।

সিদ্ধেশ্বর অতি মৃদুস্বরে বল্যে, মঞ্জরীকে যখন মনে হয় সেই সময় আপনার উপর একটু সন্দেহ হয়।

হরিহর। বটে বটে, তোমার সন্দেহ হতে পারে। তুমি বালক, তোমার এখনও ততদূর জ্ঞান হয়নি। বিবেচনা করে দেখ একটা মেয়ে মানুষ নষ্ট হলে অনেক পুরুষকে পাপে লিপ্ত কত্যে পারে; আর একটা নষ্ট মেয়েকে নষ্ট কল্যে অনেক লোককে পাপ থেকে পরিত্রাণ করা হয়। এমন স্থলে স্ত্রী হত্যাতেও পাপ নাই।

সিদ্ধেশ্বর। কৈ, মঞ্জরীর ত কোন দোষই ছিল না। এমন কি, সে কখন মুখ তুলে আমার সঙ্গে কথা কয়নি।

হরিহর। তোমার সঙ্গে কয়নি বটে, কিন্তু সেই হতভাগা ছোঁড়ার সঙ্গে একবারে মজে গিয়ে ছিল।

সিদ্ধেশ্বর। চকিত ভাবে বল্যে, বলেন কি!

হরিহর। কেন, তুমি কি জান না! যে দিন তারা দুজনে এক ঘরে বোসে রইল, আর আমরা দুজনে তারই পাশের ঘরে কথা কচ্ছিলাম; সে দিনের কথা কি জান না!

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞা হাঁ, আপনি স্থরেশ বাবুকে ধমকাচ্ছিলেন, এই পর্য্যন্ত শুনেচি।

হরিহর। সাধকোরে কি ধমকাচ্ছিলেন;—আর সাধ কোরে কি সেই পাপিনীকে মেরে ফেল্যেম। তাকে আমি বিবাহ কোর্‌বো বোলে স্থির করেছিলাম,—প্রাণের তুল্য ভাল বাস্‌তাম।

যুবা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কি ভাব্‌লে। তার পর বিমর্ষভাবে বল্যে, মরুগ, সে কথায় আর কাজ নাই। এখন সুরেশ বাবুর কি হয়েচে বলুন।

হরিহর। সে এখন হাজতে আচে।

সিদ্ধেশ্বর ব্যগ্রভাবে বল্যে, কেন, কেন?—হাজতে কেন?

হরিহর। সে অনেক কথা।

সিদ্ধেশ্বর। সুরেশ বাবু অতিধীর, অতিনম্র, অতি শান্ত স্বভাব, ; তা তিনি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করেচেন যে, হাজতে যেতে হল?

হরিহর। যদি হাজত থেকে খালাশ হয় তা হলেও বাঁচি। বোধ হয় তা হবে না। এবার নিশ্চয়ই তার ফাঁশী হবে। এতদিন কোন্‌কালে হয়ে যেত, তা কেবল আমিই তাকে ছেলের মত ভাল বাস্‌তাম বোলে বাঁচ্‌য়ে রেখেছিলাম। তার জন্যে আমার এমন সোণার সংসারে কলঙ্ক হল। একদিন নয় দুদিন নয়; রোজ রোজ এই সকল কাজ? আজ একে মাল্যে, কাল ওকে মাল্যে, পরশু তাকে মাল্যে,—মন্দ কথা কদিন ছাপা থাকে বল।

সিদ্ধেশ্বর দুঃখিত ভাবে বল্যে, অ্যাঁ, বলেন কি? সুরেশ বাবুর ফাঁশী হবে! তিনি কি করে ছিলেন?

হরিহর। শশী বোলে আমার একটা দাসী ছিল; সুরেশ তাকে ঠাট্টা কোরেই হোগ্ আর আন্তরিকই হোগ্ ভগবান্ জানেন, কি বোলেছিল, তাতেই সে বলেছিল, আমি কত্তা বাবুকে বোলে দিগে। এই কথা বোলে সে আমার কাছে দৌড়ে আস্‌চে এমন সময়, বাবুর আর রাগ বরদাস্ত হল না; একেবারে ওপর থেকে এমনি ঠেলে ফেলে দিয়েচেন যে, একবারেই কর্ম্ম শেষ। এমনি কোরে তার আর একটা ভগ্নীকে ওই মেরে ফেলে। সেবার আমি তার মা বাপকে অনেক বুঝ্‌য়ে, অনেক টাকা কড়ি দিয়ে তবে শান্ত করি। সেবারে আমার প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। এই রকম কোরে ওকে যে কতবার আমি বাঁচ্‌য়েচি তার সংখ্যা নাই। তা এবারেও চেষ্টা কত্তো কশুর করিনি; তা হলে কি হবে, বাইরের অনেক লোকে দেখে

ফেলেছিল আর তার মা বাপও এবার কিছুতেই শুনলে না,—নালিষ কোরে ফেল্যে। বাড়ীর সব চাকর চাকরাণী এক হয়ে দাঁড়িয়েচে। তা আমি যদি সকলকে জবাব দি তা হলে আমাকে উপবাস কোরে থাক্‌তে হয়। আর তা হলেই বা সুবিধা হয় কই! তারা আমার এখান থেকে ছেড়ে গেলে আরও নির্ভয়ে সাক্ষি দেবে।

সিদ্ধেশ্বর। তাই ত! তা এরই মধ্যে এমন কাজ কবে হল?

হরিহর। আরে তার কি লজ্জা আচে! সে দিন সেই তোমার সাক্ষাতেই তেমন কোরে তিরস্কার কল্যেম; আবার সেই দিন রাত্রিতেই এই কাজ। যা হোগ্, ছোঁড়ার জন্যে বড় দুঃখ হয়। ছেলে বেলা থেকে মানুষ করেচি, কাজে কাজেই মায়া জম্মে ছিল, আর সে অতি গরিবের ছেলে। দাদা মশাই আপনার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেবেন বোলে আন্‌য়েছিলেন, তা ওর অদৃষ্ট ক্রমে মেয়েটীও মরে গেল। তাইতেই বলি গরিবের ছেলে কোথায় যাবে, এই খানেই থাকুক্, তা ও আপনার দোষে মর্‌বে, আমি কি কর্‌ব!

এই রকম কথা বার্ত্তা হতে হতেই ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। বাবু খাশবাগানে চোলে গেলেন। সিদ্ধেশ্বর বোসে বোসে নানা রকম চিন্তা কত্যে লাগ্‌ল।

পাঠক মহাশয়! জেনে রাখুন, হরিহর বাবুর একটী বাগান আচে। তার নাম খাশবাগান। সেখানে পুরাতন যে সকল লোক নিযুক্ত আছে তারা ভিন্ন আর কারু প্রবেশের হুকুম নাই। সিদ্ধেশ্বরকে এত ভাল বাসেন, কিন্তু খাসবাগানে যাবার হুকুম নাই। পূর্ব্বে সিদ্ধেশ্বরের কাছে বাবু নিজেই বলেছেন যে, তাঁর পরিবার নাই। এই জন্যে রাত্রিতে আর বাড়ীতে আস্‌বার আবশ্যক নাই, সমস্ত রাত্রি সেই খানেই থাকেন। এই রকম জনরব আচে যে, বাবু খাসবাগানে কি মন্ত্র জপ করেন।—বাবু অতি ধার্ম্মিক,—হতেওপারে।

সিদ্ধেশ্বরের চিন্তা;—লোকটার মনের ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পারা যায় না। এই সে দিন অসংখ্য দুষ্কর্ম্মের ফর্দ্দ দিলেন আবার আজ একবারে ঋষি! যা হোগ্‌ যখন এ অঞ্চলের সমস্ত লোকেই ওঁকে ধার্ম্মিক বোলে জানে, তখন উনি নিজে যে অধার্ম্মিক নন্‌, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তা না হলে, এত দিন এখানে রয়েচি, এক দিনও কি কারও মুখে কোন কথা শুনতে পেতেম না!—অবশ্য, কেউ না কেউ বল্‌তই বল্‌ত। আর অন্যের ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুসন্ধানে আমার কাজ কি? আমি নিজে কি কল্যেম! উঃ, আমার তুল্য নরাধম আর নেই। যা হোগ্‌ এত দূর যে দুষ্কর্ম্ম কল্যেম, এতেও যদি সোহুকে পাই তা হলেও সার্থক হয়।—কিন্তু কৈ, সে কথায় ত কাণই দেন না;—ভাল, এত দিন দেখেচি আরও দুদিন দেখি। ব্রাহ্মণ আমাকে যে ভাল বাসে,—মনের সহিত স্নেহ করে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এত ভাল বাসেন এত বিশ্বাস করেন তবু খাসবাগানে যেতে দেন না। যা হোগ্‌, আজ যে রকমে পারা যায় খাশবাগানের অনুসন্ধান নিতেই হবে।

ক্রমে রাত্রি দশটা। সিদ্ধেশ্বর আহার কোরে আপনার নির্দ্দিষ্ট ঘরে শয়ন কল্যো,—নিদ্রা নাই।—কেবল আজ বোলে নয়; সোহুকে হার্‌য়ে অবধি নিদ্রা নাই। বাড়ীর সকলেই আহারান্তে আপন আপন ঘরে শয়ান। ক্রমে রাত্রি আড়াই প্রহর,—নিশুতি,—কারও সাড়া শব্দ নাই। দরওয়ানরা পর্য্যন্ত দরজা দিয়ে শুয়েচে। সিদ্ধেশ্বর বিছানা থেকে উঠে আস্তে আস্তে ওপর থেকে নেমে এদিক ওদিক তাক্‌য়ে দেখ্‌লে; দরওয়ানরা সকলেই ঘুম্‌য়েচে। অতি নিঃশব্দে ভয়ে ভয়ে দরজাটী খুল্যো, আবার বাইরে গিয়ে সাবধানে দরজাটী ভেঁজ্‌য়ে দিয়ে বরাবর পূর্ব্ব মুখে চল্যো। কোথা চল্যো?—খাসবাগানে।—খাসবাগানের রহস্য ভেদ কর্‌বার জন্যে যুবা

একবারে নিতান্ত উৎসুক সুতরাং এই গভীর রাত্রিতে অপরিচিত যুবা একলাই চল্যো,—অকুতোভয়। বাবুর বাড়ী থেকে খাসবাগান যেতে আধ মাইল রাস্তার কম নয়। সিদ্ধেশ্বর খাসবাগান চিন্‌ত না, তবে, হরিহর বাবুর মুখে এক দিন এই পর্য্যন্ত শুনেছিল যে, বাড়ী থেকে বেরুয়ে বরাবর পূর্ব্ব মুখে যেতে হয়, আর সে বাড়িটী গোল। সিদ্ধেশ্বর সেই কথানুসারেই পূর্ব্ব মুখে চলেচে। প্রায় পোনর মিনিটের পর দেখ্‌লে, সম্মুখে, রাস্তার দক্ষিণধারে একটী গোল বাড়ী, বাইরে থেকে ঘরটর কিছুই দেখ্‌তে পাওয়া যায় না;—কেবল চারি দিকে বিশ হাত উচ্চ প্রাচীর। উত্তর দিকে একটী ফটক,—ফটকের মাতায় এক লণ্ঠন জল্‌চে। ফটকের ঠিক সম্মুখে রাস্তার উত্তরধারে একখান খুব লম্বা উলুখড়ের চালা। ঐ চালায় কতক গুলো লোক শুয়ে আচে।—দেখেই অপরিচিত বিদেশী যুবার একটু ভয় হল, ভয় হল বটে কিন্তু থাম্‌ল না; সাহসে ভর কোরে মৃদুপদে যেমন ফটকের সুমুখে গেচে অমনি ফটকের ভিতর থেকে একজন বোলে উঠ্‌লো, কেও। স্বরটী কর্কশ বটে কিন্তু পরিচিত বোধ হল,—যেন কোথাও কারও ঐ রকম স্বর শুনেচে। সাহস, বিস্ময় এবং ভয়ের সহিত চেয়ে দ্যাখে, রামকুমার।

পাঠক মহাশয়! রামকুমারকে আপনার মনে হয়। মনে কোরে দেখুন, সেই প্রথম রাত্রিতে বাঁশবেড়ের পথে এই নাম আপনি একবার শুনেছিলেন। এ লোকটী সিদ্ধেশ্বরের গাড়ওয়ান।

রামকুমার এখনও সিদ্ধেশ্বরকে চিন্তে পারেনি, কাজে কাজেই অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে আবার বল্যে কেও? এত রাত্তিরে এখানে কেন? এই বোলেই ক্রোধভরে তাড়াতাড়ি সিদ্ধেশ্বরের কাছে এসে দাঁড়াল,—যেন মার্‌বে,—এই ভাবে, দুই চোক্ লাল কোরে সিদ্ধেশ্বরের সুমুখে এসে দাঁড়াল।

PRINTED BY K. P. MOJOOMDER AT THE SAROSWATA PRESS, 3, PATHURIACHATTA BROJODOOLAL'S STREET CALCUTTA.

প্রকাণ্ড মরুভূমির মাঝখানে তৃষ্ণায় গলা শুক্‌য়ে যাচ্চে,—সম্মুখে পরিষ্কার জলাশয়; মাঠের মাঝখানে দুই প্রহর বেলার সময় রোদে মাতা ফেটে যাচ্চে,—সম্মুখে বিস্তীর্ণ বটগাছ; অকুল সমুদ্রের মাঝখানে ডুবে যায় যায়,—সম্মুখে এক বৃহৎ জাহাজ।—বিদেশী যুবা, কেমন কোরে খাশবাগানে ঢুক্‌বে, তাই ভেবে একবারে আকুল হয়েছিল,—কোন উপায় নাই,—সম্মুখে রামকুমার,—চির পরিচিত বিশ্বস্ত ভৃত্য রামকুমার।—আহ্লাদের সীমা নাই। বিস্ময়ের সহিত শশব্যস্তে বল্যে, কেও, রামকুমার!

রামকুমার বিস্মিত,—সেই যমপুরী থেকে ইনি কেমন কোরে পরিত্রাণ পেলেন,—রামকুমার বিস্মিত,—এত রাত্তিরে এখানেই বা কেন,—রামকুমার বিস্মিত,—খুসীর সীমা নাই,—আহ্লাদে বাক্য স্ফূর্ত্তি হলো না;—এক দৃষ্টে আগন্তুকের মুখ পানে চেয়ে রইল।

যুবা বল্যে, রামকুমার! আমাকে চিন্তে পার না!

রামকুমার মৃদুস্বরে বল্যে, পেরেচি,—অনেক্ষণ চিন্তে পেরেচি, তা আপনি এখানে কেমন কোরে এলেন?—কবে এলেন?—কোথায় আচেন?—যাঁর জন্যে এত কষ্ট ভোগ কত্তে হল, তাঁকে পেয়েচেন কি?

সিদ্ধেশ্বর। না, তাকে পাইনি,—আমি বিশ্বাসঘাতক,—আপনার প্রাণ পেয়েই ভুলে গেচি।

রামকুমার। আপনার সঙ্গে আবার কোথায় দেখা হবে?—এ বড় ভয়ানক জায়গা,—কারও সঙ্গে কথা কবার জো নাই। ঐ দেখুন সাম্‌নের চালাতে সব শুয়ে রয়েচে; জান্‌তে পাল্যে এখনই বাবুকে বোলে দেবে।

সিদ্ধেশ্বর। বাবু কে?

রামকুমার। হরিহর বাবু।

সিদ্ধেশ্বর। আমিও তাঁরই বাড়ীতে আছি! তিনি আমায় বড় ভাল বাসেন।

রামকুমার। হাজার ভাল বাসুন;—খাশবাগানের কাছে ভাল বাসাবাসী নেই।

সিদ্ধেশ্বর। আমি যে খাশবাগান দেখ্‌বার জন্যেই এত রাত্তিরে বেরিয়েচি।

রামকুমার। খাশবাগানের কি দেখ্‌বেন? কিছুই দেখ্‌বার জো নেই। কেবল গাছ পালাই দেখ্‌তে পাবেন,—ঘর টর ত দেখ্‌তে পাবেন না।

সিদ্ধেশ্বর। কেন?

রামকুমার। এই যে দেখ্‌চেন চারিদিকে উঁচু পাঁচিল, ভিতরেও এই বাড়ীর ঠিক মাঝখানে, এর চেয়েও উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটী বাড়ী আছে, তারই ভিতর ঘর। বাবু আপনার কাছেই সে বাড়ীর চাবি রাখেন। কারও বেরোবার জো নেই, কারও ঢোক্‌বারও জো নেই। তারই ভিতর পুকুর বাগান, সকলই আছে।

সিদ্ধেশ্বর। বাবু এখানে কি করেন?

রামকুমার আস্তে আস্তে বলো, সে সব কথা এখন কাজ নেই; এর পর বল্‌বো। আমারও অনেক কথা আছে। তা যদি নিতান্ত দেখ্‌তে চান তবে এই বেলা যান। আর দুঘন্টা পরেই আমাকে পাহারা থেকে বদ্‌লী হতে হবে; এই সময়ের মধ্যে আপনি ফিরে না আস্‌তে পাল্যেই, মহা বিপদ।

আচ্ছা, তবে আমি এই বেলা যাই। এই বোলে সিদ্ধেশ্বর খাশ বাগানের ভিতরে প্রবেশ কল্যে। রামকুমার যা যা বলেছিল সব ঠিক;—বাড়ীর ভিতর আবার একটী গোল বাড়ী,—একটী মাত্র দরজা,—চাবি দেওয়া। সমুৎসুক যুবা আস্তে আস্তে নিঃশব্দে বাড়ীর

চারিদিক্ ঘুরে এলো।—নিঃশব্দ,—বাড়ীর ভিতর এক জনও লোক আছে এমন বোধ হলো না,—নিঃশব্দ। ঔৎসুক্য তৃপ্ত হলো না,—আবার ঘুরে এলো,—নিঃশব্দ। ভাব্‌লে আর একবার দেখে ফিরে যাই। তাই কল্যে,—আবার ঘুর্‌তে আরম্ভ কল্যে। কিছু দুর গিয়েই থম্‌কে দাঁড়াল,—যেন বাড়ীর ভিতর থেকে মানুষের গলার আওয়াজ যুবার কাণে গেল। খানিক্ষণ সেই খানেই কাণ পেতে রইল,—এবার স্পষ্টাক্ষর,—অধিক রাত্রিতে অনেক দূরে শব্দ হলেও শুন্‌তে পাওয়া যায়,—অতি আস্তে আস্তে বল্যেও বোঝা যায় সুতরাং বাড়ীর ভিতরে যে কটী কথা হলো যুবা তা বুঝ্‌তে পাল্যে,—যুবা একটু একটু সংস্কৃত জানে তাই বুঝ্‌তে পাল্যে;—সে একটী সংস্কৃত কবিতা।

কবিতা বনিতাচৈব আয়াতা রসদায়িকা।
বলাদাকৃষ্যমানাচেৎ সরসা বিরসায়তে॥

খাশবাগানের অন্দর মহলে ঢুকেই হরিহর বাবু প্রায়ই এই কবিতাটী ঘন ঘন পাঠ কোরে থাকেন। সিদ্ধেশ্বর এই শুনে একবারে হতবুদ্ধি। ভাব্‌লে একি! এই কি মন্ত্র জপ! এই কি সাধনা! এ.ত আদি রসের কবিতা। আর আওয়াজে বোধ হল, হরিহর বাবুই বটেন। আবার স্থির হয়ে কাণ পেতে শুন্‌তে লাগ্‌ল,—নিঃশব্দ,—ক্ষণকালের জন্যে আর কোন কথাই নাই।—যুবারও সেই ভাব। খানিক্ষণ পরে আবার সেই স্বরে সেই কবিতা,—কবিতা পাঠের পরেই "দেখ, এ কথা যদি সত্য না হতো তা হলে আমি তোমাকে জোর কোরে"—আর শুনা গেল না। যুবা অবাক;—অবাক্ হয়ে হরিহর বাবুর বিষয় ভাব্‌চে, হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লো,—বন মধ্যে বীণারধ্বনি শুনে মৃগ যেমন চম্‌কে উঠে,—যেমন স্বরের দিকে কাণ ঠাড় কোরে দাঁড়ায়,—সেইরূপ চম্‌কে উঠ্‌লো,—সেইরূপ কাণ

পেতে দাঁড়ালো।—এও বীণার শব্দ,—কে যেন, বীণাতে শোক-সূচক করুণরসের গান গাচ্চে। বীণায় গান গাইলে, কথা বুঝ্‌তে পারা যায় না অথচ স্বর বোধ থাক্‌লে কান্না পায়,—যুবারও তাই;—একটী কথাও বুঝ্‌তে পাল্যে না, কিন্তু স্বর শুনে মনে মনে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। মনে হলো যেন ঐ রূপ রোদনের স্বর আর কোথাও কখনও শুনেচে,—চিন্তা,—হঠাৎ সোহুকে মনে হলো,—দুর্জ্জয় রজনীতে, বাঁশবেড়ের পথে সোহুর কান্না মনে হলো,—আর চোকের জল রাখ্‌তে পাল্যে না,—কেঁদে ফেল্যে,—ঝর ঝর কোরে চোক দিয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। কেঁদে কি হবে,—আপনা আপনিই মনে কল্যে; কেঁদে কি হবে,—আমার জন্যেই বা কে কাঁদে। উঃ কি নরাধম! নিশ্চয়ই দুরাত্মার দুরভিসন্ধি আচে,—তা নইলে এখানে কারুকে না যেতে দেবার কারণ কি? নিশ্চয়ই এর ভিতর কোন স্ত্রীলোক আচে,—তা নইলে এমন কোমলস্বর কার! নিশ্চয়ই দুরাত্মা বল পূর্ব্বক হরণ কোরে এনেচে,—তা নইলে কাঁদ্‌বে কেন! সে দিন যে সব কথা বলেছিল সব সত্য; ওঁর অসাধ্য কাজ নাই। কি আশ্চর্য্য! এত যে অত্যাচার,—এত যে নষ্টামি,—এত যে বদ্‌মায়েসী তা এমনি শাসন, কারও মুখ থেকে একটী কথা বেরোবার জো নাই। এত দিন এখানে রয়েচি, এক দিনও কারও মুখে একটী কথা শুন্‌তে পাইনি। সকলেই বলে, অমন ধার্ম্মিক আর নাই। উঃ! আমি কি নির্ব্বোধ! আমি এমন লোকের কথায় বিশ্বাস কোরে মহাপাতকে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম! এ আবার আমার দুঃখে দুঃখী,—এ আবার আমায় ভাল বাসে,—এ আবার আমার দুঃখ দূর কর্‌বে!—সব মিথ্যা,—সব ফাকি,—সব নষ্টামি। হয় ত আর কোন মন্দ মতলব আচে তাই আমাকে এত যত্ন। আর এখানে থাক্‌বো না। আজ রাত্রিতেই এখান থেকে পালাবো;—যা অদৃষ্টে আচে তাই হবে।

বালকের কাছে যে বলে, চাঁদ ধোরে দোব, বালক তারই কোলে যায়;—বিপন্ন লোকের কাছে যে দুটো আশ্বাসের কথা বলে, তাতেই বিশ্বাস হয়,—তাকেই পরম বন্ধু বোলে মনে হয়,—তার সঙ্গ ছাড়্তে ইচ্ছা হয় না।—সিদ্ধেশ্বরের আবার ভাবান্তর। ভাব্লে, ইনি আমাকে কখনই প্রতারণা কর্বেন না,—আমাকে নিশ্চয়ই ভাল বাসেন। এখন যাব না, এত দিন রয়েচি, আর দু দিন থেকে দেখি না কেন, কি করেন,—শুনিই না কেন, কি বলেন। যা হোগ্, একজন কোথাকার কার কান্না শুনে আমার মন এমন হলো কেন! এখন আর কিছুই শুন্তে পাচ্চিনে, কিন্তু সেই স্বরটী মনে হয়ে মন কেমনই কোরে উঠ্‌চে; আর সোদুকে মনে পড়্‌চে। তবে কি দুরাত্মা আমারই সর্ব্বনাশ করেচে!

যুবা এইরূপ ভাব্‌চে, এমন সময়, "কেন আর কাঁদ! কেন আর কাঁদাও?—আপনি কেঁদে কেন আর আমাকে কাঁদাও! প্রেমভাবে আমার মুখ পানে একবার চাও।" এই কটী কথা তার কাণে গেল। পরক্ষণেই সেই স্বরে আবার কান্না। যুবা চম্‌কে উঠ্‌লো,—এবার স্বরটী যেন পরিচিত বোধ হল। ভাব্‌লে একি? এরূপ স্বর যে আমি শুনেচি,—এ কান্না যেন আমারই প্রাণের ভিতর থেকে বেরুচ্চো।—কেন? এমন হল কেন।

এই রকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে যুবা ব্যগ্রভাবে যেমন কাণ পেতে ভাল কোরে শুনতে যাবে, অমনি রামকুমার এসে চুপি চুপি বল্যে, আর না,—আমার সময় ফুর্‌য়ে এলো,—আপনি পালান।

যাবার ইচ্ছা নাই,—যুবার ইচ্ছা, একবারে প্রাচীর ভেদ কোরে বাড়ীতে ঢোকে,—অন্তরে ছট্‌ফট্ কচ্চে,—এদিকে রামকুমার ব্যস্ত হয়েচে,—কি করে,—অগত্যা, অনিচ্ছা পুর্ব্বক আস্তে আস্তে রামকুমারের সঙ্গে খাশবাগান থেকে বেরুল। ফটক থেকে বেরিয়ে যাবার

সময় একবার থেমে বাড়ীর ভিতর পানে ফিরে চাইলে, চেয়ে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মনে মনে বল্যে, প্রিয়ে সৌদামিনি! তুমিই কি এই পাপিষ্ঠের পাপ বাগানে বন্দিনী ?

রামকুমার যুবার গমনে অনিচ্ছা দেখে, চুপে চুপে বল্যে, আর বিলম্ব কর্‌বেন না,—শীগ্‌গির শীগ্‌গির পালান,—আমি এক সময় দেখা কোরে সকল কথা বল্‌বো।

এই পর্য্যন্ত বোলে রামকুমার সিদ্ধেশ্বরের কাণে কাণে কি বল্যে,—বোলে, অপেক্ষাকৃত ব্যস্তভাবে আবার বল্যে আপনি যান্‌।

রামকুমার যে কথাই বলুগ,—সুখের কথাই বলুগ,—আর দুঃখের কথাই বলুগ;—যুবার রোদনের লাঘব হল না,—যে রোদন সেই রোদন। রামকুমার ব্যস্ত কচ্চো,—আর থাক্‌তে দিচ্চো না,—যেতে হল,—ইচ্ছা না থাক্‌লেও রামকুমারের কথানুসারে যেতে হল। দুই তিন পা অগ্রসর হয়েই আবার ফিরে দাঁড়াল,—আবার সেই পাপ বাগানের ভিতর পানে চাইলে,—আবার মনে মনে বল্যে প্রিয়ে! সিদ্ধেশ্বরের জীবন! যথার্থ কি তুমিই আজ এই পাপিষ্ঠের পাপ-বাগানে বন্দিনী! যথার্থ তুমিই কি সিদ্ধেশ্বরের প্রাণের ভিতর থেকে এতক্ষণ কাঁদছিলে!—প্রিয়ে! তুমিই কি আমার!

কে উত্তর দেবে!—সিদ্ধেশ্বর মনে মনে কাঁদ্‌চে; কেউ শুন্‌তে পায়নি,—তবে কে উত্তর দেবে। সিদ্ধেশ্বর মনে মনে বলেচে, "প্রিয়ে! তুমিই কি আমার;"—এ কথা কেউ শুন্‌তে পায়নি।—যদি শুন্‌তে পাওয়া যেতো তা হলে আমিই সৌদামিনীর স্বরে বল্‌তেম, "আমি তোমারই"—পাঠক মহাশয়! বোধ হয় আপনিও থাক্‌তে পাত্তেন না,—যুবার এ রকম কান্না শুনে কখনই চুপ কোরে থাক্‌তে পাত্তেন না,—আপনিও যুবাকে আশ্বাস দেবার জন্যে কামিনী স্বরে বল্‌তেন, "আমি তোমারই।"

ষষ্ঠ সর্গ।

নিশীথে—কি সর্ব্বনাশ!

পরিধান পীতধড়ী, মাথায় জালের দড়ী,
অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙ্গা মাটি।

কবিকঙ্কণ।

রাত্রি আড়াই প্রহর! ঘোর অন্ধকার।—কোন দিকে কিছুই নজর হয় না;—সকলই এক রকম।—যে দিকে তাকাও অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু নাই। জীবের চক্ষু থাকতেও নাই,—এই ঘোর অন্ধকারে জীবের চক্ষু থাকতেও নাই। মানুষ এখন দেখুগ,—চক্ষু নাই, মনে মনে বিবেচনা কোরে দেখুক, জগতের সকলই এক;—এটী ভাল এটী মন্দ এমন কিছুই নাই,—সকলই এক। ইতিপূর্ব্বেই সূর্য্য-কিরণ স্পর্শে যে অট্টালিকার শোভার সীমা ছিল না; অট্টালিকার সেই শোভা এখন কোথায়?—অপরিছিন্ন গাঢ় অন্ধকারে বিলীন। যে বৃক্ষ সগর্ব্বে উন্নত মস্তকে মেঘ সকল স্পর্শ কত্যে উদ্যত হয়েছিল, সেই অত্যুন্নত দেবদারু বৃক্ষ এখন কোথায়?—ঘোর অন্ধকারের উদরের ভিতর। এখন অট্টালিকারও যে শোভা পর্ণ কুটীরেরও তাই; গ্রামে আর মাঠে অভিন্ন,—কোন্ খানে জল কোন্ খানেই বা স্থল তার কিছুই ঠিকানা নাই। এখন যিনি উচ্চ অট্টালিকার উপর কোমল শয্যায় শুয়ে নিদ্রিত, তারও যে সুখ; কুটীরের মধ্যে ভূমিতে নিদ্রিত লোকেরও সেই সুখ। মানুষেরও যে অবস্থা পশু পক্ষীরও সেই অবস্থা। কালের কাছে সকল জীব, সকল মানুষ,

সকল জিনিষই সমান। যেন তাই দেখাবার জন্যেই করাল কাল মাঝে মাঝে আপনার করাল রূপ ধারণ কোরে থাকে। এইটীই যেন কালের প্রকৃত মূর্ত্তি,—যাকে সকল জীবেই ভয় কোরে থাকে, যার মনে পক্ষপাতের লেশ মাত্রও নাই, এক সময়ে সমস্ত জীব, সমস্ত জিনিষই যাতে লয় হয়ে যাবে, এইটীই সেই কালের প্রকৃত ভীষণ মূর্ত্তি!

যেন কাল জীবের পাপ পুণ্যের বিচার করবার জন্যে গম্ভীর ভাবে জগৎ সিংহাসনে বোসে আচেন, সেই জন্যেই সকল জীব ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে আচে,—কারও শাড়া শব্দ নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ,—ভয়ানক অন্ধকার,—অতি ভয়ানক দৃশ্য।

পাঠক মহাশয়! আপনাকে অনেক বিরক্ত করেচি,—এতদিন কেবল বন জঙ্গল দেখয়ে আপনাকে বিরক্ত করেচি। আজ এত অধিক রাত্রিতে,—এই ঘোর অন্ধকারে একেই আপনি ভয় পাচ্যেন। তাতে আবার বন জঙ্গল দেখ্‌লে আরও ভয় পাবেন, তবে আর বন জঙ্গল দেখে কাজ নাই;—চলুন, সহর অঞ্চলে যাওয়া যাগ। কোথায়,—কোন্ সহরে যাবেন? বর্দ্ধমানে! রাজবাড়ী দেখ্‌বেন? না, রাজবাড়ীতে আমাদের আবশ্যক নাই,—আমরা গৃহস্ত মানুষ, রাজা রাজ্‌ড়ার কথায় কাজ কি! ঐ দেখুন, রাজবাড়ীর সুমুখেই ঐ গলির ভিতর একটী গৃহস্তের বাড়ী। বাড়িটী ছোট বটে, কিন্তু দেখ্‌তে নিতান্ত মন্দ নয়। বাড়ী ঢুক্‌তেই দুদিকে দুটী কুটুরী,—বেশ পরিষ্কার,—ঝর্‌ঝর কচ্যে। বাড়ীর ভিতরে নীচেয় চার্‌টী ওপরে চারটী ঘর। উপরের চারটী ঘরের মধ্যে একটীই বেশ সাজান। ঘরটী প্রায় বিষ হাত লম্বা। এক পাশে একখানি খাট, অপর পাশে দুটী আলমারীতে ঠাশা বই। মাঝখানে তিন জন স্ত্রীলোক শুয়ে,—তিন জনেই ভিন্ন ভিন্ন বিছানায় শুয়ে।

PRINTDE BY K. P. MOJOOMDER AT THE SAROSWATA PRESS, 3, PATHURIACHATTA BROJODOOLAL'S STREET, CALCUTTA.

একটীর গৌর বর্ণ; মাতার চুল অতি অল্প,—শনের মত শাদা; ভ্রূও শাদা; গালের মাস কোঁক্‌ড়ান,—স্থুদু গালের মাস নয়,—সর্ব্বাঙ্গের মাসই কোঁক্‌ড়ান; একটীও দাঁত নাই,—মেড়ে সার; নাকটী ডৌল সই; কানের নীচেকার মাংস শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েচে; চোক্ দুটী ছোট ছোট; চোকের পাতা গুলিও শাদা; মুখটী স্বভাবত গোল নয়;—গোল নয় বটে, কিন্তু দাঁত না থাকায় দাড়িটী একটু উঠে পড়েচে বোলে, গোল গোল বোধ হয়; আকার নেহাত ছিপ্‌ছিপেও নয়, অধিক মোটাও নয়; খুব লম্বাও নয়, একবারে বেঁটেও নয়; এক সময়ে চেহারাটী বড় মন্দ ছিল না; এখন বয়স হয়েচে বোলে পতনোম্মুখ রাজ বাড়ীর মত কেবল ঠাট্‌খানা আচে। বয়স আন্দাজী ৭০। ৭৫ বৎসর;—ঘুমে অচেতন।

দ্বিতীয়টী কালো,—রুখু রুখু কালো নয়,—চক্‌চকে কালো; খাটারি খাটারি গড়ন, শরীরটী মোটা শোটা; মাতার চুল লম্বায় কম্, কিন্তু গোচে বেশী; নাক্‌টী খ্যান্দার চেয়ে একটু ভাল; চোক গোল; দাঁতগুলি বড় বটে, কিন্তু লম্বে বড় নয়,—চওড়া চওড়া; কপাল উচু; কাণ ঠাড় ঠাড়; গাল ভারী ভারী; দাড়ী ছোট; কোমরে আর বুকে এক্‌সা; হাত পা গোলাল গোলাল; আঙ্গুল গুলি বেঁটে বেঁটে; নখ ছোট ছোট; চাউনি কি রকম বলা যায় না,—ঘুমুচ্যে। আকারে বোধ হয় চাক্‌রাণী হবে। বয়স ২৭। ২৮ বৎসর।

তৃতীয় স্ত্রীলোকটীর,—অথবা এঁকে স্ত্রীলোক বলা উচিত নয়,—তৃতীয় রমণীর বিছানা মাঝ্‌খানে। এঁর গৌর বর্ণ,—যদি মানুষ কালো না হলেই গৌরবর্ণ হয়, তবে এ সে গৌর বর্ণ নয়,—যদি ইংরাজ মহিলাকে গৌরাঙ্গী বলা যায়,—তবে এ সে গৌর বর্ণ নয়,—তবে এ কেমন গৌর বর্ণ?—যদি বলি চাঁপা ফুলের মত অথবা কাঁচা সোণার মত, তা হলে বোধ হয় পাঠকগণের মধ্যে কেউ কেউ বিরক্ত

হতে পারেন, কারণ, পুরাণ কবিদের উপর এখনকার অনেকেরই বিরক্তি।—তবে কি বলি?—পূর্ণিমার দিন, এইমাত্র লাল মূর্ত্তি ত্যাগ করেচেন, এমন সময় পৃথিবীর পূর্ব্ব পার্শ্বস্থিত শশধরের যেমন বর্ণ; এ সেইরূপ গৌর বর্ণ;—ঈষৎ লালের আভা যুক্ত গৌর বর্ণ; মুখটী লম্বিত পানের মত উপরের ভাগ অপেক্ষা নিম্নভাগ ক্রমে অল্প সরু হয়ে এসেচে; নাকটী মেয়েলী মেয়েলীও নয় অথচ কাটারীর মতও নয়;—সুডৌল;—তিল ফুল অথবা শুক পক্ষীর ঠোঁটের মত নয়;—সুডৌল; আমি এঁর নাকের পরিচয় দেবার জন্যে সুডৌল ভিন্ন আর কিছুই বল্‌তে পাল্যেম না।—পাঠক মহাশয়! ক্ষমা কর্‌বেন,—ক্ষমা কর্‌বেন, আর জান্‌বেন যে, তরুণীর তরুণ মুখে যে রকম নাক শোভা পায়,—তরুণীর তরুণ মুখে যে রকম নাক আপনি ভাল বাসেন, এ সেই রকম নাক; ঠোঁট পাতলা পাতলা,—লাল,—লাল বটে, কিন্তু হিঙ্গুলের মত নয়;—নবোদ্গত আম্রপল্লবের ন্যায় লাল; গণ্ডদেশ ভারী ভারী,—ভারী ভারী বল্যে যদি টেবোগাল বুঝায় তবে এ সে রকম ভারী নয়; চোক্ টানা; ভ্রূর চুল ঘন,—ভ্রমরের মত কালো; কপাল সোণার ইষ্টি কবজের মত; চুল হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা; মাজারী রকম শরীর;—খুব দোহারাও নয় নিতান্ত রোগাও নয়; বয়স ষোল কি সতর বৎসর; নিদ্রিত বটে, কিন্তু আর দুজনের মত ঘুমে অচেতন নয়,—যেন সাবধানে ঘুমুচ্যে,—ডান পাশে কাত হয়ে অতি সাবধানে ঘুমুচ্যে। রমণীর বুকের কাছে একটী নব জাত কন্যা;—সেটীও ঘুমুচ্যে,—যুবতীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে আরও সুন্দর কোরে, শশিকলার মত নবজাত কন্যাটীও ঘুমুচ্যে। যেন চাঁদের কোলে একটী নক্ষত্র উঠেচে। যুবতী ঐ নবজাত কন্যাটীর বুকের উপর আপনার বাঁ হাত দিয়ে অতি সাবধানে ঘুমুচ্যে। ঘরের ভিতর মিট মিট কোরে একটী প্রদীপ জ্বলচে। অতি সুন্দর দৃশ্য,—

অতি মনোহর দৃশ্য,—দেখে তৃপ্ত হওয়া যায় না,—আবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়,—তাতেও তৃপ্ত হওয়া যায় না,—আবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়,—যত বার দেখা যায়,—দেখ্‌বার ইচ্ছা ততই বাড়ে।

পাঠক মহাশয়! ইতি পূর্ব্বেই আমি বলেচি, ঘরের ভিতর তিন জন স্ত্রীলোক শুয়ে আচে, কিন্তু আপনার গণনায় চারটী হচ্যে,—তবে কি আমি লিখ্‌তে ভুলেচি!—না,—আপনি তা মনে করবেন না। দ্বিতীয়ার শশিকলার মত নবজাত শিশু কন্যাটীকে স্ত্রীলোক বোলে পরিচয় দেওয়া উচিত হয় না, এই জন্যেই আমি স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার গণনা করি নাই।

মানুষ একেইত ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ,—এক দণ্ড পরে কি হবে তা জানেনা; তাতে আবার নিদ্রা,—চৈতন্য নাশিনী-নিদ্রা। এ অবস্থায় সকলেই অচেতন;—গজমুক্তাহারী বনবিহারী কেশরীও নিদ্রায় অচেতন হয়; দিগ্বিজয়ী প্রভুত বলশালী সেনাপতিও নিদ্রায় অচেতন হন;—তবে স্ত্রীলোক,—অবলা, এরা যে অচেতন হবে তার আর আশ্চর্য্য কি! তবে, কেবল শিশু কন্যার অনুরোধেই যুবতী নিতান্ত অচেতন নয়।—নাচ দরজায় আঘাত,—নবপ্রসবিণী রমণীর নিদ্রা ভঙ্গ হলো,—বালিশ থেকে একটু মাতা তুলে কাণপেতে শুন্‌লে;—ও কিছু নয়;—অধিক রাত্রিতে নিদ্রার আবেশে কোমল হৃদয়া কামিনী ভাব্‌লে, ও কিছু নয়,—ও আমাদের দরজায় নয়;—আবার আস্তে আস্তে মাতাটী বালিসের উপর রেখে,—পাছে মেয়ের ঘুম ভাঙ্গে বোলে,মাতাটী আস্তে আস্তে বালিশের উপর রেখে চোক্ বুজ্‌লে। "দরজা খোলো গো কে বাড়ীতে আচো, শীগ্‌গির দরজা খোলো" এই রূপ চীৎকারের সহিত পুনরায় দরজায় আঘাত।—যুবতী আবার সেই ভাবে কাণ পেতে শুন্‌লে,—আবার সেইরূপ ভাব্‌লে,—আবার সেইভাবে চোকবুজ্‌লে।—ও গো! বাবুর

বড় ব্যারাম, তাই তিনি বাড়ী এসেছেন, শীগ্‌গির দরজা খোলো এই রকম চীৎকারের সহিত অপেক্ষাকৃত অধিক জোরে পুনরায় দরজায় আঘাত। দরজায় আঘাত,—পথিকের চীৎকার,—যুবতীর সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই; কিন্তু যুবতীর মনে হল যেন তার প্রাণে কে ধাক্কা মাল্যো,—কামিনী চম্‌কে উঠলো,—স্বামী পীড়িত হয়ে এসেচেন, যুবতীর ভাবনাহলো.—অনেক দিনের পর হারান পতি ঘরে এসেচেন,—যুবতীর আহ্লাদও হলো,—প্রাণ ধড় ফড় কত্যে লাগ্‌লো; ভাব্‌লে, আর একবার শুনি। কাণ পেতে স্থির হয়ে রইল। আবার সেই রূপ চীৎকার, সেই রূপ দরজায় আঘাত।—যুবতী বুঝ্‌লে, আমাদের দরজাতেই বটে,—আর থাক্‌তে পাল্যে না;—বৃদ্ধার দিকে চেয়ে শশব্যস্তে কম্পিত স্বরে আস্তে আস্তে বল্যে 'ঠাক্‌রুণ! ও ঠাক্‌রুণ!'—অধিক রাত্রি,—বৃদ্ধ বয়স, সুতরাং গাঢ়নিদ্রা, উত্তর নাই। আবার দরজায় আঘাত,—আবার সেই রূপ চীৎকার। যুবতী ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লো, আস্তে আস্তে বৃদ্ধার কাছে গিয়ে তার গায়ে হাতদিয়ে পূর্ব্বভাবে, পূর্ব্বস্বরে বল্যে ঠাক্‌রুণ! ও ঠাক্‌রুণ!—'আঃ! কেন'—আর পারিনে।—অস্পষ্ট অক্ষরে ঘুমের ঘোরে এই কটী কথা বোলে, বৃদ্ধা আবার ঘুমুলো।—আবার চীৎকার,—আবার দরজায় আঘাত।—যুবতী ব্যস্ত হয়ে বৃদ্ধার গা ঠেলে কিছু বিরক্ত ভাবে আবার বল্যে, ও ঠাকরুণ! ঠাক্‌রুণ! শীগ্‌গির ওঠ, তোমার ছেলে বুঝি বেয়ামো হয়ে বাড়ী এসেচে, তাই নাচদরজায় কারা ডাকাডাকী কচ্চো। বৃদ্ধার নিদ্রাভঙ্গ হলো,—ছেলের অসুখের কথা শুনে বৃদ্ধার নিদ্রা ভঙ্গ হলো চকিত ভাবে বোলে উট্‌লো, অ্যাঁঅ্যাঁ।—কি কি? জটী এয়েচে! বেয়ামো হয়েচে?—কৈকৈ?—কোথা কোথা?

যুবতী ত্রস্ত হয়ে বল্যে, নাচদরজায় আচে শীগ্‌গির দরজাখুলে দাও; অনেকক্ষণ অবধি ডাকাডাকী কচ্চো।

বৃদ্ধা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঝেড়ে উঠ্‌লো।—নিদ্রাবেশে পরণের কাপড় আলু থালু হয়ে ছিল; তাড়াতাড়ী কাপড় পর্‌তে পর্‌তে অপর মেয়ে মানুষটীর দিকে চেয়ে বল্যে, বামী? বামী? ও বামী? শীগ্‌গির ওঠ্‌না লা, প্রদীপটে উস্‌কে দে,—আমার জটী এয়েচে।

বাবুর বেয়ামো হয়েচে শুনেই বামীর ঘুমভেঙ্গে গেল।—অ্যাঁ অ্যাঁ? বাবু ব্যায়ামো হয়ে এয়েচেন? এই বোলে তাড়া তাড়ী উঠে প্রদীপ উস্কে দিলে।

বাবুর বড় ব্যারাম হয়েচে, শীগ্‌গির দরজা খোলো, আঘাতের সহিত পুনরায় এই শব্দ বৃদ্ধার কাণে গেল। বৃদ্ধা আর থাক্‌তে পাল্যে না, ব্যগ্রভাবে যাচ্যি যাচ্যি বাবা, যাচ্যি, বোলে তাড়া তাড়ি উপর থেকে নেবে হড়াৎ কোরে দরজা খুলে ফেল্যে।—দ্যাখে, দশ পোনর জন লোক দাঁড়্যেয়ে,—সকলেই উলঙ্গ প্রায়,—একটু একটু কপ্‌নী আঁটা,—গা ময় মাটী মাখা,—মাতায় জাল জড়ান,—অতি বিকট চেহারা। এদের সকলের মধ্যে এক জনই অধিক লম্বা?—মানুষে যে রকম লম্বা হতে পারে, তার চেয়েও কিছু বেশী, আশে পাশেও বড় কম নয়,—যেমন লম্বা তেমনি মোটা; হাত পা গুলো লোহার মুগুরের মত; আঙ্গুল গুলো মোটা মোটা,—যেমন মোটা তেমনি লম্বা; নাক মোটা; মাভাটা প্রকাণ্ড; দাঁতগুলো বড় বড়; চক্ষু লাল; ঘন অথচ লম্বা দাড়ী আচে; বর্ণ কি রকম বলা যায় না,—গায়ে মাটী মাখা; পরিধান একটু কপ্‌নী মাত্র; মাতায় কতক গুলো দড়ী জড়ান;—অতি ভয়ানক মূর্ত্তি। আকারে বোধ হয়, ইনিই দলের সর্‌দার হবেন।

দশ পোনর জনের পৃথক পৃথক রূপ বর্ণনা কত্যে গেলে কেবল অনর্থক পুঁতি বেড়ে যায়; আর তাতে কোন বিশেষ রসেরও সম্ভাবনা নাই, সুতরাং প্রত্যেকের রূপ বর্ণনা করা কেবল পাঠকগণকে

বিরক্ত করা মাত্র ;—তবে আর তাতে কাজ নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, সকলেরি দুস্‌মনচেহারা,—অতি কদাকার, অতি বিকট, দেখ্‌লেই ভয় হয়, তোমারও হয়, আমারও হয়, বিশেষতঃ এই অন্ধকার রাত্রিতে, এই রকম দুস্‌মন চেহারা দেখ্‌লে সকলেরই ভয় হয় ; কিন্তু বৃদ্ধার মনে ভয়ের লেশমাত্র নাই,—কেন ?—তার কি এতই সাহস যে, এই রকম সময়ে এই রকম লোক দেখে একটুও ভয় হলোনা ?—না, সাহসের জন্যে নয় ;—তবে কি তার শরীরে এতই বল আচে যে, তাদের গ্রাহ্য হলোনা ?—না, বলের জন্যে নয়;—তবে কি তারা বৃদ্ধার পরিচিত লোক ? সেই জন্যেই ভয় হলো না ?—না, সে জন্যেও নয়; তবে কিসের জন্যে ?—বৃদ্ধার একটী মাত্র ছেলে ; অনেকদিন তাকে না দেখে অত্যন্ত দুঃখিত ছিল ; এখন ছেলে এসেচে শুনে আহ্লাদে,—কেবল আহ্লাদেও নয়,—ছেলের অসুখ হয়েচে শুনে, দুঃখেতেও একবারে হতজ্ঞান হয়েচে, ভয়ের দিকে মন নাই, ছেলেকে দ্যাখবারই একান্ত ইচ্ছা,—সেই জন্যেই তার ভয় নাই।—ব্যাকুল ভাবে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্যে কৈ বা বা ? কৈ ? আমার জটী কৈ ?

এই কথা বল্‌তেই, সরদার বৃদ্ধার সুমুখে এসে আপনার বুকে হাত দিয়ে দাঁত খিঁচ্‌য়ে বল্যে, এই যে তোমার জটী ? চিন্তে পারনা!

এখন ভয় হলো,—সর্‌দারের মুখে এই রকম কথা শুনে, বৃদ্ধার এখন ভয় হলো ;—ভাব্‌লে, সকলই মিথ্যা,—সব জুয়াচুরী,—এরা ডাকাত।—ভয়ে শরীর আড়ষ্ট,—থরথর কোরে কাঁপতে লাগ্‌লো ; বুক ধড়াশ ধড়াশ কচ্চো ;—উপায় কি !—আগে না বুঝে দরজা খুলে দিয়েচে,—এখন আর উপায় কি !—কাঁপতে কাঁপতে কাঁদতে কাঁদতে কিছু বল্‌তে গেল,—হাঁ বাবা—এই পর্য্যন্ত বলেচে, এমন সময় নৃশংসেরা সে কথায় কাণ না দিয়ে হুড় হুড় কোরে বাড়ীর

ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ কোরে দিলে—বৃদ্ধা একেবারে হতভম্ব,—ভয়ে আকুল,—থরথর কোরে কাঁপচে,—চোক দিয়ে ঝর ঝর কোরে জল পড়চে,—সর্ব্বস্ব গেল,—উপরে যুবতী বউ,—তারেই বা কি করবে,—তিন মাসের মেয়ে,—হয়ত তারেই মেরে ফেলবে,—বৃদ্ধা ভয়ে আকুল।—অঁ্যা অঁ্যা—অমনি এক জন বৃদ্ধার মুখ টীপে ধল্যে। বাবু এসেচেন বোলে বামী তাড়াতাড়ী প্রদীপ নিয়ে নীচে নেবে আস্‌ছিল, সিঁড়িতেই একজন তার মুখ টিপে ধোরে বস্যে রাখলে।

নব প্রসবিনী যুবতী কিছুই জানে না,— নীচে যে কি হচো, পতি বিরহিনী যুবতী তার কিছুই জানে না,—খুসীর সীমা নাই,—অনেক দিনের পর হারাণ পতি ঘরে এসেচে বোলে খুসীর সীমা নাই,—মনে আর আহ্লাদ ধরে না,—ভাবচে, কখনই কথা কব না, অসুখ ভাল হলে, এক দিনে কখনই কথা কব না,—রাগ কোরে মুখ ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকবো,—যেমন তার মতন।

অনেক দিন অনাবৃষ্টির পর মেঘ দেখে, চাতকিনী ঊর্দ্ধমুখে জলের প্রতীক্ষা কচ্যে,—সহসা বজ্রাঘাত।—চিরবিরহিনী কামিনী, অনেক দিনের পর স্বামী ঘরে এসেচেন শুনে আহ্লাদে এই রকম ভাবচে'—একবারে হুড় হুড় কোরে দশ বারোজন দস্যু ঘরের ভিতর উপস্থিত।—মুর্ত্তি দেখেই যুবতী অচেতন,—অবলার হৃদয় কেঁপে উঠলো,—ভয়ে আকুল,—তাড়া তাড়ী নব জাত কন্যাটীকে বিছানা-থেকে তুলে আপনার কোলে শোয়ালে। কেউ নাই,—যে ঘরে অবলা যুবতী আছে সে ঘরে আর কেউ নাই,—বৃদ্ধাও নাই, বামীও নাই,—যুবতী একাকিনী,—তিনমাসের মেয়েটীকে একজনের দোসর বলা যায় না,—সুতরাং যুবতী একাকিনী,—গভীর রাত্রি,—সম্মুখে রাক্ষসের দল। সুমধুর বীণারধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে কুরঙ্গিনী ব্যাধের জালে বদ্ধ হলো।—কি করে, কিছুই স্থির কত্যে পাল্যে না;—চকিত-

নয়নে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, কেউ নাই ! ভয়ে মুখ পাণ্ডু-বর্ণ হয়ে এলো,—কম্পিতস্বরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে "ঠাকরুণ" বোলে ডাক্‌লে ।— কে উত্তর দেবে,—বৃদ্ধার মুখ বন্ধ ।

যুবতী ঐ কথা বল্‌বা মাত্রেই এক ভীষণ মুর্ত্তি সরোষে,—সরোষে অথচ অনুচ্চস্বরে বল্যে চুপ ? যদি ফের কথা কবি, তা হলে এখনি তোর মেয়ের গলায় পা দোব, তার পর তোকে মেরে ফেল্‌বো । এই বেলা ভালোয় ভালোয় কোথায় কি আচে বোলে দে ।—

যুবতী নীরব,—মনে হলো, বিনয় কোরে দুটো কথা বলি,—কথা বেরুল না ।—মনে হলো নৃশংসদের পায়ে জড়য়ে ধরি,—অঙ্গ উঠ্‌লোনা । তরুণীর তরুণ হৃদয় আরও কাঁপতে লাগলো ; চোকের জল ভিন্ন যুবতীহৃদয়কে ঠাণ্ডা কত্তো আর কেউ এগুলোনা ।—আর কেইবা যাবে ? সকলেই নিদ্রিত,—ঘোর গভীর রাত্রিতে প্রতি-বাসীরা সকলেই আপন আপন ঘরে নিদ্রিত ।—জেগে থাক্‌লেও কেউ শুন্‌তে পেতোনা, দুরাত্মারা গোল করেনি ; গোল কত্তো দেয়-ওনি । তবে কে যাবে ? কেমন কোরে যাবে,—কেউ গেলনা,—যুব-তীর দুঃখ কেউ জান্‌তে পারেনি ; কেবল চোকের জলই দুঃখিনীর দুঃখ জান্‌তে পেরেছিল, তাইতেই তাড়া তাড়ী অবিরল বেগে, যুব-তীর হৃদয় ঠাণ্ডা করবার জন্যে এগুলো ।—তাতে ঠাণ্ডা হলোনা । যুবতী যেন জড়,—জড়, কিন্তু স্থির নয়,—কাঁপচে ।—সেই মুর্ত্তি সেই ভাবে আবার বল্যে, বল্‌,—এখনও বল্‌, কোথায় কি আচে ?—যুবতী কি করে,—কাতরস্বরে বল্যে ঐ " আলমারী" ।

যুবতীর কথার প্রতিধ্বনি হলো,—সূতনঘরে যুবতীর কথার প্রতিধ্বনি হলো ।—" আলমারী" এই কথার প্রতিধ্বনিতে বোধ হলো যেন কোন দেবী দুঃখিনীকে সান্ত্বনা করবার জন্যে অদৃশ্য ভাবে আকাশ থেকে বল্যে "আমি তোমারি" ।—

PRINTDE BY K. P. MOJOOMDER AT THE SAROSWATA PRESS, 3, PATHURIACHATTA BROJODOOLAL'S STREET CALCUTTA.

সপ্তম সর্গ।

গুস্‌করা—— মোক্ষদা।

——————"শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু, অশ্রু বারিধারা
আসার, জীমূত মন্দ্র হাহাকার রব।"

মাইকেল।

হঠাৎ কোকিলের কুহুস্বর,—ঝোপের ভিতর থেকে ব্যস্তভাবে হঠাৎ কোকিলের কুহুস্বর।—অভিসারিণী ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে এলো,—কোকিলের সঙ্কেত স্বর বুঝ্‌তে পেরে, পাপ দিবাকর আস্‌চে বোলে, অভিসারিণী যামিনী ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে এলো। যে মুখে এতক্ষণ হাসি ধরছিল না, যে মুখে এতক্ষণ মনখুলে প্রণয়ীর সঙ্গে প্রণয়ালাপ কচ্ছিল, সেই মুখে এখন কান্না,—গুপ্তপতি শশধরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলো বোলে, সেই হাসি মুখে এখন কান্না,—চোকের জলে গাছপালা শুদ্ধ ভিজে গেল। সাজ গোজ শুদ্ধ পালালে পরে লোকে জান্‌তে পার্‌বে বোলে, আস্তে আস্তে একে একে স্বভাব দত্ত অলঙ্কার গুলি খুল্‌তে লাগ্‌লো,—পায়ের রুপোর অলঙ্কার গুলিকে তাচ্ছিল্য কোরে এদিক্ ওদিক্ গাছপালার তলায় ছড়্‌য়ে রাখ্‌লে, আর মাতার সমুজ্জ্বল সোণার অলঙ্কার গুলি, কেউ না দেখ্‌তে পায় এমন জায়গায় অতি সাবধানে লুক্‌য়ে রাখ্‌লে।—আবার কোকিলের সঙ্কেতস্বর,—অভিসারিণী আর থাক্‌তে পাল্যো না;—অগত্যা প্রাণনাথকে প্রণয় সম্ভাষণ কোরে পেছু পানে চাইতে চাইতে ম্লানমুখে পশ্চিম দিকে চলে গেল। শশধরও শত্রু ভয়েই হোগ, আর বিচ্ছেদের ভাবনাতেই

হোগ, পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যত দূর পাল্লেন প্রণয়িনীর অনুগমন কল্লেন। যাদের স্বভাব অতিনীচ তারা অন্যের দুশ্চরিত্র প্রকাশ কত্তে ভাল বাসে;—যামিনী পালাচে দেখে কাকেরা মহা গোলযোগ কোরে দল বেঁধে পেছু পেছু দৌড়ুল। অভিসারিণী কোন্ পথে যাতায়াত করে তা কে জানতে পারে?—রজনী সকলের চোকে ধুলো দিয়ে কোন্ পথে কোথায় গেল, কেউ দেখতেও পেলে না। শশধরের পাখা-ওলা পবন এখনো পাখা টান্‌চে,—সমস্ত রাত্রি জেগে এখন একটু তন্দ্রা এসেচে বোলে, জানতে পারেনেই যে, তাঁরা দুজনেই পালিয়ে-চেন, সেই জন্যে এখনো ঢুলতে ঢুলতে অন্য মনে আস্তে আস্তে পাখা টান্‌চে।—রাত্রি প্রভাত। কেউ উঠেচে, কেউ নিদ্রা ভঙ্গের পর বিছানায় এপাশ ওপাশ কচ্চে, কেউ বা এখনো ঘুমে কাদা।

নিষ্কর্ম্মা লোকের এখনো অন্ধ রাত্রি, কিন্তু যারা কাজের লোক তাদের পক্ষে অনেক বেলা হয়েচে।—সিদ্ধেশ্বর তাড়াতাড়ী বিছানা থেকে উঠলো;—কেন?—সিদ্ধেশ্বরের এমন কি কাজ আচে? এত তাড়াতাড়ী কেন?—কে জানে? তাড়াতাড়ী উঠে ভাবলে, যাঃ এত বেলা হয়েচে! যাই হোগ আজ আর থাকবো না,—এ নরাধমের বাড়ীতে আর একদণ্ডও থাকবো না; এখান থেকে সোজুকে পারার যদি কোন সদুপায় হয়,—রামকুমার রইল,—আমি আর থাকবো না; মাকে দেখবার জন্যে মনটা বড়ই চঞ্চল হয়েচে। তাঁদের কি হলো, কি মনে কচ্চেন, কতই ভাবচেন, উঃ! আমি কি নিষ্ঠুর; সামান্য একটা মেয়ে মানুষের জন্যে মাকে ভুলে গেলাম! ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ আমার বুদ্ধিতে! ধিক্ আমার লেখাপড়ায়! আমি তাঁর এক মাত্র সন্তান; তাঁকে মা বোলে ডাকে এমন আর কেউ নাই। আজ আর থাকবো না, বাড়ী যাবই যাব। কিন্তু পরের মেয়েকে কোথায় ফেলে দিলাম! তারও অন্বেষণ করা উচিত,—তা

এর পরে কর্‌বো, এখন মাকে একবার দেখা দিয়ে আসি। কিন্তু এখন বেরুলে লোকে দেখ্‌তে পাবে,—বেলা হয়ে গেছে,—হলই বা বেলা,—পেলেই বা দেখ্‌তে,—আমিত কারও কিছু চুরী কোরে পালাচ্চিনে। তার আর ভয় কি।

এই রকম সাত পাঁচ ভেবে সিদ্ধেশ্বর হরিহর বাবুর বাড়ী থেকে বেরুল। সঙ্গে অন্য কাপড় চোপড় নাই, আর প্রত্যহ এমনি সময়ে তিনি বাইরে বেড়ান, এই জন্যে চাকর বাকরেরা কেউ কিছুই জিজ্ঞাসা কল্লো না। ক্রমে ক্রমে সিদ্ধেশ্বর সপ্তগ্রামের বাইরে উপস্থিত। পেছু পানে চেয়ে দেখে, ব্রহ্ম মূর্ত্তি,—"এত দিন পাপিনী রজনীর পেছু পেছু বেড়াচ্চি কিন্তু এক দিনও তাকে ধত্তো পাল্লোম না" এই ভেবেই যেন দিবাকর একবারে রাগে লাল হয়ে উঠেচেন।

বেলা হয়েচে দেখে সুদুঃখিত যুবা দ্রুতপদে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে পশ্চিম মুখে চল্লো। সঙ্গে টাকা কড়ি কিছুই নাই, বাঁশ বেড়ের দস্যুরা সকলই আত্মসাৎ করেচে,—সুতরাং গাড়ী কিম্বা পাল্‌কীতে যাওয়া হয় না,—একটী পয়সাও নাই যে পথে জল খায়। কাজে কাজেই দুঃখিত যুবা দ্রুতপদে পদব্রজে চল্লো। পথিক যখন বৈঁচির চটীতে উপস্থিত তখন বেলা এগারোটা,—প্রচণ্ড উত্তাপ, রাস্তা তেতে উঠেচে,—কার সাধ্য মাটীতে পা দেয়, মাঝে মাঝে ঘুরুনি বাতাস,—ধুলো কাঁকোরেতে দৃষ্টি রোধ কচ্চে। চারি-দিক্ থেকে আগুনের মত ঝাঁজ আস্‌চে;—সকল জিনিস থেকেই যেন রদ্দুর ফুটে বেরুচ্চে। পথিক ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হয়ে পড়্‌ল, সঙ্গে পয়সা নাই; কি করে। মনে কল্লো গ্রামের ভিতর যাই, আবার ভাব্‌লে, একবার কারুকে জিজ্ঞাসা করি, এটা কি গ্রাম, তার পর যাব,—যদি ভদ্রলোকের বসতি থাকে তবেই যাব, এখন এই দোকানে একটু বসি। তাই কল্লো; একখানি দোকানে বস্‌লো,

বোসে একজন সুন্দর হোন আধ বয়েসী পুরুষকে (বোধ হয় সে সেই দোকানের মালিক হবে) জিজ্ঞাসা কল্লো, বাপু! এটী কি গ্রাম?

দোকানী লোকবিশেষকে আদর করে, লোক বিশেষের কাছে মিষ্টভাষী;—বোধ হয় সিদ্ধেশ্বরকে তার পছন্দ হলো না,—মুখ-বেঁকয়ে তাচ্ছিল্য কোরে বল্লো বৈঁচি।

পথিক চকিত হয়ে আবার জিজ্ঞাসা কল্লো এই কি বৈঁচির চটী?

দোকানী পূর্ব্বের ন্যায় মুখ বেঁকয়ে বিরক্তির সহিত বল্লো, যখন বৈঁচি শুনচ, তখন বৈঁচির চটী নয় ত আর কি?

পথিক মনে মনে কল্লো, শুনেচি বৈঁচি গ্রামে অনেক ভদ্র-লোকের বাস, কিন্তু বৈঁচির চটী বড় ভয়ানক। এখানে আর বসা হবে না; যদিও আমার সঙ্গে টাকা কড়ী নাই বটে, তবু প্রাণটা ত আচে। এই ভেবে তাড়া তাড়ী উঠে চটী থেকে উত্তর মুখে বরাবর গ্রামের ভিতর গেল। পথিক জান্তো বৈঁচির ধর্ম্ম দাস বাবু অতি ধার্ম্মিক আর বিলক্ষণ বড় মানুষ, তাঁর সদাব্রত আছে। ভাব্‌লে, কে দেখ্‌চে কে শুনচে, অতিথ শালাতেই যাই, আবার ভাব্‌লে, না, শুনেচি তিনি ব্রাহ্মণ কুলীনের ছেলে, তাঁর কাছেই যাই, রাঁদা ভাত পাবো। তাই স্থির হল, যুবা এক বারে যেখানে ধর্ম্ম দাস বাবু সর্ব্বদা বসেন, সেই খানে উপস্থিত। বাবু স্নান আহ্নিক কোরে বসে আছেন, দুই এক জন ভদ্র পারিষদ সম্মুখে আছে, নানা রকম কথা বার্ত্তা হচ্চো;—ক্ষুধা কাতর যুবা পথিক সম্মুখে উপস্থিত।

অনেকানেক বাবু চোক্ থাক্‌তে পরের চোকে দেখেন, কাণ থাক্‌তে পরের কাণে শোনেন, মুখ থাক্‌তে পরের মুখে কথা কন,—সেটা তাঁদের মর্য্যাদা,—গৌরবের পরিচয়,—নতুবা লাঘব হয়; কিন্তু ধর্ম্ম দাস বাবুর সে রকম মর্য্যাদার, সে রকম গৌরবের ইচ্ছা

ছিল না। তিনি লাঘবের ভয় না কোরে আপনিই জিজ্ঞাসা কল্যেন, আপনার নিবাস কোথা ?

যুবা উত্তর কল্যে, মহাশয়! নিবাস অনেক দূর, আপাতত আমি আপনার নিকট অতিথি,—ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ যায়।

বাবু আবার নম্র ভাবে জিজ্ঞাসা কল্যেন, আপনার আহারের কি হবে ?

বাবু যে ভাবে জিজ্ঞাসা কল্যেন, চতুর যুবা তা বুঝ্‌তে পাল্যে;—বল্যে এ সংসারে পাক কোরে খাবার আবশ্যক নাই।

বাবু ভারী সন্তুষ্ট হলেন; তাড়া তাড়ী একজন আমলাকে হুকুম কল্যেন যে,এঁর খাবার বাড়ীর ভিতর থেকে আনিয়ে দিও; আপাতত স্নান আর জল খাবার জোগাড় কোরে দাও। এই বোলে বাবু অন্দরে গেলেন, পারিষদেরাও চলেগেল। এক ঘন্টার মধ্যেই সিদ্ধেশ্বরের স্নান জল খাওয়া, এমন কি, আহার পর্য্যন্ত হয়ে গেল।—এখন বিশ্রাম।

ক্রমে বেলা চারটে বাজ্‌লো, রোদের তেজ অনেক কমে গেলো, সিদ্ধেশ্বর গ্রাম দেখ্‌তে বেরুল। বৈঁচি খুব বড় গ্রাম, সমস্ত দেখে ফিরে আস্‌তে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এসে দেখ্‌লে বাবু সেই কজন পারিষদের সঙ্গে বোসে নানা রকম গল্প কচ্যেন। সিদ্ধেশ্বর আস্‌তেই বাবু জিজ্ঞাসা কল্যেন, আপনার আহারাদির কোন কষ্ট হয়নি ত ?

সিদ্ধেশ্বর উত্তর কল্যে, এখানে যার আহারের কষ্ট হয় তার নিতান্ত দুরদৃষ্ট।

আবার গল্প হতে লাগ্‌লো। নানা রকম গল্প হচ্যে, এমন সময় এক জন মাঝখান থেকে বোলে উঠ্‌লো, মশাই! গুস্‌করার রায়েদের বাড়ীতে একজন সিদ্ধপুরুষ এসেচেন; তাঁর বড় আশ্চর্য্য ক্ষমতা,

জ্যোতিষ্ শাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। যে যা মনে কোরে যায় তিনি তৎক্ষণাৎ তা বোলে দিতে পারেন। ভূত ভবিষ্যৎ তাঁর চোকের উপর।

বাবু বল্যেন, তুমি কি করে জান্‌লে? পারিষদ উত্তর কল্যে, আজ আমার মাতুল মশাই এসেচেন, তাঁর বাড়ী গুস্‌করার নিকট।

বাবু। তিনি পরীক্ষা করেচেন?

পারি। করেচেন বৈ কি।

বাবু। কেমন কোরে?

পারিষদ। তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান বাড়ীতে না বোলে কয়ে কোথায় চোলে গিয়েছিল,—প্রায় তিন মাস নিরুদ্দেশ, কোন সম্বাদই পাওয়া যায় না। তার পর তিনি সেই সিদ্ধ পুরুষের কাছে যান।

সকলে শশব্যস্তে বোলে উঠ্‌লো, তার পর।

পারিষদ। তার পর তিনি যাবা মাত্রেই সিদ্ধ পুরুষ তাঁকে দেখেই বল্যেন, "আমি বুঝেচি বুঝেচি,—তুই যে জন্যে এসেচিস্ আমি বুঝেচি। তোর ছেলে চন্দ্রকোণার একটা তাঁতির মেয়েকে নিয়ে চোলে গেচে; এখন কাশীতে আছে; আর তাকে ঘরে আনি-সনে, সে তাঁতিনীর ভাত খেয়েচে।

সকলে। তার পর।

পারি। তার পর মাতুল মশাই কাশী পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন, সিদ্ধ পুরুষের কথা সব ঠিক।

সকলে আশ্চর্য্য হয়ে সিদ্ধ পুরুষের প্রশংসা কত্তো লাগ্‌লেন। সিদ্ধেশ্বরের শুষ্ক প্রায় আশালতাতে আবার দুটী একটী পাতা বেরুল। সিদ্ধ পুরুষের কথা শুনে তার নির্জীব উৎসাহ আবার ঝেড়ে উঠ্‌লো। ভাব্‌লে, বাড়ী যাবনা,—যখন এমন সুযোগ হয়েচে তখন প্রণয়িনীর তত্ত্ব না জেনে বাড়ী যাবনা।

ক্রমে রাত্রি দশটা। বাবু অন্দরে যাবার জন্যে উঠ্‌লেন। সিদ্ধেশ্বর আস্তে আস্তে নম্রভাবে বল্যে মশাই? আমার এক নিবেদন আচে।

বাবু। কি বলুন।

সিদ্ধেশ্বর। আমার সঙ্গে যা কিছু ছিল, সে সমস্ত দস্যুতে নিয়েচে, সঙ্গে একটী পয়সা নাই, কিন্তু অনেক দূর যেতে হবে।

বাবুর দয়া হলো; আমলাদের উপর দশটাকা হুকুম কোরে দিয়ে চলে গেলেন। সিদ্ধেশ্বরও আহারাদি কোরে শয়ন কল্যে। এমন সময় একজন লোক দশটী টাকা সিদ্ধেশ্বরের হাতে দিয়ে চোলে গেল। সমস্ত রাত্রি সিদ্ধেশ্বরের নিদ্রা হলোনা,—ভাবনাতেও বটে, আর সিদ্ধ পুরুষের কথা শুনে আহ্লাদেও বটে,—সমস্ত রাত্রি সিদ্ধেশ্বরের নিদ্রা হলোনা। এ পাশ ও পাশ কোরে রাত্রি কেটে গেল। যুবা উঠে গুস্‌করা যাবার অভিপ্রায়ে বেরুল। মেমারী পর্য্যন্ত গিয়ে কি ভাব্‌লে, ভেবে রাস্তা থেকে নেমে মাটে মাটে চল্যো। মনে করেছিল এক দিনেই যাব, কিন্তু তা পারবে কেন; তারই গরজ, পথের ত গরজ নাই যে কমে যাবে। সে দিন করন্দায় থেকে তার পর দিন বেলা ছটার সময় গুস্‌করায় উপস্থিত। নিকটে একটী পুকুর। কলসী কাঁকে কোরে দুটী অল্প বয়েসী মেয়ে পুকুর থেকে আস্‌চে। যুবা, সিদ্ধপুরুষ কোথায় থাকেন তাই জিজ্ঞাসা করবার জন্যে তাড়া তাড়ী তাদের কাছে গেল, কিন্তু জিজ্ঞাসা কত্তো হলোনা; তারা তাঁরই কথা কইতে কইতে যাচ্ছিল। একজন বল্যে, সিদ্ধপুরুষ ভাই, কখনই মানুষ নন, তিনি কোন্ দেব্‌তা। আর এক জন বল্যে কেমন কোরে জান্‌বো! যে প্রথমে কথা কয়ে ছিল সে আবার বল্যে কেন ভাই, কেমন কোরে জানবে কেন; যখন তিনি বোসে থাক্‌তে থাক্‌তেই সকলের চোকে ধুলো দিয়ে কম্‌নে গেলেন, কেউ দেখ্‌তেও পেলেনা, তখন তিনি কখনই মানুষ নন।

যুবা হতাশ্বাস,—যুবতী দ্বয়ের কথা শুনে যুবা একবারে হতাশ্বাস, একবারে নিরুপায়, একবারে হতবুদ্ধি। বেলা ছটা,—এখনও আহার হয়নি তথাচ সে কষ্টকে কষ্টই জ্ঞান করেনি; প্রায় বার চোদ্দ ক্রোশ রাস্তা চলে এসেচে তথাচ সে পরিশ্রম জান্‌তেও পারেনি; কিন্তু এখন সিদ্ধ পুরুষের অন্তর্ধানের কথা শুনে যুবার অন্তরাত্মাও প্রায় অন্তর্ধান হয়ে এলো,—একবারে সমুদায় কষ্ট উপস্থিত; এতক্ষণ আশালতার ছায়ায় ছায়ায় আস্‌ছিল বোলে গায়ে তাত লাগেনি, এখন সে লতার মূলোচ্ছেদ হলো,—এ সময়েও,—এই নরমের সময়েও ভয়ানক গাত্র-দাহ আরম্ভ হল।—ভাবলে একবার ভাল কোরে জিজ্ঞাসা করি,—পাল্যো না,—অপরিচিত যুবা অপরিচিত যুবতীর সঙ্গে সাহস কোরে কথা কইতে পাল্যো না।—ধীরে ধীরে ম্লানমুখে পুকুরের পাড়ের উপর গিয়ে একটী আমগাছের তলায় হেঁট হয়ে বোসে রইল।

পুকুরের জলটুকু বেশ,—কাগের চক্ষু,—তক্ তক্ কচ্যে,—এক-গলা জলেও নীচেকার বালী দেখা যাচ্যে। অল্প বাতাসে অল্প তরঙ্গ উঠ্‌চে; যেন পথশ্রান্ত পিপাসার্ত্ত পথিককে জলপান করবার জন্যে হাত নেড়ে ডাক্‌চে; যখন ঢেউ গুলি একে একে কিনারায় এসে লাগ্‌চে অমনি কুলকুল কোরে শব্দ হচ্যে,—সেটী আরো মধুর,—অতি মনোহর পুকুর,—অতি পরিষ্কার জল,—তৃষ্ণা না থাক্‌লেও একটু পান কত্যে ইচ্ছা হয়; যুবা এমনি চিন্তায় অন্যমনস্ক যে, পুকু-রের কেমন জল তা একবার দেখেওনি; ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলে গেছে, প্রথমে হর্ষে, এখন বিষাদে। পাঠক মহাশয়! যদি আপনার ভট্টি পড়া থাকে তা হলে আপনি বলতে পারেন, "যে জলে সুচারু পদ্ম নাই সে জলই নয়" তাও আচে,—আপনি যাকে পদ্ম বোলে জানেন এ সে পদ্ম নয়,—এ চঞ্চল পদ্ম চোলে বেড়াচ্যে,—তরল তরঙ্গ-মালা ভেদ কোরে চঞ্চল পদ্ম চোলে যাচ্যে।—পদ্ম-মুখীরা পদ্মমুখ

PRINTDE BY K. P. MOJOOMDER AT THE SAROSWATA PRESS, 3, PATHUR ALALIACHATT'SBROJOODO STREET CALCUTTA.

বারকোরে সাঁতার দিচ্চে;—তরললাবণ্যময় শরীর তরল জলে মিসে গেচে,—কেবল পরস্পরের উপর স্পর্দ্ধাযুক্ত হাসি হাসি মুখ গুলি বেরিয়ে রয়েচে,—যেন চঞ্চল পদ্ম চোলে বেড়াচ্চে,—যেন শরৎকালের নীলাম্বরে চন্দ্র চতুষ্টয় চোলে যাচ্চে,—যেন বরুণ মহিলাগণ নরলোক দেখবার জন্যে জলের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়েচে;—মহিলারা মাঝে মাঝে সজোরে জলের উপরে হস্তক্ষেপ কচ্চে,—জল তাড়নের শব্দ আর অলঙ্কারের শব্দ একত্র হচ্চে,—শুন্‌লে কাণ জুড়ায়। এই মনোহর দৃশ্যেতে, এই মনোহর সুস্বরেতে কার নয়ন না আকর্ষণ করে?—সকলেরই;—যিনি একবার মনমোহিনী মহিলাদের চটুল চরণের মলের শব্দ শুনেচেন, তিনি বল্‌বেন এ শব্দে সকলেরই নয়ন আকর্ষণ করে। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরের মনে মন নাই।—মনই সকল ইন্দ্রিয়ের অন্তরাত্মা, মন না থাক্‌লে সকল ইন্দ্রিয়ই অকর্ম্মণ্য, কাযে কাযেই অন্যমনস্ক যুবা সে শোভা দেখেও দেখিনি, সে স্বর শুনেও শোনেনি,—স্থিরভাবে হেঁটমুখে পাষাণবৎ অবস্থিত।

যখন সিদ্ধেশ্বর পুকুরের পাড়ের উপর বসে, সে সময়ে যুবতীরা অপরিচিত যুবাকে দেখে তাড়াতাড়ী ফিরে আস্‌ছিল। মহিলা চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন ভাল সাঁতার জান্‌ত না, এই জন্যে একটী কলসী বুকে দিয়ে সাঁতার দিচ্ছিল। তাড়াতাড়ী আস্‌তে আস্‌তে যুবতীর বুকের কলসীটী একপেশে হয়ে গেল,—কলসীতে জল ঢুক্‌ল,—কলসী ডুবে গেল,—যুবতী জলে মগ্ন প্রায়;—হাঁ কোরে হাবুডুবু খাচ্চে,—একবার ডুবচে, একবার হাঁপানি চোপানি খেয়ে অতি কষ্টে মাতাটী তুল্‌চে।—আর তিন জনে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,——ওলো বেয়ান ডুবে গেল, ওলো দিদি ডুবে গেল, ওলো তাইত কি হবে,—এই রকমে আর তিন জনে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। যুবার চৈতন্য হল,—অবলার প্রাণ বাঁচাতে ব্যাগ্র হল,—সেই উৎসাহে ক্ষণকালের

জন্যে সকল দুঃখ দূরে গেল,—শিথিল শরীরে দ্বিগুণ বল হল,—তাড়াতাড়ী জলে ঝাঁপ দিলে। যুবার শরীরে বিলক্ষণ সামর্থ্য ছিল,—যদিও সমস্ত দিন খায়নি তথাপি সদভিপ্রায়ে সামর্থ্য বেড়ে উঠে ছিল। বাঁহাতে যুবতীকে জাপ্‌টে ধোরে অতি কষ্টে উপরে নিয়ে এলো,——যুবতী অনেক জল খেয়ে ছিল,—হাঁপ্‌য়েছিল,—দাঁড়াবার শক্তি নাই।—যুবা যুবতীকে শোয়ালে,—শুইয়ে এক দৃষ্টে তার মুখ পানে চেয়ে রইল,—সে মুখ যুবার পরিচিত,—যুবা কেঁদে ফেল্লো,—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লো মোক্ষদা! ও মোক্ষদা! ভগিনি! তুমি বেঁচে আচ!

মোক্ষদা সংজ্ঞা হীন,—অশাড়,—মৃত প্রায়,—সিদ্ধেশ্বরের কথা শুনতে পেলে কি না বলা যায় না,—কিন্তু কিছুই বল্‌তে পাল্লো না,—চাইতেও পাচ্চো না,—চোক্ বুজে মৃতবৎ পতিত।—যুবার চোক্ দিয়ে দর্ দর্ কোরে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল;—নিতান্ত কাতর হয়ে যুবতীর নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখ্‌লে,—নিশ্বাস বচ্চে।—ব্যাগ্রভাবে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আবার বল্লো, মোক্ষদা! দিদি! তুমি কি বেঁচে আচ!—আমি সিদ্ধেশ্বর,—যে তোমাকে বাঁসবেড়ের কারাগার থেকে এনেছিল, আমি তোমার আত্মীয় সেই সিদ্ধেশ্বর,—যে তোমাকে সপ্তগ্রামের অতিতশালায় কাট্‌তে গিয়েছিল, আমি সেই পাপিষ্ঠ সিদ্ধেশ্বর,—যে তোমাকে রাত্রিকালে সরস্বতীর ধারে বিসর্জ্জন দিয়েছিল; আমি সেই নিষ্ঠুর সিদ্ধেশ্বর;—একবার আমার কথার উত্তর দাও, একবার চোক্ মেলে চাও।—যদি তুমি আর না চাও, যদি তুমি আর না কথা কও, তবে আমিও এই পুকুরে ডুবে মর্‌বো,—অবলার প্রাণ নষ্ট কোরে আপনার প্রাণ কখনই রাখ্‌ব না। আমিই ত তোমার মরণের কারণ। আমি যদি পাপিষ্ঠ হরিহরের কথা না শুনতাম, তা হলেত তুমি মত্তো না,—আমি যদি

তোমাকে সরস্বতীতে না ভাষ্যে দিতাম তা হলেত তুমি মত্তো না,—আমি যদি সেই রাত্রে তোমাকে নিয়ে পাল্যে যেতাম তা হলেত তুমি মত্তো না।—আমি তখন উন্মত্ত হয়েছিলাম,—সোদুর শোকে একবারে উন্মত্ত হয়েছিলাম,—আমার জ্ঞান ছিল না,—আমার মায়া দয়া ছিল না,—আমার ধর্ম্ম ভয় ছিল না।—এখন তুমি একবার চাও,—আমি আর সোদুকে চাইনে, তুমি একবার চাও। তোমার বাপের সঙ্গে দেখা হলে আমি কি বল্‌বো,—তাঁর আর কেউ নাই;—এ কথা শুন্‌লে তিনি কখনই বাঁচবেন না।—আহা! তোমার এই দশা দেখ্‌বার জন্যেই কি আমি বেঁচে গিয়েছিলাম,—তোমার এই দশা দেখ্‌বার জন্যেই কি পাপ সিদ্ধ পুরুষের কথা আমার কাণে গিয়েছিল,—তোমার এই দশা দেখ্‌তে হবে বোলেই কি আবার সোদুর আশায় তাড়াতাড়ী গুস্‌করায় এলাম! মোক্ষদা! দিদি আমার, একবার ওঠ।

যখন মোক্ষদা জলে ডোবে তখন তার সঙ্গিনীদের গোলযোগে আরও দুই এক জন লোক জমেছিল; ক্রমে ক্রমে লোকে লোকারণ্য। সিদ্ধেশ্বরের কান্না দেখে সকলেই অবাক্, কেও কিছু স্থির কত্তো পারে না।—ইনি একজন পথের পথিক; এর জন্যে এত কাঁদেন কেন,—সকলেই অবাক্,—এর নাম ত মোক্ষদা নয়, তবে মোক্ষদা বোলে ডাকেন কেন,—সকলেই অবাক্—অথচ কাঁদ্‌চে,—দুঃখিনী কামিনীর শোকে সকলেই কাঁদ্‌চে। মোক্ষদার সঙ্গিনীরা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওই কচ্চে; আর মাঝে মাঝে পথিকের পানে তাকাচে।—বোধ হয় তারা সিদ্ধেশ্বরের নাম শুনে থাক্‌বে।

অনেকক্ষণের পর মোক্ষদার চৈতন্য হল। সিদ্ধেশ্বর যে সকল কথা বোলে কেঁদে ছিল, মোক্ষদা সব শুন্‌তে পেয়েছিল,—যেমন ঘুমের ঘোরে শব্দের ছায়া মাত্র শুনতে পাওয়া যায় সেই রকম

শুন্‌তে পেয়েছিল, এখন চৈতন্য হওয়াতে ফ্যাল ফ্যাল কোরে সিদ্ধেশ্বরের পানে চেয়ে রইল;—এখনও কথা কবার শক্তি হয় নাই। সকলে, আর ভয় নাই আর ভয় নাই বোলে চেঁচ্‌য়ে উঠ্‌লো। সিদ্ধেশ্বর আর মোক্ষদার সঙ্গিনীদের অপার আনন্দ,—কান্না না থাম্‌তে থাম্‌তেই হাসি দেখা দিলে।

মোক্ষদা অনেক সুস্থ হয়ে এলো;—সিদ্ধেশ্বরকে চিন্‌তে পাল্যে, আস্তে আস্তে বল্যে তুমি এখানে কখন এলে। সিদ্ধেশ্বর আহ্লাদ আর অনুতাপের সহিত বল্যে, আমি এই আস্‌চি,—এসেই তোমার এই অবস্থা দেখ্‌লাম। মোক্ষদার সঙ্গিনীদের মধ্যে এক জন বল্যে দিদি! এখন বাড়ী চলো, আর ইনিও চলুন, সেই খানে সকল কথা বার্ত্তা কয়ো; এই বোলে তিনজনেই মোক্ষদার হাত ধোরে আস্তে আস্তে বাড়ী নিয়ে গেল, সিদ্ধেশ্বরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। যে যুবতী মোক্ষদাকে দিদি বোলে ডেকেছিল তাদেরই বাড়ীতে মোক্ষদা থাকে;—তাদেরই বাড়ীতে মোক্ষদা আর সিদ্ধেশ্বর গেল। সিদ্ধেশ্বরের খাওয়া দাওয়া হয়নি শুনে বাড়ীর সকলেই শশ-ব্যস্তে খাবার জোগাড় কোরে দিলে,—আধ ঘন্টার মধ্যেই সিদ্ধেশ্বরের আহারাদি হয়ে গেল।—আহারান্তে বোসে আছে,—সন্ধ্যার পর একটী স্ত্রীলোক এসে সিদ্ধেশ্বরকে বল্যে, তোমাকে মঞ্জরী ডাক্‌চে। সিদ্ধেশ্বর বুঝ্‌তে পাল্যে,—মোক্ষদা এখানেও আপনার নাম প্রকাশ করেনি।—তাড়াতাড়ী উঠে গেল।—দ্যাখে একখানি মেটে ঘরের বাইরে মোক্ষদা, আর মোক্ষদার সেই সঙ্গিনী এবং আরও একটী বুড়ো মেয়ে মানুষ বোসে আচে।—লজ্জা, আহ্লাদ এবং অনুতাপের সহিত আস্তে আস্তে গিয়ে বস্‌লো। মোক্ষদা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কল্যে, এখন কোথা থেকে এলে?

সিদ্ধেশ্বর। সপ্তম গ্রাম থেকে।

মোক্ষদা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কল্যে, সুরেশ বাবু ভাল আচেন ত!

সিদ্ধেশ্বর নিরুত্তর।—বৃদ্ধা শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা কল্যে, বাবা! আমার স্মরেশ ভাল আচে ত? কৈ কিছু বল্‌চোনা যে।

সিদ্ধেশ্বর ভাব্‌লে, ইনি স্মরেশের জন্যে এত ব্যাকুল ক্যান।—বোধ হয় স্মরেশের কেউ হবেন।—এই ভেবে আসল কথা গোপন কোরে বল্যে হেঁ স্মরেশ ভাল আচে। এই বোলেই স্মরেশের কথা ঢাকা দেবার জন্যে মোক্ষদার দিকে চেয়ে বল্যে, দিদি! মোক্ষদা! আমি অতি নরাধম; আমি তোমার বাপের কাছেও অপরাধী, তোমার কাছেও অপরাধী, আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েচি।—সে সকল কথা আর মনে করোনা।—উঃ! আমার মায়া দয়ার লেশ নাই।—আমি তোমাকে কাট্‌তে গিয়েছিলাম!

মোক্ষদা আস্তে আস্তে মিষ্ট স্বরে বল্যে, না, না, আমি সে সকল কথা মনেও করিনি,—আর সে জন্যে আমার রাগও হয়নি;—বরঞ্চ এসে অবধি কেবল ভাব্‌চি, পাছে এ কথা হরিহর বাবু টের পায়, পাছে তোমার উপর রাগ করে। আমাকে মারনি শুন্‌লে, হরিহর বাবু কি আর তোমাকে রাখ্‌ত। সরস্বতীর ধারে তোমার মুখে ত সে সব কথা শুনেচি। তা তুমি হরিহর বাবুকে কি বলো?

সিদ্ধেশ্বর। কথায় যত হোগ না হোগ, আমার হাত কেটে যাওয়াতেই বিশেষ উপকার হয়েছিল।

মোক্ষদা। হাত আবার কখন কাট্‌ল, আর তাতেই বা কি উপকার হলো।

সিদ্ধেশ্বর। যখন আমি তোমাকে কাট্‌তে যাই তখন আমার আস্তিনের ভিতর ছোরা ছিল। তার পর তুমি যখন আমাকে দেখে

কেঁদে উঠ্‌লে, আর গলায় কাপড়ের ফাঁশ দিলে তখন আর আমার জ্ঞান ছিল না;—আস্তিনের ভিতর যে ছোরা আচে তাও মনে ছিল না,—তাড়াতাড়ী যেমন তোমার ফাঁশ খুলে দিতে যাব অমনি আমার হাতের কব্জার কাচে খানিকটে কেটে গেল, আর ছোরা খানাও পড়ে গেল।

মোক্ষদা। তার পর

সিদ্ধেশ্বর। তার পর বিছানা ময় রক্ত লেগেছিল, আর আমি যখন তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়ে ফিরে যাই তখন আমার আস্তিনময় রক্ত; কাজে কাজেই আমার কথায় হরিহর বাবু আর অবিশ্বাস কত্তো পাল্যেন না।—এই বোলে সিদ্ধেশ্বর মোক্ষদাকে জিজ্ঞাসা কল্যো, তুমি এখানে কেমন কোরে এলে?

মোক্ষদা। যখন তুমি আমাকে সরস্বতীর ধারে রেখে গেলে,—আমি একবারে নিরুপায়,—নিরুপায় বটে কিন্তু ভয় নাই,—ভাব্‌লাম, আমার আবার কিসের ভয়? আমি মরণে ভয় করিনে,—তবে আমার আবার কিসের ভয়? এই রকম ভাব্‌চি, আর তোমার পানে চেয়ে রয়েচি। যতক্ষণ তোমাকে দেখ্‌তে পেলাম ততক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম; তার পর যখন তোমাকে আর দেখ্‌তে পেলাম না, তখন মনে হলো, যে দিকে দুচোক যাবে সেই দিকে যাব, এই ভেবে সাহসে ভর কোরে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এক দিক পানে এলাম। অনেকক্ষণের পর একটা বাঁদা রাস্তা পেলাম। যখন আমি রাস্তায় উঠেচি তখন রাত পুইয়েচে, একটু একটু বেলাও হয়েচে।—আমি কাঁদ্‌তে কাঁদতে আস্‌চি;—খানিক দূর এসে দেখি যে ইনি (সেই বাটীর সেই বৃদ্ধা, আর এঁর মেয়ে বসন্ত,—(যে মোক্ষদাকে পুকুরের ঘাটে দিদি বোলে ডেকে ছিল) আরো অনেক গুলি মেয়ে মানুষ গঙ্গা নেয়ে আস্‌চেন। ক্রমে ক্রমে এঁদের সঙ্গে আমার কথা বার্ত্তা

হলো,—ইনিও জান্‌লেন যে আমি দুঃখিনী আর আমিও জান্‌লাম যে ইনি স্থরেশ বাবুর মা।

সিদ্ধেশ্বর শশব্যস্তে বল্লো, অ্যাঁ, ইনি স্থরেশ বাবুর মা! মা! তবে আপনি আমারও মা।

বৃদ্ধা। বাবা! যখন তুমি আমার স্থরেশের খপর এনে দিলে আর মঞ্জরীকে রক্ষা করেচ তখন তুমি আমার ছেলে,—আমার স্থরেশ ছোট তুমি বড়।

সিদ্ধেশ্বর মোক্ষদার দিকে চেয়ে বল্লো তার পর।

মোক্ষদা। তার পর ইনি আমাকে ছাড়্‌লেন না, এইখানে নিয়ে এলেন; আমাকে মেয়ের মত মনে করেন, আমি মা বোলে ডাকি,—যথার্থ ইনি আমার মা,—বসন্তও সত্যি সত্যি আমার ভগিনী; বাবা আমাকে কত ভাল বাসেন, (স্থরেশের পিতাকে মোক্ষদা বাবা বলিত) এত যে সংসারের কষ্ট তবু আমাকে ছাড়্‌তে চান্ না।

সিদ্ধেশ্বর। তিনি কোথায় গিয়েচেন? কৈ, আমি ত এসে অবধি তাঁকে একবারও দেখিনি।

মোক্ষদা। গনপুরের চাটুয্যেদের বাড়ীতে স্বস্তেন কত্তে গেচেন, এই এলেন বোলে।

এই কথা বল্‌তে বল্‌তেই স্থরেশের পিতা এসে উপস্থিত।—বৃদ্ধ বেশ গৌরবর্ণ পুরুষ, লম্বাটে ছিপ্‌ছিপে গড়ন, মাথায় গাছ্‌কতক শাদা চুল, একটীও দাঁত নাই, কাঁদে একখানি নামাবলী, বয়স ৭৫। ৭৬ বৎসর,—কিন্তু এখনও সামর্থ্য আছে;—নাম পীতাম্বর মুখুয্যে।

বৃদ্ধ আস্‌বা মাত্রেই মোক্ষদা তাড়াতাড়ি বল্লো, বাবা! আমি এঁরই কথা তোমাকে বলেছিলাম, ইনিই আমাকে রক্ষা করেছিলেন, এঁরই নাম সিদ্ধেশ্বর বাবু।

বৃদ্ধ ব্যগ্রতা আর আহ্লাদের সহিত বল্যে, বটে! বেশ বেশ, বাবা! আমার সুরেশ আচে ভাল?

সিদ্ধেশ্বর। আজ্ঞা হাঁ, সুরেশ বাবু ভাল আচেন।

বৃদ্ধ পা হাত ধুয়ে সিদ্ধেশ্বরকে বলো, এস বাবা, বারবাড়ীতে গিয়ে বসি। এই বোলে বৃদ্ধ অগ্রসর হলো, যুবা পশ্চাদ্গামী। বার্‌-বাড়ীতে গিয়ে বৃদ্ধ সিদ্ধেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কল্যে; বাপু! সুরেশের প্রতি হরিহর বাবুর কি রকম স্নেহ মমতা দেখ্‌লে? বাবা! আমার বড় অদৃষ্ট মন্দ। দেখ, সংসারের এই অবস্থা, তা ছেলেটীর বেশ সংস্থান হয়েছিল, রাধারমণ বাবু বেঁচে থাক্‌লে আমাদের আর কোন কষ্টই থাক্‌তো না, তা আমার এমনি অদৃষ্ট মন্দ যে তাঁরা স্ত্রী পুরুষেই অতি অল্প দিনের মধ্যে গত হলেন। তাঁরা দুজনেই মৃত্যু সময়ে হরিহর বাবুকে বিশেষ করে বোলে গিয়েছিলেন, যে, সুরে-শের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে; তা আমার কপাল হতে মেয়েটীও নষ্ট হলো। যা হোক, শুনেচি হরিহর বাবু সুরেশকে বড় ভাল বাসেন;—সেই জন্যেই তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি যে, সুরেশের উপর হরিহর বাবুর সেই রকম ভাব আচে কি না।

সিদ্ধেশ্বরের ইচ্ছা ছিল, মেয়ে ছেলের অসাক্ষাতে অতি গোপনে সুরেশের অবস্থার কথা বৃদ্ধকে বল্‌বে।—বল্‌বারও এই অবসর, কিন্তু কথা বেরোয় না,—অমন সর্ব্বনাশের কথা কি কোরে বল্‌বে,—কথা বেরোয় না।—অবনত মুখে অবস্থিত। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা কলো, কেন, চুপ কোরে রইলে যে! সিদ্ধেশ্বর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বিমর্ষ ভাবে বল্যে, আর কি বল্‌বো! আমাকে ওসব কথা আর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না। সুরেশকে মনে হলে আমার বুক ফেটে যায়। আপনার প্রতি বিধাতা নিতান্ত বিমুখ।

বৃদ্ধ একবারে হতবুদ্ধি;—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে শশব্যস্তে সিদ্ধেশ্বরের

দুটী হাতে ধোরে ভগ্ন স্বরে বল্লো, ক্যান ক্যান! ক্যান বাবা! অমন কথা বল্লো ক্যান! আমার সুরেশের কি হয়েচে?—আমার সুরেশ কি নেই? আমি আর স্থির হতে পাচিনে,—সব অন্ধকার দেখ্‌ছি, তুমি শিগ্‌গির বল,—আমার দিব্যি,—সত্য কোরে বল, আমার সুরেশের কি হয়েচে?

সিদ্ধেশ্বর কাঁদতে কাঁদতে বল্লো; সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, আমি হরিহর বাবুর মুখে শুনেচি,—কেবল হরিহর বাবু কেন, সপ্তগ্রামের প্রায় সকলেরই মুখে শুনেচি, সুরেশ বাবু নাকি এক্‌টা মেয়ে মানুষকে খুন করেচেন,—ধরাও পড়েচেন।

বৃদ্ধ শশব্যস্তে বল্লো, অ্যাঁ! খুন করেচে? সেত আমার তেমন ছেলে নয়। হাঁ বাবা! তারপর এখন কি হয়েচে?

সিদ্ধেশ্বর। তারপর, যার মেয়ে সে নালিশ করাতে খুন প্রমাণ হয়েচে, আর সুরেশ বাবুকে হাজতে রেখেচে।—মকদ্দমার আর বিলম্ব নেই,—বোধ হয় তাঁর ফাঁশী হবে।

অ্যাঁ অ্যাঁ! কি বল্লো! সুরেশের ফাঁশী হবে, অ্যাঁ অ্যাঁ।—বৃদ্ধ অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লো। যুবা বিষণ্ণ মুখে তাড়াতাড়ী বাতাস কত্তো লাগলো। অনেক্ষণের পর ব্রাহ্মণের চৈতন্য হলো। যুবার মুখ পানে চেয়ে কাতর স্বরে বল্লো, কি, সুরেশের ফাঁশী হবে,—আমি বেঁচে থাক্‌বো? হাঁ বাবা! তারা কি আমাকে ফাঁশী দিয়ে সুরেশকে খালাশ দেয় না? অ্যাঁ অ্যাঁ! আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌বোনা,—কাকে নিয়ে সংসার, কার সংসার, আমার অন্ধের নড়ী,—অ্যাঁ আমি আর সুরেশকে দেখ্‌তে পাবোনা!—চলো,—আজি আমাকে নিয়ে চলো,—আমি একবার সুরেশকে দেখ্‌বো,—দেখে মর্‌বো, তার ফাঁশী হওয়ার আগে আমি মর্‌বো।

ব্রাহ্মণের কান্নার শব্দ শুনে বাড়ীর ভিতর থেকে, ব্রাহ্মণের স্ত্রী,

বসন্ত আর মোক্ষদা তিন জনেই পড়ে ত ওঠে না, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে, হঁপাতে হাঁপাতে আলু থালু হয়ে "কি হয়েচে কি হয়েচে" বল্‌তে বল্‌তে এসে উপস্থিত।—অ্যাঁ অ্যাঁ একি একি! কেন কেন কাঁদ্‌চ কেন কি হয়েচে, এই বোলে তিন জনেই হাহাকার কত্তে কত্তে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে পড়্‌ল।—অ্যাঁ অ্যাঁ কি হয়েচে কি হয়েচে!

ব্রাহ্মণ বুক চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে বল্লো, আর কি হয়েচে,—যা হবার তাই হয়েচে,—আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে,—আমার পোড়া কপাল পুড়েচে, আমার সুরেশ আর——

এই পর্য্যন্ত বলেই ব্রাহ্মণ আবার অজ্ঞান হয়ে মূর্চ্ছিত। সিদ্ধেশ্বর শশব্যস্তে বাতাস টাতাস কোরে সকলকে সুস্থ কল্লো, কিন্তু মোক্ষদার এখনও চৈতন্য হলোনা,—মোক্ষদা আজই জলে ডুবেছিল বোলে অত্যন্ত কাহিল,—তারই উপর আবার মূর্চ্ছা, কাজে কাজেই এখনো তার চৈতন্য হলো না। সকলেই মোক্ষদার জন্যে শশব্যস্ত, সিদ্ধেশ্বর অনেকক্ষণ ধরে বাতাস কল্লো, মুখে জল দিলে,— তবু সেই ভাব।—যুবার শোকের এক শেষ। কাঁদতে কাঁদতে মোক্ষদার মুখপানে চেয়ে বল্লো, মোক্ষদা! দিদি! আর কি তুমি উঠবে না;—একবার ওঠ একবার আমার দিকে চাও,—দিদি! তুমি বাঁশবেড়ের সেই ঘোর রাত্রিতে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমায় বলেছিলে "আমি তোমারই, কিন্তু কৈ! সে কথা এখন কৈ! তুমি কোথা চল্লে? একবার ওঠ, একবার চাও,—একবার তেম্‌নি কোরে বল, "আমি তোমারই"।

অষ্টম সর্গ।

একি!—রহস্য ভেদ।

"আপনি আপন মিত্র যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম্ম॥"

কাশীদাস।

তিন দিন অতীত।—বেলা তিনটে।—হুগলীর হাজতের ভিতর সুরেশ বোসে আচে,—হতভাগ্য যুবা কতই ভাবচে, কতই কাঁদচে, অন্তর ছট ফট কচ্চো,—উপায় নাই।—হঠাৎ এক যুবা এক বৃদ্ধ, আর একটী যুবতী সম্মুখে উপস্থিত।—তিন জনেই বন্দীর পরিচিত।—আলো আর অন্ধকার একত্র হলো,—ঐ তিন জনকে দেখে বন্দীর তত ভাবনার উপর, তত দুঃখের উপর যেন একটু আহ্লাদ হলো।—এক সময়েই জ্যোৎস্না আর বৃষ্টি আরম্ভ হলো—যুবার মন ঈষৎ হাস্তে লাগলো,—এই শেষ সময়ে আত্মীয় লোকের সঙ্গে অসম্ভাবিত শেষ দর্শনে যুবার মন ঈষৎ হাস্তে লাগলো, কিন্তু চোক ফেটে দর্ দর্ কোরে জল পড়্তে লাগলো। আগন্তুক বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে "বাবা সুরেশ" বোলে দৌড়ে গিয়ে জড়্য়ে ধল্লো। আর কারো মুখে কথা নাই, বাষ্পেতে সকলেরই কণ্ঠরোধ।—যুবতী এক দৃষ্টে বন্দী যুবার মুখ পানে চেয়ে কাঁদতে লাগ্লো। অনেক ক্ষণের পর বৃদ্ধ বাষ্প কণ্ঠে, সুরেশের চিবুকে হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গদগদ স্বরে বল্লো, বা বা সু—রে—শ! তুই এখানে কেন বাপ! তুই আমার ঘরে চল; তোকে ফাঁশী দেবে। তা হবে না, তোকে ফাঁশী দিতে দোবনা, তুই ঘরে চল;—আমি মরি, তুই ঘরে চল; আমার প্রাণ কেমন কচ্চো, আমি আর বাঁচিনে। সুরেশ বাপ

আমার! আমার অন্ধের নড়ী; আমার আর যে কেউ নেই; আমি কাকে নিয়ে সংসারে থাক্‌বো! হ্যাঁরে সুরেশ! সত্যি সত্যিই তোকে ফাঁশী দেবে!—ক্যান?—তুই কি করেছিস?—বাবা! সত্যি সত্যিই কি তোকে ফাঁশী দেবে? বন্দী কাঁদতে কাঁদকে বল্যে, বাবা! আমার কিছু অপরাধ নাই,—মানুষের কাছে আমার কিছু অপরাধ নাই,—আমি ঈশ্বরের কাছে অপরাধী। কালকে আমার বিচার হয়ে গেছে, আর তিন দিন পরে আবার হবে,—এখনও হুকুম হয়নি। আপনি ফিরে যান;—আমি আপনার পুত্র নই,—আমি আপনার শত্রু। কেন আপনি আমার জন্যে আর দুঃখ করেন। আপনি বাড়ী যান। বাবা! আমার মা কোথা? আপনি মাকে কেন আন্‌লেন না, তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হলো না। বাবা! বসন্তকে আমি বড় ভাল বাসী,—এ সময়ে তাকে একবার দেখ্‌তে পেলাম না,—বসন্তর জন্যে আমার বড় ভাবনা।—বসন্ত! দিদি! আর তোমার মুখে তেমন মিষ্টি কোরে দাদা বলা শুনতে পাবনা! মা! তোমার সুরেশ তোমাকে ত্যাগ কোরে চল্যো।

বৃদ্ধ সেইরূপ স্বরে বল্যে, বাবা! সকলেই এসেচে,—বসন্তও এসেচে, তোমার মাও এসেচে। সকলকে ঢুক্‌তে দেবে না বোলে তাদের রেখে এলাম। তারা সকলে তোমার পিসীর বাড়ীতে আচে। মঞ্জরী কিছুতেই ছাড়্‌লে না,—আত্মহত্যা কত্যে চাইলে, সেই জন্যে একে নিয়ে এলাম।—বাবা সুরেশ! আমি কি কর্‌বো! কোথা যাবো?—আমি দেখ্‌বো,—তোর ফাঁশীর দিন পর্য্যন্ত আমরা সকলেই দেখ্‌বো, তার পর তুইও যাবি; আমরাও আত্মহত্যা কর্‌বো;—তুই যতক্ষণ পৃথিবীতে আচিস ততক্ষণ আমরাও আচি।

সুরেশ আবার পূর্ব্বস্বরে বল্যে বাবা! আপনি ফিরে যান,—আপনি আত্মহত্যা কর্‌বেন না।—এই বোলে আবার যুবতীর

পানে চেয়ে অতি কাতর স্বরে বল্যো, মঞ্জরি! তোমাকে আর কি বল্‌বো,—কি বোলে সান্ত্বনা করবো;—কোন উপায় নেই। তুমি যাও,—আমার বাড়ীতে যাও।—বাবা! আপনি সৎপাত্রের সঙ্গে মঞ্জরীর বিবাহ দেবেন। আপনার যেমন বসন্ত, তেমনি মঞ্জরী!—মঞ্জরীর স্বভাব বড় নির্দ্দোষ,—প্রিয়ে!—এই বোলেই চেঁচ্‌য়ে কেঁদে উঠ্‌লো! আর কথা কইতে পাল্যে না।

যুবতী এতক্ষণ নীরবে কাঁদ ছিল,—সুরেশের এইরূপ মর্ম্মান্তিক কথা শুনে একবারে বেঁউরে কেঁদে উঠলো। লজ্জা ভয় সব ত্যাগ কোরে বন্দীর পায়ের কাছে গিয়ে পড়লো।—আ—মা—র—কি—

"ভাগো, ভাগো, সব ভাগো হিঁয়া সে" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে একজন জমাদার এসে উপস্থিত। বৃদ্ধ অনেক মিনতি কল্যে; কিছুতেই শুনলে না,—সকলকে বার কোরে দিলে।

পরদিন বেলা দশটা বাজে এমন সময় সিদ্ধেশ্বর বাড়ী যাবার জন্যে বেরয়েচে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারীর কাচে গিয়ে দ্যাখে। ভয়ানক গোল, লোকে লোকারণ্য।—কৌতুক দ্যাখবার জন্যে কাছারীর ভিতর গেল।—দ্যাখে, হরিহর বাবু। আরও একটী দীর্ঘাকার পুরুষ একপাশে দাঁড়য়ে রয়েচে। সেই মূর্ত্তি সিদ্ধেশ্বরকে যেন চিন্তে পালো,—মুখ দেখে বোধ হলো বড় খুসী হয়েচে। সিদ্ধেশ্বরও চেন চেন কল্যে কিন্তু ঠিক ঠাওরাতে পাল্যে না। সেই দীর্ঘ মূর্ত্তির পাশে আর জন লোক দাঁড়য়ে; তাকেও সিদ্ধেশ্বর চেন চেন কল্যে। তার একটু অন্তরে এক মাগী।—

বিচার পতি একটী পুঁটলী বাঁদা কতকগুলি অলঙ্কার হাতে কোরে সেই দীর্ঘ মূর্ত্তির দিকে চেয়ে, বিলাতি বাঙ্গলায় বল্যেন, টুমিকি এই অলঙ্কার হরিহর বাবুর নিকট বিক্রয় করিটে গিয়াছিল।

সিদ্ধেশ্বর বুঝ্‌তে পাল্য, তিনিই আশামী।

আসামী উত্তর কল্যে, ধর্ম্ম অবতার! আমি সব কথা খুলে বল্‌চি, আমার আর বাঁচবার ইচ্ছা নাই। আমি একজন প্রসিদ্ধ লোক, দেশে আমার ভারী সম্মান, শিষ্য সেবকও অনেক আচে; তাতে যখন আমার এই অসম্ভ্রম হলো তখন আমি আর এমুখ দেখাব না; প্রাণও রাখবোনা,—সবকথা খুলে বলচি শুনুন। আমি ব্রাহ্মণ, গৌরাঙ্গ ভক্ত। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ যাকিছু দুষ্কর্ম্ম করেচি, সকলই হরিহর বাবুর পরামর্শে। কেবল এই নয়, আরও অনেক দুষ্কর্ম্ম করেচি! সকলই বাবুর ভরসায়। উনি একজন বড় জমীদার, আমাদের রক্ষা করবেন বোলে ওঁর সঙ্গে আমার দশ আনা ছ আনা অংশের বন্দোবস্ত।

বিচারপতি বল্যেন, টবে টিনি টোমাকে চরিয়া দিল কেন?

আসামী বল্যে, ওঁর জ্যেষ্ঠের নাম রাধারমণ মৈত্র। আমি ওঁরই হুকুমে তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরেচি। তার পরে তাঁর স্ত্রীকে মারবার জন্যে আমায় অনুরোধ করেন, তাতে আমি অস্বীকার কল্যে উনি নিজেই সে কাজ শেষ করেন। মোক্ষদা নামে রাধারমণ বাবুর একটী মেয়ে ছিল, বোধ হয় এখনও সেটী বেঁচে আচে। সেই মেয়েটীকে নষ্ট কত্তে পাল্যেই আপনি সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হন; এই জন্যে আমাকেই সেই মহাপাতকে অনুরোধ করেন, অনেক লোভও দেখান। আমি তাতে স্বীকারও হয়েছিলাম কিন্তু এই শশীর মায়ের অনুরোধে (কাছারীতে যে স্ত্রীলোকটী দাঁড়েয়েছিল তাহার শশী নামে এক কন্যা ছিল) নষ্ট কত্তে পাল্যেমনা,আমাদের বাঁশবেড়ের আড্ডায় লুকয়ে রাখলাম। হরিহর বাবুকে বল্যেম, তাকে মেরে ফেলেচি।

বিচার পতি বলো, টার পর কি হইল বল।

আসামী বল্যে, তার পর মেয়েটী ক্রমে বড় হয়ে উঠলো, বিবাহ হয় না,—আমি মহাবিপদে পড়লাম।

এই পর্য্যন্ত বোলে, সিদ্ধেশ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কোরে বল্যো, এক দিন রাত্তিরে দেখ্‌লাম, ইনি একখানি গরুর গাড়ীতে চোড়ে এঁর স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় যাচ্যেন। আমি অমনি সাঁ কোরে আড্‌ডায় এসে বসলাম। যখন ইনি আমাদের আড্‌ডার নিকটে এলেন, আমি বাসা দোব বোলে নিয়ে গেলাম। তার পর হরিহর বাবুর হুকুম অনুসারে এঁর স্ত্রীকে বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম; আর দেখ্‌লাম ইনি অতি ভদ্রলোক, সেই জন্যে আমি বন্দী ব্রাহ্মণের বেশে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মোক্ষদাকে এঁর হাতে সঁপে দিলাম! দৈবাৎ ইনি আবার হরিহর বাবুর অতিত শালাতেই থাকেন। সেখানে বাবু মোক্ষদাকে চিন্তে না পেরে তাকে বিয়ে কত্তো চান; কিন্তু সুরেশের উপরেই মোক্ষদার বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মে ছিল।

এক দিন শশীর মায়ের ঘরে বোসে আমরা দুজনে মোক্ষদার কথা কচ্চি, এমন সময় বাবু সে খানে যান, গিয়ে আড়াল থেকে সব কথা শোনেন, তখন জান্তে পাল্যেন, যে, যাকে উনি বিয়ে কত্তো চেয়েচেন সেই ওঁর ভ্রাতুষ্কন্যা।—এই আমার উপর রাগ!

বিচারপতি বল্যেন, শশীর মা মোক্ষডাকে বাঁচাইবার জন্য টোমাকে অনুরোঢ করিল কেন?

আসামী। মোক্ষদার মাতৃবিয়োগের পর শশীর মা তাকে মানুষ করে, সেই জন্যে।

বিচারপতি! টুমি বাবুর অনুরোঢ না শুনিয়া শশীর মায়ের অনুরোঢ শুনিলে কেন?

আসামী একটু হেসে মুখ নাম্‌য়ে বল্যে, আমি ছেলেবেলা অবধি ওর প্রণয়ে বদ্ধ, সেই জন্যে।

এই কথা বোলে আসামী আবার বল্যো, ধর্ম্ম অবতার আমাকে

ধরয়ে দেওয়ার এই কারণ, আর মোক্ষদার অনুরাগই সুরেশের ফাঁশীর কারণ ।

বিচারপতি শশব্যস্তে বল্যেন কেন ? সুরেশের খুন সপ্রমাণ হইয়াছে ।

আসামী । সে সব মিথ্যা ।—ছেলেবেলা অবধি শশীর মৃগীরোগ ছিল, সেই রোগেতেই সে ছাত থেকে পোড়ে মরে ।—ইনি সেই শশীর মা,—এঁকেই জিজ্ঞাসা করুন ।

বিচারপতি সিদ্ধেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কল্যেন, এখন মোক্ষদা কোঠায় ঠাকে ।

সিদ্ধেশ্বর উত্তর কল্যে, সুরেশের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কাল হুগলীতে এসেচে ।

বিচারপতি চমৎকৃত, সিদ্ধেশ্বর চমৎকৃত, কাছারী শুদ্ধ লোক চমৎকৃত । হুকুম হলো, কালকে বিচার হবে, আজ হরিহরকে আর সকল ডাকাৎকে হাজতে রাখা হয় । আর সিদ্ধেশ্বরের উপর মোক্ষদাকে হাজীর করবার হুকুম হলো ।

কাছারী বন্ধ ।—পাঠক মহাশয় ! বুঝ্‌তে পাল্যেন ! এই মূর্ত্তিই বাঁশবেড়ের রাস্তায় সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে প্রথম কথা কয়, এই মূর্ত্তিই চণ্ডরব,—এই মূর্ত্তিই মোক্ষদার কপট পিতা,—আবার এই মূর্ত্তিই বর্দ্ধমানের ডাকাত ।

পরদিন নিয়মিত সময়ে সকলেই কাছারীতে এসে উপস্থিত । সিদ্ধেশ্বর সে সকল কথা সুরেশের মাবাপকে বলেনি ; কেবল সুরেশ আর একবার দেখা করবে বোলে মোক্ষদাকে কাছারীতে নিয়ে এলো । হাকিম এসেই হরিহর আর ডাকাতদের আন্‌তে হুকুম কল্যেন । একজন জমাদার দৌড়ে গেল ।—প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই একখানি কাগজ হাতে কোরে, আর ডাকাতদের নিয়ে ফিরে এলো ।

এসেই সেই কাগজ খানি হাকিমের হাতে দিলে। হাকিম জিজ্ঞাসা কল্যেন, হরিহর কৈ ?

জমাদার বল্যে, হরিহর বাবু হাজতেই গলায় দড়ী দিয়ে মরেচেন, তাঁর মুখেতে এই কাগজ খানি বাঁধা ছিল।

হাকিম বিস্মিত হয়ে কাগজ পাঠ কত্যে লাগ্‌লেন। সে কাগজে এইরূপ লেখা ছিল।

মহামহিম শ্রীলশ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব

মহাশয় বরাবরেষু।

ধর্ম্ম অবতার !

অধিক লিখিবার সময় নাই, কারণ পরলোক হইতে আমার জোর তলব আসিয়াছে, তবে সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, কল্য কাছারীতে প্যারীমোহন্ বিদ্যাবাগীশ (ঐ ডাকাতের নাম) যাহা বলিয়াছে সে সকলই সত্য। এক্ষণে আমি চলিলাম। যাইবার সময় আমার এই নিবেদন যে, নির্দ্দোষী সুরেশকে খালাস করিয়া আদালত হইতেই আমার ভ্রাতুষ্কন্যা মোক্ষদার সহিত তাহার বিবাহের অনুমতি দিলে বাধিত হই ইতি।

আপনার নিতান্ত বশম্বদ।

শ্রীহরিহর মৈত্র।

সকলেই বিস্মিত,—মোক্ষদার আহ্লাদের সীমা নাই,—হরিহর প্রাণ ত্যাগ করেচেন শুনে একটু দুঃখও হলো। সিদ্ধেশ্বরও মহাখুসী।

আদালতে হরিহর বাবুর আরও অনেক হস্তাক্ষর ছিল; হাকিম তার সঙ্গে মিল্‌য়ে দেখ্‌লেন,—ঠিক। বল্যেন, আমি জজ সাহেবের নিকট খবর লিখি, নটুবা সুরেশকে খালাস করিটে পারি না। এই বোলে সে দিন আদালত বন্ধ কোরে চোলে গেলেন।

সিদ্ধেশ্বর মোক্ষদাকে নিয়ে বাসায় গেল। সুরেশের মা বাপ এই সম্বাদ শুনে একেবারে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলো। সিদ্ধেশ্বর মোক্ষদাকে সপ্তগ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যাবার চেষ্টা কল্যে, কিন্তু মোক্ষদা গেল না,—বল্যে সুরেশ খালাস না হলে আমি সে বাড়ী আর ঢুক্‌বো না।

দুই তিন দিন গেল।—এক দিন বেলা দুই প্রহরের সময় সুরেশের পিতা মাতা, সিদ্ধেশ্বর, মোক্ষদা, আর বসন্ত সকলে বোসে সুরেশের কথা কচ্যে এমন সময় হঠাৎ সুরেশ এসে উপস্থিত।—সকলেরই চোক দিয়ে আনন্দ জল নির্গত হতে লাগ্‌লো,—একে একে সকলেই সুরেশকে আলিঙ্গন কল্যে। পর দিন প্রাতঃকালে উঠে সকলেই সপ্তগ্রামে গেল। প্রথমেই মোড়ুব অন্বেষণে খাস বাগানে গেল,—কেউ নাই,—মোড়ুও নাই, রামকুমারও নাই।

সিদ্ধেশ্বর তিন দিন সেখানে থেকে কোথায় চোলে গেল!—কে জানে? শুভ দিন দেখে সুরেশের সঙ্গে মোক্ষদার বিবাহ হলো।

এক দিন পরে ফুল শয্যা।—দুই জনে অসম্ভাবিত সুখ শয্যায় শয়ন কল্যে;—অপার আনন্দ,—লেখা যায় না,—বলা যায় না,—অনুভব করাও যায় না। সুরেশ হাস্‌তে হাস্‌তে প্রফুল্ল মুখে মোক্ষদার চিবুকে হাত দিয়ে বল্যে, প্রিয়ে! তুমি কি আমার! স্ত্রীলোকের লজ্জা বেশী, কাজে কাজেই মোক্ষদা একবারে ওকথার উত্তর কত্যে

পাল্যো না। সুরেশ আবার বল্যো, প্রণয়িনি! তুমি কি আমার! উত্তর নাই।—পুনর্ব্বার সুরেশ বল্যো, আমার জীবন! তুমি কি আমার!—যুবতী একটু হাসির সহিত আস্তে আস্তে বল্যো, আমি তোমারই।

প্রথম কল্প সম্পূর্ণ।
